উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৩,২৪৬.১৮ (-৩২৪.১৭)

নিফটি : ২৫,৫৮৫.৫০ (-১০৮.৮৫)

‘বাঙালি’ রাম প্রতিষ্ঠায় ১০০ কোটি ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
২৮° / ১২°	২৮° / ১২°	২৮° / ১২°	২৭° / ১৩°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন			

বাংলাদেশের বিকল্প স্কটল্যান্ড! ১২

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এই প্রথম ৯ মাস আগেই বুকিং ৮

৬ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 20 January 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 242

কমিশনকে সুপ্রিম-আঘাত

অসংগতির তালিকা প্রকাশে নির্দেশ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : শুধু ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’-এর যুক্তিতে ডাকলে চলবে না। যাঁদের ডাকা হচ্ছে, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশে সেই তালিকা পঞ্চায়েত ভবন, বিডিও এবং ওয়ার্ড অফিসগুলিতে টাঙিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের একটি অংশ এটি হলে অন্য অংশটি হল বিএলএ-দের শুনানিতে উপস্থিত থাকার ছাড়পত্র। কোনও ভোটার চাইলে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলএ উপস্থিত থাকতে পারবেন শুনানিতে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আরেকটি বড় ধাক্কা হল মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে নথি হিসেবে গ্রাহ্য না করার নিয়ম বাতিল। ওই কার্ড এখন থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) অন্যতম বৈধ নথি।

নির্দেশগুলিকে নিজেদের জয় হিসেবে দেখছে তৃণমূল। দলটির দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট এই পদক্ষেপগুলি করেছে।

নথি হিসাবে গ্রাহ্য মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডও

খবরটি ছড়িয়ে পড়তে তৃণমূলের খোদ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল, ‘আজ কোর্টে হারালাম। এপ্রিলে ভোটে হারাব। তৈরি থাকো।’

মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলা সফর করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরপর দু’দিন মালদা ও সিঙ্গুরের জনসভায় বলে গিয়েছেন, বাংলার মানুষ ঠিক করে ফেলেছেন এবার তৃণমূল সরকারকে সরাবেন। অভিষেক যেন সেকথার জবাব দিলেন সোমবার বারাসতের জনসভায়। তাঁর ভাষায়, ‘কার ক্ষমতা বেশি মোদিজি? ১০ কোটি মানুষের না আপনাদের গায়ের জোরের? যাঁরা আমাদের টাইট করতে চান, বাংলার মানুষ তাঁদেরই টাইট করবেন।’

‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ বা তথ্যগত অসংগতির কারণ দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন বাংলায় ১.২৫ কোটি ভোটারকে শুনানিতে ডাকছে। তৃণমূলের দায়ের করা মামলায় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার এভাবে কার্যত ভোটারদের হয়রান করা হচ্ছে বলে মেনে নিয়েছে।

অসংগতির কারণ দেখিয়ে যাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা গোপনে রাখায় কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, ‘মা ও সন্তানের বয়সের ফারাক ১৫ বছর হওয়াটা কীভাবে যৌক্তিক অসংগতি হতে পারে? *এরপর দশের পাতায়*

জলের ধারায় অনাবিল আনন্দ। ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

আত্মসমর্পণ করতে হবে প্রশান্তকে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : জামিনের প্রশ্নই নেই। উলটে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। তাঁকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে। কলকাতার কাছে দত্তাবাদের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত ওই বিডিও। এর আগে হাইকোর্টও তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই আদেশ না মেনে উধাও হয়ে যান প্রশান্ত। সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী।

২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা

তাঁর হয়ে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী মুকুল রোহতগি। তিনি দাবি করেন, কলকাতা হাইকোর্টে রোস্টার অনুযায়ী এই মামলার শুনানি হয়নি এবং তাঁর মক্কেল নির্দোষ। কিন্তু প্রভাবশালী বলে পরিচিত এই ডব্লিউবিসিএস অফিসারের শেষ রক্ষা হল না। আগামী শুক্রবার তাঁর আত্মসমর্পণের শেষ দিন নির্ধারিত করেছে শীর্ষ আদালত। ওই নির্দেশের পর তড়িঘড়ি বিধাননগর কমিশনারেটে পুলিশের বৈঠক বসে।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকলেও এতদিন পুলিশ ওই বিডিওকে গ্রেপ্তার করেনি। নিম্ন আদালত জামিন মঞ্জুর করলেও হাইকোর্ট তা খারিজ করে দেওয়ার পরেও চুপ ছিল পুলিশ। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ কিন্তু *এরপর দশের পাতায়*

বাংলাদেশের সঙ্গে এদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ। প্রতিবেশীদের ভিসা বন্ধ, হোটেলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু কাঁটাতারের দু’পারের দুষ্কৃতীদের মধ্যে কারবার ক্রমশ বাড়ছে। আজ শেষ কিস্তি

ভলিবলের কায়দায় কাঁটাতার পার

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

বালুরঘাট ও হিলি, ১৯ জানুয়ারি : একেই রাত। তার ওপর কুয়াশা। সীমান্তে কাঁটাতারের এপারে-ওপারে ছায়া ছায়া কিছু দেখা যায়। দেখে মনে হবে, এপার থেকে একটি বল যেন ওপারে যাচ্ছে, আর নিখুঁতভাবে সেগুলি ক্যাচ ধরে নিচ্ছে ওপারের ছায়াগুলি। আবার ওপার থেকে উড়ে আসা কিছু একটা ধরে নিচ্ছে এপারের ছায়াগুলি। আচমকা যদি কারও নজরে এমন দৃশ্য পড়ে, তবে মনে হবে অন্ধকারের মধ্যে আন্তর্জাতিক কোনও ভলিবলের আসর বসেছে হয়তো। অথচ এসবই মাদক পাচারকারীদের কৌশল। টাকার লোভ দেখিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামের তরুণদের কাজে লাগিয়ে এইভাবে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে দুই দেশের পাচারকারীরা। দু’দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, বালুরঘাট শহর সহ বিভিন্ন জায়গার হোটেলগুলিতে বাংলাদেশি পর্যটকদের আনাগোনায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে কি না, তার সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশের পাচারকারীদের সঙ্গে এপারের দুষ্কৃতীদের ব্যবসায়িক আদানপ্রদানে কোনও প্রভাব পড়ে না। *এরপর দশের পাতায়*

- কাফ সিরাপ থেকে ব্যথার ওষুধ, ইয়াবা থেকে মদ, ভলিবল ছোড়ার কায়দায় পাচার হয় সীমান্তে
- ১০০ বোতল কাফ সিরাপ ওপারে পাঠিয়ে দিতে পারলেই ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা কামাই

মৌসমই ‘মুখ’ কংগ্রেসের

ব্লকে ব্লকে আন্দোলন, নেতৃত্বে গনির ভাগ্নি

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : চলতি মাসে মৌসম বেনজির নুরের প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই কংগ্রেস বলে আসছিল তাঁকে সামনে রেখে ভোটের আগে ঘুঁটি সাজানোর কথা। তবে রাজনৈতিক কৌশল কী হবে, সেব্যাপারে গত ৩ সপ্তাহে খোলসা করে কিছু বলা হয়নি দলের তরফে। এবার বিধানসভা ভোটের আগে মালদাজুড়ে দলের একাধিক কর্মসূচির কথা জানিয়েছে কংগ্রেস। বিভিন্ন ইস্যুতে ব্লকে ব্লকে আন্দোলন হবে। আর প্রতিটি ব্লকেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন মৌসম। তবে বিধানসভা ভোটে তাঁকে কোন আসন থেকে টিকিট দেওয়া হবে, তার কোনও আভাস কিন্তু দেওয়া হয়নি। এব্যাপারে মৌসম বলেন, ‘কংগ্রেসের কর্মীদের আবেগ রয়েছে। তবে সংগঠন ততটা মজবুত নয়। সেই কাজটাই এবার করতে হবে।’

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, জেলার প্রতিটি ব্লকে মৌসমের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সভা, প্রতিবাদ মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে। পাশাপাশি তাঁর কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্লকওয়াড়ি সংবর্ধনা সভারও আয়োজন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচিগুলোর মধ্য দিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল স্তর থেকে কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে চায় কংগ্রেস। সোমবার কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির একটা তালিকা প্রকাশ করেছেন মালদা জেলা সভাপতি তথা সাংসদ ইশা খান চৌধুরী।

জমি হস্তান্তরের ৯ বছর কাটলেও মালদা বিমানবন্দর চালু নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেই রাজ্যের। এই ইস্যুকে সামনে রেখে ইংরেজবাজার টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৩১ জানুয়ারি মালদা বিমানবন্দরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেখানে মৌসম, ইশা ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন দলের জেলা স্তরের অন্য নেতারা। ইশা বলেন, ‘রাজ্য সরকার মালদার মানুষকে বিমানবন্দরের স্বপ্ন দেখিয়ে শুধু ভোট করে। প্রতিবারই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে মালদা বিমানবন্দর চালুর কথা বলেন। কিন্তু সেই বিমানবন্দর আজও চালু হয়নি। এদিকে, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বিমানবন্দরের জমি ৯ বছর আগেই রাজ্যকে হস্তান্তর করেছে। আমরা এই ইস্যুতে আন্দোলনে যাচ্ছি। বিমানবন্দরের সামনে টাউন কংগ্রেসের ব্যানারে এই আন্দোলন হবে।’ তাঁর অভিযোগ, শুধু মালদা বিমানবন্দর নয়, *এরপর দশের পাতায়*

কথায় কথায়

ভোট মানে আসছে ঘৃণা ছড়ানোর মরশুম

আশিস ঘোষ

ভোট আসছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। শুধু মারদাঙ্গা নয়, কুকথা, ঘৃণাভাষণের কদর্য প্রতিযোগিতা চলছে। নিছক দল বা নেতার বিরুদ্ধে নয়, ধর্ম, জাতপাত তুলে গালাগাল, বিদ্বেষের বিষ উগড়ে দেওয়ার দৌড় চলছে। কেউ কম যায় না। ভোট এখন আতঙ্কের আরেক নাম।

একটি সমীক্ষা অনুযায়ী গত বছর মোট ১৩১৮টি ঘৃণাভাষণের লক্ষ্য ছিলেন সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা। গড়ে প্রতিদিন চারটি করে বিষাক্ত বুলি বেরিয়ে এসেছে নেতাদের শ্রীমুখ থেকে। ‘নিউ ইন্ডিয়া হেটল্যাব’-এর রিপোর্ট বলছে, ২০২৪ সালের তুলনায় গত বছর ঘৃণাভাষণ বেড়েছে ১৩ শতাংশ। আগের বছরের তুলনায় ৯৭ শতাংশ।

ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, গত বছরের ঘৃণাভাষণের ৯৮ পার্সেন্টের লক্ষ্য মুসলিমরা। তার মধ্যে ১১৫৬টি ক্ষেত্রে তারা সরাসরি টার্গেট, ১৩৩টি কেসে খ্রিস্টানদের সঙ্গে। ১৬২টি ক্ষেত্রে সরাসরি খ্রিস্টানরা লক্ষ্য। সমীক্ষা বলছে, ঘৃণাভাষণ বেশি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোয়। সবথেকে বেশি উত্তরপ্রদেশে ২৬৬টি। তারপরেই মহারাষ্ট্রে ১৯৩, মধ্যপ্রদেশে ১৭২, উত্তরাখণ্ডে ১৫৫টি।

এরপর দশের পাতায়

বিজেপির প্রার্থীকেই চাইছে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল এমন ভয়ংকর আকার নিয়েছে যে, সবার সামনেই দলের একটা অংশ বলে দিচ্ছে ‘বিজেপি’র নেতাকেই নাকি তারা আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে চায়!

২০২১ সালে হরিশ্চন্দ্রপুরে বিজেপির টিকিট পেয়েছিলেন মতিবুর রহমান। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন মেলা বা খেলার মঞ্চে তৃণমূলের মন্ত্রী তজমুল হোসেনের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাদের দেখাসাক্ষাৎ তো লেগেই রয়েছে। আর এই মতিবুরকেই নাকি আগামী নির্বাচনে তাঁরা প্রার্থী হিসেবে চান। রবিবার এমনই একটি খেলার মঞ্চে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে দিলেন, আগামীতে মতিবুর হোন তৃণমূলের বিধায়ক।

এপ্রসঙ্গে মতিবুর রহমানকে ফোন করা হলে তিনি কেবল বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে ভোটে দাঁড়াব।’ তবে কোন দল থেকে তিনি দাঁড়াবেন সেটা পরিষ্কার করেননি।

শাসকদলের নেতার সঙ্গে একই মঞ্চে প্রাক্তন বিজেপি প্রার্থী মতিবুর রহমান।

আর বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার শাসকদলের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন এপ্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কি মতিবুর এখন তৃণমূলে? *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

অনুনয়ন, গঙ্গা কাঁটায় বিদ্ধ ঘাসফুল বাগান

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে কালচিনি

ভোটের অঙ্ক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও সমীর দাস

কালচিনি, ১৯ জানুয়ারি : অতীতে আরএসএসের নিবেদিতপ্রাণ প্রচারক গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা এখন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান। জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদেরও চেয়ারম্যান। ক্ষমতার অলিন্দে ক্ষেত্রবিশেষে দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের চেয়েও বেশি প্রভাব গঙ্গার। আবার দলটার প্রাক্তন আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মোহন শর্মা এখন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক।

তোর্ষা চা বাগানে শ্রমিকদের জন্য চা সুন্দরীর ঘর।

দুই দলবদলুর মিল হল- দুজনেই কালচিনির। গঙ্গা জেলার নেতা হলেও কালচিনিতে তৃণমূলের একমাত্র মুখ। তাঁকে সামনে রেখে কালচিনিতে তৃণমূল ভোটে লড়তে চললেও গঙ্গার কার্যকলাপে বিরক্ত দলের স্থানীয় নেতারাই। চা বলয়ের এই বিধানসভা কেন্দ্রে চা বাগানের সমস্যায় গঙ্গার নাকি দেখা মেলে না। কিছুদিন বন্ধ থাকার সময় কেবলমাত্র চিনচুলা বাগানে একবার গিয়েছিলেন গঙ্গা।

চিনচুলা খুললেও বন্ধ ভার্নোবাড়ি ও মধু চা বাগান। অচলাবস্থা চলছে কালচিনি ও রায়মাটাং বাগানে। ওই দুই চা বাগানেও গঙ্গাকে দেখা যায়নি বলে আক্ষেপ করছেন এলাকার তৃণমূল নেতারা। কালচিনিতে তৃণমূল বরাবরই দুর্বল। শেষপর্যন্ত ২০১১ সালে জয়ী নির্দল বিধায়ক উইলসন চম্প্রমারিকে দলে টেনে নেয় তৃণমূল। ২০১৬ সালে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে তিনি জেতেন বটে, তবে মাত্র ১১৫৫ ভোটে। *এরপর দশের পাতায়*

ঘুঁটেতে গড়াচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৯ জানুয়ারি : রোদ উঠতেই বৈষ্ণবনগরের উঠোনে উঠোনে শুরু হয় এক নিঃশব্দ কর্মযজ্ঞ। কেউ গোবর দিয়ে ঘুঁটের মণ্ড বানাচ্ছেন, কেউ সেই মণ্ড বাঁশের মাচায় সারি দিয়ে রাখছেন শুকানোর জন্য। বাইরে থেকে দেখলে এ যেন গ্রামবাংলার চিরচেনা ছবি। অথচ এই চেনা ছবির আড়ালে লুকিয়ে আছে শত শত নারীর আত্মনির্ভরতার এক অনন্য গল্প। কোনও সরকারি প্রকল্প নয়, নেই কোনও এনজিও'র সাহায্য। নিজের হাত, সময় আর পরিশ্রমকে পুঁজি করেই গৃহিণীরা গড়ে তুলেছেন এক প্রাচীন অথচ কার্যকর গ্রামীণ অর্থনীতি।

কালিয়াচক-৩ ব্লকের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই গোরু রয়েছে। দু-চারটে গোরু থাকলেই শুরু করা যায় এই কাজ। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা ঘুঁটে তৈরির এই প্রথা আজও সমানভাবে জীবন্ত। নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহিণীরা এই কাজ করে সংসারের হাল ধরছেন নীরবে। বৈষ্ণবনগর ঘোষপাড়ার কাকলি ঘোষ বলেন, 'সংসারের কাজের ফাঁকেই ঘুঁটে বানানো যায়। এতে আলাদা কোনও খরচ নেই, অথচ হাতখরচ উঠে যায়।' এই কাজ শুধু আয় নয়, আত্মবিশ্বাসও জোগায়। কলেজ পড়ুয়া তথা গৃহবধূ তনুশ্রী ঘোষের কথায়, 'পড়াশোনা, সংসার, গোপালন- সব সামলে প্রতিদিন অন্তত ৩০টি ঘুঁটে বানাই। রোদে শুকিয়ে ১৫ দিন বা মাসে একবার ভ্যানওয়ালাদের কাছে বিক্রি করি। মাসে প্রায় ১,৮০০ টাকা পাই। এই টাকাটা আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।'

গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ভ্যানচালকরা এই ঘুঁটে সংগ্রহ করেন। তারপর তা চলে যায় ব্লকের বাইরে, এমনকি ভিনজেলাতেও। সাধারণ বা মাঝারি ঘুঁটে ২ টাকা পিস বিক্রি হয়। পাটখড়ি দিয়ে তৈরি বড় ঘুঁটে চারটি ১০ টাকায়, ছোট ঘুঁটে ৩৫ টাকা পণ (৮০ টায় ১ পণ) দরে বিক্রি হয়।

শুকোতে দেওয়া হয়েছে ঘুঁটে। কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগরে।

এই ঘুঁটে শুধু আয়ের উৎস নয়—সারাবছরের জ্বালানিও। ফলে কাঠের ওপর নির্ভরতা কমে, গাছ কাটা কমে, পরিবেশও রক্ষা পায়। ঘুঁটে পোড়ানোর পর যে ছাই পাওয়া যায়, সেটিও উৎকৃষ্ট জৈব সার।

- সাধারণ বা মাঝারি ঘুঁটে ২ টাকা পিস বিক্রি হয়
- পাটখড়ি দিয়ে তৈরি বড় ঘুঁটে চারটি ১০ টাকায়, ছোট ঘুঁটে ৩৫ টাকা পণ (৮০টায় ১ পণ) দরে বিক্রি হয়
- ঘুঁটে পোড়ানো ছাই থেকে মেলে উৎকৃষ্ট জৈব সারও

> সব কাজ সামলে প্রতিদিন অন্তত ৩০টি ঘুঁটে বানাই। ভ্যানওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে মাসে প্রায় ১,৮০০ টাকা পাই।
> -তনুশ্রী ঘোষ গৃহবধূ

কালিয়াচক-৩ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হজরত শেখ বলেন, 'ঘুঁটে একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব সম্পদ। ব্লকের শত শত মহিলা এর মাধ্যমে বাড়তি আয় করছেন। এটিকে যদি কুটিরশিল্পের আওতায় আনা যায়, তাহলে এই মহিলাদের জীবন আরও বদলাতে পারে।'

বৈষ্ণবনগরের মহিলাদের স্বনির্ভরতার এই গল্প অন্যদের কাছেও এক দৃষ্টান্ত।

শৈলরানির জন্মদিনে লয়েড-স্মরণ

দার্জিলিং, ১৯ জানুয়ারি : মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরির মতোই রোমাঞ্চকর দার্জিলিং শহরের ইতিহাস। এবার সেই ইতিহাসকে নতুন করে ছুঁয়ে দেখার পালা। ১ ফেব্রুয়ারি এক অভিনব ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছেন পাহাড়বাসী। প্রথমবারের জন্য দার্জিলিং পালন করতে চলেছে তার নিজের 'জন্মদিন'। শুনতে অবাক লাগলেও, এই দিনটিকে পাহাড়ের আধুনিক ইতিহাসের সূচনা লগ্ন হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে।

১৮৩৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সিকিমের চোগিয়াল বা রাজা একটি বিশেষ সনদে সই করে দার্জিলিংকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এমন উদ্যোগ। যাকে আধুনিক দার্জিলিংয়ের 'আবিষ্কারক' বলা হয়, সেই ব্রিটিশ আধিকারিক ক্যাপ্টেন জর্জ আইলমার লয়েড শুয়ে আছেন এই পাহাড়ের কোলেই। অথচ বড় অনাদরে, অবহেলায়। শহরের ১৮ নম্বর লেবং কার্ট রোডের পুরোনো সিমেট্রি বা কবরস্থানে আগাছার জঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে তাঁর সমাধি। জন্মদিন পালনের অংশ হিসেবে হতে চলেছে এক বিশেষ 'সাফাই অভিযান'।

সমাজকর্মী পালজোর শেরিং ও অনন্ত শর্মার নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা ১ ফেব্রুয়ারি সেখানে সমবেত হবেন। কোদাল-কাস্তে হাতে তাঁরা পরিষ্কার করবেন ক্যাপ্টেনের জরাজীর্ণ সমাধি।

দার্জিলিংয়ের এই সৃষ্টিলগ্ন কিন্তু কম নাটকীয় নয়। একসময় এই ভূখণ্ড ছিল সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত। সতেরোশো শতকে নেপাল আক্রমণ চালিয়ে তিস্তা নদী পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেয়। এরপর ১৮১৪-১৬ সালের অ্যাংলো-নেপাল যুদ্ধ এবং সুগৌলির সন্ধির মাধ্যমে ব্রিটিশরা জমি পুনরুদ্ধার করে সিকিমকে ফিরিয়ে দেয়। ১৮২৮ সালে ফের নেপাল-সিকিম বিবাদ বাধলে, মধ্যস্থতার জন্য ব্রিটিশ কোম্পানি দুই অফিসার- ক্যাপ্টেন লয়েড এবং জে ডব্লিউ গ্র্যান্টকে পাহাড়ে পাঠায়। তাঁরা এসে পৌঁছান ঘুমের কাছে, যা তখন পরিচিত ছিল 'ওল্ড গুর্খা স্টেশন' নামে। পাহাড়ের এই নির্জন রূপ, কনকনে ঠান্ডা আর আকাশছোঁয়া সৌন্দর্য দেখে মোহিত হন লয়েড। সমতলে গরমে ধুঁকতে থাকা ব্রিটিশ সেনাদের জন্য এখানে একটি স্যানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাস গড়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। সেই স্বপ্নই আজকের দার্জিলিং। লয়েড এই শহরকে এতটা ভালোবেসেছিলেন যে, আমৃত্যু তিনি এখানেই থেকে যান। ১৮৬৫ সালে ৭৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! লয়েডের সমাধির ঠিক কয়েক হাত দূরেই রয়েছে বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত আলেকজান্ডার সিওমা ডি কোরোসের সমাধি। সেটি কিন্তু ঝকঝকে তকতকে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সেটাকে 'জাতীয় গুরুত্বের স্থান' হিসেবে ঘোষণা করেছে। হাঙ্গেরির সরকার নিয়মিত টাকা পাঠায়, তাদের প্রতিনিধিরা এসে শ্রদ্ধা জানান। অথচ যাঁর হাত ধরে এই শহরের জন্ম, তাঁর সমাধিটিই স্থানীয় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

রসিকবিলের ১০টি ঘড়িয়াল শাবক গেল মালদায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৯ জানুয়ারি : কোচবিহারের রসিকবিলের ১০টি ঘড়িয়াল শাবক সোমবার পাড়ি দিল গঙ্গার শাখানদী মালদার ফুলহরের উদ্দেশে। রসিকবিলে বন দপ্তরের নার্সারিতে দুই ধাপে ডিম ফুটিয়ে শতাধিক শাবকের জন্ম দেওয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে জু অথরিটির পরামর্শ মেনে বছর দুয়েকের ১০টি ঘড়িয়ালকে মালদার ফুলাহর নদীতে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে গ্রিন করিডর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শাবকগুলিকে। ইতিমধ্যে এব্যাপারে বন দপ্তরের তরফে সব জেলার পুলিশ সুপারকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছাবে শাবকগুলি এবং মালদা বন দপ্তর ডিভিশনের হাতে সেগুলিকে তুলে দেওয়া হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে ওইদিনই নদীতে ছাড়া হবে।

কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, '১০টি শাবকের মধ্যে আটটি মাদি, দুটো মর্দা। ওই শাবকদের ট্যাগিং ও স্কুট কাটিং করা হয়েছে। যাতে পরবর্তীতে শনাক্ত করা যায়। শাবকগুলিকে নিয়ে যাওয়ার আগে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। সবক'টি সুস্থ, স্বাভাবিক আছে। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের বংশবিস্তারে সুবিধা হবে।' জু অথরিটির নির্দেশে এদিন একজন চিকিৎসকের পাশাপাশি কোচবিহারের এডিএফও শাবকগুলির সঙ্গে গিয়েছেন। শাবকগুলিকে নিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান মালদার ফুলহরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের জলাভূমিতে ১১টি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়াল রয়েছে। যার মধ্যে সাতটি মর্দা, বাকিগুলি মাদি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী থেকে উদ্ধার হওয়া ঘড়িয়ালগুলি রসিকবিলের জলাশয়ে ছাড়া হয়েছিল পর্যটকদের

রসিকবিলে ঘড়িয়ালদের আস্তানা।

বিনোদনের জন্য। পর্যটনকেন্দ্র সূত্রে দাবি, ঘড়িয়ালের ডিম ফুটে শাবক জন্মানোর মতো উপযুক্ত পরিবেশ উত্তরবঙ্গে নেই। সেজন্য ডিম ফুটিয়ে শাবক জন্মানোর জন্য রসিকবিলে বছর তিনেক আগে নার্সারি তৈরি করে বন দপ্তর। নির্জন জমিতে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বালির বেডে এই নার্সারি তৈরি হয়। এরপরে প্রায় ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেখে ডিম ফোটানো হলে শাবকগুলির জন্ম হয়। এব্যাপারে কোচবিহার বন দপ্তর ওডিশার নন্দনকানন ঘড়িয়াল প্রজননকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়েছিল। দুই ধাপে অন্তত ৯০টি শাবকের জন্ম হয়েছিল। প্রথম ধাপে ৩৭টি শাবককে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি নদীতে ছাড়া হয়। এবার ১০টি শাবককে নদীতে ছাড়া হবে। এতদিন রসিকবিলে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল ঘড়িয়াল শাবকগুলি।

উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসা

নিউজ ব্যুরো

১৯ জানুয়ারি : প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে আজ ভারতে জটিল রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। রোবটের সহায়তায় গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সার্জারি, প্রেসিশন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এবং নন-সার্জিক্যাল হার্ট ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর/টিএভিআই) পদ্ধতিগুলি এখন রোগীদের জন্য নিরাপদ এবং কার্যকরী। বেঙ্গালুরুর মণিপাল হসপিটাল হোয়াইটফিল্ডের বিশেষজ্ঞরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য এই প্রযুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে কলকাতায় একত্রিত হয়েছিলেন। গত দু'বছরে এই হাসপাতালে সফলভাবে হাজারের অধিক জটিল ইন্ট্রা-অ্যাবডোমিনাল রোবোটিক সার্জারি এবং আইভিইউএস/ ওসিটি নির্দেশিত প্রেসিশন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছে। রোবোটিক সার্জারি এবং মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিওলজির বিষয়ে ডাঃ অরিত্র ঘোষ এবং ডাঃ প্রদীপ হারানাহাল্লি আলোচনা করেন।

এআই কর্মশালা

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলাচ্ছে প্রযুক্তি। সময় যত এগোচ্ছে, মানুষ ততই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শিক্ষার জগতেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে এআই।

শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে সাহায্য করতে পারে এআই? সোমবার এই বিষয়ে হ্যামিল্টনগঞ্জের বুন ইংলিশ স্কুলে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, রিলায়েন্স জিও ও গুগল-এর যৌথ উদ্যোগে এই সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন। কর্মশালায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের বিভিন্ন সুযোগসুবিধার দিক নিয়ে পড়ুয়াদের অবগত করেন বিশেষজ্ঞরা। স্কুলের নবম ও একাদশ শ্রেণির শতাধিক পড়ুয়া কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষকরাও। তাঁরাও বিষয়গুলি বুঝে নেন। স্কুলের অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর যশ সিং ঝা বলেন, 'আগামীদিনে কর্মক্ষেত্রে এআই দারুণভাবে কাজে লাগবে। এই কর্মশালার ফলে পড়ুয়া ও শিক্ষক, সকলেই উপকৃত হবে।'

Recruitment

The CMOH, Darjeeling invites applications vide memo no. 2505/ DH&FWS/SLG/26 Dated 19-01-2026 to fill up the vacant posts under SMP area. For details please check www.wbhealth.gov. in www.siliguri.gov. in www.darjeeling. gov.in

Recruitment

The CMOH, Darjeeling invites applications vide memo no. 2506/ DH&FWS/SLG/26 Dated 19-01-2026 to fill up the vacant posts under SMP area. For details please check www.wbhealth.gov. in www.siliguri.gov. in www.darjeeling. gov.in

WALK IN INTERVIEW

The District Level Selection Committee, Darjeeling, will conduct a walk in interview to fill up the contractual vacant posts under District Health & Family Welfare Samity, GTA, Darjeeling on 2nd February, 2026. For details please visit **www.wbhealth.gov.in** & **www.darjeeling.gov.in**

Sd/-
Member Secretary, District Level Selection Committee, Darjeeling & Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

রেল কোচ রেস্টুরেন্ট এবং প্যাডেল বোটিং সেবার পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম

৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য রঙ্গিয়া ইকো পার্কের হ্রদে মৎস্য ধরার অধিকার এবং সিটিং এরিয়া, রান্না ঘরের জন্য অতিরিক্ত স্থান সহিত রেল কোচ রেস্টুরেন্ট এবং প্যাডেল বোটিং সেবা পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ নং. এমএসএস-আরসিআর-আরএনওয়াই-৪

এসাইন্ডিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এও/১	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-আরসিআর-১৮-২৬-২ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য রঙ্গিয়া ইকো পার্কের হ্রদে মৎস্য ধরার অধিকার এবং সিটিং এরিয়া, রান্না ঘরের জন্যে অতিরিক্ত স্থান সহিত রেল কোচ রেস্টুরেন্ট এবং প্যাডেল বোটিং সেবা পরিচালন এবং স্থাপন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হওয়ার সময়ঃ ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"হাসিমুখে গ্রাহকসেবা"

কামাখ্যা-হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস

নিয়মিত পরিষেবা

কামাখ্যা এবং হাওড়ার মধ্যে একটি বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করা হয়েছে। নিয়মিত পরিষেবা হিসাবে **২৭৫৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ২২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে** (যাত্রা শুরুর তারিখ) **কামাখ্যা** থেকে এবং **২৭৫৭৫ হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ২৩.০১.২০২৬ তারিখ থেকে** (যাত্রা শুরুর তারিখ) **হাওড়া** থেকে যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলবে :

কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার		২৭৫৭৬ ২৭৫৭৫ স্টেশন	হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার	
পৌঁছাবে	ছাড়বে		পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	১৮.১৫	↓ কামাখ্যা	০৮.২০	–
২৩.৩০	২৩.৪০	নিউ জলপাইগুড়ি	০১.৪০	০১.৫০
০৩.২৫	০৩.৩৫	মালদা টাউন	২২.৫০	২৩.০০
০৪.০২	০৪.০৪	নিউ ফরাক্কা জংশন	২১.৪৮	২১.৫০
০৪.৫৭	০৫.০২	আজিমগঞ্জ	২০.৫০	২০.৫৫
০৫.৪৬	০৫.৪৮	কাটোয়া জংশন	২০.০৩	২০.০৫
০৬.১৩	০৬.১৫	নবদ্বীপ ধাম	১৯.৩৬	১৯.৩৮
০৬.৫৮	০৭.০০	ব্যান্ডেল	১৮.৫৬	১৮.৫৮
০৮.১৫	–	হাওড়া ↑	–	১৮.২০

এই ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে রঙ্গিয়া, নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড ও আলুয়াবাড়ী রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিনঃ ২৭৫৭৬ কামাখ্যা থেকেঃ** ২২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে সপ্তাহে ছয় দিন (বুধবার ব্যতীত) চলবে এবং **২৭৫৭৫ হাওড়া থেকেঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ থেকে সপ্তাহে ছয় দিন (বৃহস্পতিবার ব্যতীত) চলবে। **গঠনঃ** ৩ এসি–১১, ২ এসি–৪, ১এসি–১ = ১৬ কার। **ক্যাটিগরিঃ** বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

Block Development Officer, Alipurduar- I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/ BDO-ET/11/2025-2026. (2nd Call) Dt. 19.01.2026** Details may be obtained from website **www. wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৯৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৯৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Asit Das, S/o Lt Muktipada Das, গ্রাম- উত্তর খাঁপুর, পোস্ট- খাঁপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা, দক্ষিণ দিনাজপুর। 2002 সালের ভোটার তালিকায় যার sl no 728, part no 202, Epic no. WB/06/037/603424, 37 নং কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে আমার নাম অর্পিত সরকার (Arpita Sarkar) থাকায় গত 19/01/26 তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর এট বালুরঘাট LD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি অর্পিতা সরকার (Arpita Sarkar) থেকে Asit Das (অসিত দাস) করা হলো। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120050)

•

আমি Runa Layla আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 2.12.25 তারিখে J.M 1st Class Court 6032 অ্যাফিডেভিট বলে Runa Layla এবং Runa Laila Khatoon এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/119297)

•

আমি MD Zahirul Alam আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় 02/12/25 তারিখে J.M. 1st Class Court 6033 অ্যাফিডেভিট বলে MD Zahirul Alam এবং MD Jahirul Alam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/119298)

•

আমি Gobinda Arjya, পিতা Niyasha Arjya, ঠিকানা- Vill & PO Bajejama, Pakhihaga, P.S. Dinhata, জেলা- কোচবিহার। আমার পাসপোর্ট এ বাবার নাম ভুলভাবে Paresh Arjya লেখা হয়েছে। নোটারী পাবলিক দিনহাটা এ তারিখ 19.01.2026 অ্যাফিডেভিট দ্বারা সংশোধন করে সঠিক নাম Niyasha Arjya করা হয়েছে। (C/120049)

•

I am Abiron Bibi W/O Lutfar Rahaman vill- khirkuri, p.o- Bairhatta, P.S- Harirampur Dist- D/ Dinajpur. My actual name is Abiron Bibi W/O Lutfar Rahaman recorded in my voter card RBT - 2044964 and Aadhar card 2187 9849 9274. In my 2002 voter list vide no. WB 06/035/033028 my name recorded as Habeja Bibi. By an Affidavit on 30/7/25 in the Gangarampur SD court I declare that Abiron Bibi and Habeja Bibi is one and same identical person. (C/120051)

DHUPGURI MUNICIPALITY	
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25	
ENIT NO. & ID	
WBMAD/DHUPGURI/61/2025-26 (3rd Call)	2026_MAD_5008774_1
WBMAD/DHUPGURI/94/2025-26 (2nd Call)	2026_MAD_5008782_1

Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

কর্মখালি

প্রাইভেট কার ড্রাইভার আর বাড়ির জন্য কেয়ারটেকার লাগবে- 7384239138. (C/119779)

বিক্রয়

মেখলিগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধার 7 কিমি দূরে জাতীয় সড়কের পাশে মাথাভাঙ্গা রোডে 20 বিঘা জমি বিক্রয় হবে। ফোন- 9547541528. (C/119779)

ভাড়া

হোটেল মেঘনাদ প্যালেসের টপ ফ্লোর এ 1800 Sqft এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩০০০/৬৫০০ Sqft ভাড়া দেওয়া হবে। ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাস এর বিপরীতে। M : 7001723159/ 9734093030. (A/B)

অ্যাফিডেভিট

আমি সাইমুল খাতুন আমার জন্ম সংশাপত্রে আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 15.01.2026 তারিখে JM- 1st Class কোর্ট - 952 - অ্যাফিডেভিট বলে Nasir Khan এবং Nasir Mohammed এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (C/119296)

•

আমি রবীন্দ্র নাথ রায়, পিঃ- হিতেন চন্দ্র রায়, গ্রাঃ দয়ালের ছড়া, পোঃ পুষনাডাঙ্গা, জেলা- কুচবিহার। আমার কন্যার ভোটার কার্ড নং- TSX1625888 ও কাস্ট সার্টিফিকেট নং- 836 তে পিতার নাম রবীন্দ্র নাথ বর্মন আছে। তাই গত 29/12/25 তাং এ J.M. 1st Class সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি রবীন্দ্র নাথ রায় ও রবীন্দ্র নাথ বর্মন একই ব্যক্তি নামে পরিচিতি লাভ করিলাম।

•

আমার পুত্র Bivash Roy-এর আধার কার্ড নং 3130 1324 0173 নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 16-01-26, E.M. Mekliganj অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার পুত্র Bivash Roy এবং divash roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। - Harish Roy, গ্রাম ঃ 135 কামাত চ্যাংড়াবান্ধা, পো ঃ কামাত চ্যাংড়াবান্ধা, থানা- মেখলিগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (C/119505)

Block Development Officer, Alipurduar- I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/ BDO-ET/10/2025-2026. (2nd Call) Dt. 17.01.2026** Details may be obtained from website **www. wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ সত্যমিথ্যা, ১০.৩০ মাটির মানুষ, বিকেল ৪.০০ রক্তনদীর ধারা, সন্ধে ৭.০০ বাবা কেন চাকর, রাত ১০.০০ কলঙ্কিনী বধূ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১২.৩০ আওয়ারা, বিকেল ৩.৩০ সেজবউ, সন্ধে ৭.০০ গ্রেফতার, রাত ১০.১৫ প্রতারক

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.৩০ মিস কল, বিকেল ৪.১৫ রসগোল্লা, সন্ধে ৭.০০ ম্যাডাম গীতা রানি (বাংলা ভার্সন), রাত ৯.৪৫ লাভেরিয়া

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কবি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন

জি সিনেমা : বেলা ১১.২৭ রাধে, দুপুর ১.৪৩ রিয়েল টেভর, বিকেল ৪.৪০ কটিরা, রাত ৮.০০ গেম চেঞ্জার, ১০.৫৬ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ১০.৩০ ক্রোধ, দুপুর ১.৫০ আন্টি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৩০ রঘুবীর, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.৩০ হমরাজ

জি বলিউড : সকাল ১০.৫৭ আখরি রাস্তা, দুপুর ২.০৪ বোল রাধা বোল, বিকেল ৫.১৭ অন্ধা কানুন, রাত ৮.০০ লোফর, ১০.৪৯ খুদা গাওয়াহ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ ডাবল ধমাল, দুপুর ২.১২ অখণ্ড, বিকেল ৫.০৯ বিজনেসম্যান-টু, সন্ধে ৭.৩০ জুদাই, রাত ১০.১২ বিগ ধমাকা

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৮ রাজ, বিকেল ৪.৪৫ বীরগতি, সন্ধে ৭.৫০ আখেঁ

খুদা গাওয়াহ রাত ১০.৪৯ জি বলিউড

গ্রেফতার সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

রসগোল্লা বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রার যোগ। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচ বাড়বে। বৃষ : ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটাতে ভাইয়ের সাহায্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও কঠিন কাজের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : সাংসারিক সমস্যার সমাধানে কোনও আত্মীয়কে পাশে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। রাস্তায় চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা শত চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। কোনও গুণী ব্যক্তির সংস্পর্শে আনন্দ পাবেন। সিংহ : অচেনা কোনও ব্যক্তি যেচে সাহায্য করতে চাইলে অস্বীকার করুন। বাড়ির বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যায় চিন্তা বাড়বে। কন্যা : দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ অল্প চালু করলে সুফল পাবেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে। তুলা : আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে সংসারে ভাঙন ধরতে পারে। নিজেকে সংযত করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে জটিলতা বাড়তে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ধনু : বিভিন্ন সূত্রে আয়ের পথ সুগম হবে। দাম্পত্যে সামান্য অশান্তি হলেও, আপনার বুদ্ধিবলে তা কেটে যাবে। প্রেমে শুভ। মকর : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারলে লাভবান হবেন। অন্যের পরামর্শে কোনও অজানা আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগ করবেন না। মীন : রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করলে যশ ও সম্মান বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ পৌষ, ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ৬ মাঘ, সংবৎ ২ মাঘ সুদি, ৩০ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ২।৩৬। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ১।৩৯। অসৃকযোগ রাত্রি ৮।৫২। বালবকরণ দিবা ২।২৮ গতে কৌলককরণ রাত্রি ২। ৩৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে সূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১।৩৯ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুল ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১।৫৭ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মহান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ২।৩৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, রাত্রি ২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।৩০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫০ গতে ৮।৩০ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ১।৩৯ গতে যাত্রা নাই, দিবা ২।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।৫২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-রাত্রি ৮।৫২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দেশভক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রয়াণ দিবস (২০শে জানুয়ারি)। অমৃতযোগ-দিবা ৮।৩১ গতে ১০।৪৩ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ও ৩।৯ গতে ৪।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৩ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ১।৫৯ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

যত জট এসআইআর-এ

এসআইআর-এ হয়রানির ইস্যুতে গাজোলে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ সাধারণ মানুষের। (নীচে) বিবেকানন্দ মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ বিজেপির। বিজেপি কর্মীকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ ও অনির্বাণ চক্রবর্তী।

তজমুলের নামে শুনানির নোটিশ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ জানুয়ারি : এবার হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনের নামে এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ এল। রবিবার রাতে তাঁকে ওই নোটিশ দেন স্থানীয় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে শাসকদলের অন্দরমহলে। বিষয়টিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্ত বলে অভিযোগ তুলেছেন স্বয়ং মন্ত্রী।

তজমুল বলেন, 'সবকিছু ঠিক থাকার পরেও এভাবে নোটিশ পাঠানো স্পষ্টতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ১৯৭৮ সাল থেকে ভোটে লড়াই করছি। তিনবারের বিধায়ক। যদি আমার মতো জনপ্রতিনিধিকে এভাবে হয়রানি করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হচ্ছে, তা সহজেই বোঝা যায়।' তবে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও আগামী ২৯ তারিখ নির্ধারিত শুনানিকেন্দ্রে তিনি হাজির থাকবেন বলে জানান।

এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ববর্তী এসআইআর তালিকা এবং বর্তমান এসআইআর তালিকাতে মন্ত্রীর নামের এবং বাবার নামের অসংগতি থাকায় শুনানিতে ডাকা হয়েছে তাঁকে। যদিও মন্ত্রীর দাবি, ২০০২ সাল থেকেই তাঁর নাম ও বাবার নাম সমস্ত সরকারি নথিপত্রে একই রয়েছে। শুধু তাই নয়, শুনানি নোটিশ এসেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অপসারিত তৃণমূলের প্রধান লাভলি খাতুনের নামেও। বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে এদেশের নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি বলে অভিযোগ উঠেছিল। তখন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁকে প্রধান পদ থেকে অপসারণ করা হয়। যদিও লাভলির ব্যাপারে শাসকদল কিংবা লাভলি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

যদিও বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, 'হিয়ারিংয়ের নোটিশ পাওয়া মানেই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা নয়। বরং স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই নির্বাচন কমিশন এধরনের পদক্ষেপ করছে। মন্ত্রী বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।' এসবের মধ্যে এদিন এসআইআর-এর প্রতিবাদে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকে ধর্নায় বসে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ধর্নাস্থলে

উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তজমুল হোসেন ও জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। শাসকদলের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন অশান্ত হয়ে ওঠে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকও। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের বচসা বেধে যায়। এমনকি হাতাহাতিও হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে গাড়িতে তুললেও তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তারপরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলের নেতা তৃণমূল সদস্য স্বপন আলি বলেন, 'শুনানি চলাকালীন পুলিশ নিরীহদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে।' যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের দাবি কোনও লাঠিচার্জ হয়নি।

বকা খেয়ে 'আত্মঘাতী'

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : ভাইবোনের মধ্যে খুনশুটি। সেই খুনশুটি থেকে ঘটেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। খুনশুটি থামাতে বাবা বকেছিলেন মেয়েকে। পরিবারের সদস্যরা জানান, বাবার কাছে বকুনি খেয়ে সেই অভিমানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ওই কিশোরী। সোমবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর। মৃতার নাম সুজাতা মুর্মু (১৬)। ঘটনাটি বালুরঘাট ব্লকের শালগ্রামের।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৯ তারিখ রাতে বাবা-মা ও ভাইয়ের সঙ্গে খেতে বসেছিল সুজাতা। সেই সময় ভাইয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া শুরু হয়। সেই ঝগড়া থামাতে বাবা ছেলে ও মেয়ে দুজনকেই বকেন। পরিবারের দাবি, সেই বকুনি খেয়ে অভিমানে পরের দিন ভোরে সুজাতা বাড়িতেই কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন বুঝতে পেরে তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। টানা দশদিন লড়াই করার পর এদিন তার মৃত্যু হয়।

বাচিকশিল্পীর ঝুলন্ত দেহ

পতিরাম, ১৯ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাচিকশিল্পী ও সংস্কৃতি জগতের পরিচিত মুখ সঞ্জয় কর্মকার (৪৭)-এর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। সোমবার বিকেলে পতিরাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুরে নিজের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই পতিরাম এলাকায় শোকের ছায়া।

সঞ্জয় কয়েক বছর আগে বালুরঘাট সংকেত ক্লাব পাড়ায় বাড়ি করলেও বর্তমানে তিনি লক্ষ্মীপুরের পুরোনো বাড়িতেই থাকছিলেন। পারিবারিক অশান্তির জেরে তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। পুলিশ এদিন দেহটি উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

তাঁর অকালপ্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা।

পথ দুর্ঘটনা

হবিবপুর, ১৯ জানুয়ারি : যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি সোমবার হবিবপুরের নিত্যানন্দপুর এলাকায় মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে ঘটেছে। মৃতের নাম অনিরুদ্ধ বর্মন (৫৫)। বাড়ি হবিবপুরের দক্ষিণ সিঙ্গারা এলাকায়। বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ওই ব্যক্তি। তাঁকে উদ্ধার করে বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় রুরাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পথে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

হুইসল বাজিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ

উদ্যোগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামাঞ্চলেও বাড়ছে জনবসতি। তার সঙ্গে বেড়েছে বর্জ্যের পরিমাণ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামীণ এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য জমিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল পরিবেশ ও কৃষিজমির উর্বরতা। সেই পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগী হল পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন। গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা হচ্ছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ইউনিট।

বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে ইতিমধ্যেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে হিলি, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ ও তপন ব্লকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি ছিলেন প্রধান নির্মাণ সহায়ক, ইউনিট সুপারভাইজার সহ অন্য আধিকারিকরা। বৈঠকে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের পৃথকীকরণ, সঠিক ব্যবহার, বাণিজ্যিক প্রয়োগ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাধারণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। এই উদ্যোগে খুশি গ্রামবাসীরা। এতদিন তাঁরা ব্যবহার করা প্লাস্টিক জমিয়ে পুড়িয়ে ফেলতেন। এখন সেই প্লাস্টিক পঞ্চায়েতের পাঠানো গাড়িতে তুলে দেওয়া হবে। গ্রামবাসীদের দাবি, প্লাস্টিক জমিতে পড়ে চাষের ক্ষতি হত এবং মাটির উর্বরতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত। অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করে জমি পরিষ্কার করাতে হত। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পচনশীল বর্জ্য ভার্মিকম্পোস্টের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হবে। অন্যদিকে অপচনশীল বর্জ্য পাঠানো হবে রিসাইক্লিংয়ের জন্য। শহরের মতো গ্রামাঞ্চলেও চালু হচ্ছে হুইসল বাজিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, 'গ্রামে গ্রামে ইতিমধ্যেই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভবন তৈরি হচ্ছে। বর্জ্য পৃথকীকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন ইউনিট তৈরির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে।'

> **বর্জ্য পৃথকীকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন ইউনিট তৈরির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে।**
>
> **অরূপ সরকার,** সভাপতি
> বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি

ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু

হিলি, ১৯ জানুয়ারি : বেপরোয়া ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হয় সাইকেল আরোহী বৃদ্ধের। ঘটনাটি সোমবার হিলি থানার ৩ নম্বর ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষনোটা এলাকায় ঘটেছে। মৃতের নাম হেচাব মোল্লা (৭৫)। বাড়ি হিলি থানার ২ পাঞ্জুল গ্রাম পঞ্চায়েতের চকগোপাল গ্রামে। এদিন সকালে তিনি ত্রিমোহিনী বাজারের দিকে আসছিলেন। তখন ট্র্যাক্টরটি পেছন থেকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

স্মারকলিপি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর-১ এবং ২ ব্লকের কৃষি আধিকারিকের কাছে সোমবার ১১ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দিল মালদা জেলা অগ্রগামী কিষান সভা। ধানের সহায়কমূল্য ৩,০০০ টাকা করা, পাট চাষের আগেই পাটের সহায়কমূল্য ঘোষণা করা, সারের কালোবাজারি বন্ধের দাবি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, এদিন এডিএ অফিস চত্বরে ধর্নাতেও বসেন অগ্রগামী কিষান সভার কর্মী-সমর্থকরা। সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক অজিত সাহা বলেন, 'এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমরা চাই সুসংহত কৃষক সুরক্ষা আইন। আমাদের দাবি পূর্ণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

বাইক উদ্ধার

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : গতবছর ২ ডিসেম্বর সুবল বসাক বাড়ি ফেরার পথে তাঁর বাইক নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়েছিল। ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তিনি। তদন্ত শুরু করে রবিবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে সাট্টারি এলাকায় এক তরুণ চোরাই বাইক নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ওই এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ ওই তরুণকে আটক করে। গাড়ির চেসিস নম্বর মিলিয়ে পুলিশ জানতে পারে বাইকটি সুবলের।

ফর্ম সেভেন জমা নিয়ে বিক্ষোভ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৯ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে সোমবার দিকে দিকে তৃণমূল ও বিজেপির অশান্তির জেরে উত্তেজনা ছড়াল। কালিয়াগঞ্জে বিডিও অফিসে ফর্ম সেভেন জমা দিতে গিয়ে বিপত্তি বাধে। সোমবার দুপুরে শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি নেতা অমিত সাহা তাঁর ওয়ার্ডের ছয়জনের বিরুদ্ধে ফর্ম সেভেন জমা দিতে গেলে তৃণমূল মরিয়া হয়ে তাঁদের আটকাতে যায়। এমনকি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার গৌতম বিশ্বাস সহ অমিতকে তৃণমূল নেতারা বের করে দেন বলে অভিযোগ। দুই পক্ষকে সামলাতে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী আসে। এদিকে, ফর্ম সেভেন জমা দিতে না পারা এবং অমিতকে মারধরের অভিযোগে ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্যকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রোডের বিবেকানন্দ মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিজেপি। যান চলাচল থমকে যায়। ঘণ্টাদুয়েক পরে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে অবরোধকারীদের একাংশকে গ্রেপ্তার করলে অবশেষে অবরোধ উঠে যায়।

সংশ্লিষ্ট বিডিও বিদ্যুৎবরণ বিশ্বাসকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে জানান, শুনানিতে ব্যস্ত রয়েছেন বলে তিনি কিছুই জানেন না। অমিতের অভিযোগ, 'আমার ওয়ার্ডে ছয়জন ভোটারের নামে ফর্ম সেভেন জমা দিতে এসেছিলাম। এলাকায় তাঁদের কোনও অস্তিত্ব নেই। বিডিও, নির্বাচন দপ্তর ঘুরে রিসিভ সেকশনে কাগজ জমা দিতে গেলে আচমকা ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্য সদলবলে আমাদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করে বিডিও অফিস থেকে বের করে দেন।' পালটা নিতাইয়ের সাফাই, ওই ভোটাররা বিজেপি কাউন্সিলারের জন্মের আগের থেকে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাস করছেন। তাঁদের কোনওরকম শারীরিক নিগ্রহ করা হয়নি। একইভাবে বালুরঘাট মহকুমা শাসক অফিসেও উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির তরফে প্রচুর পরিমাণ ফর্ম জমা দেওয়া হচ্ছে বলে সরব হয় তৃণমূল। সদর এসডিও সুব্রতকুমার বর্মনের ঘরে ঢুকে তৃণমূল নেতৃত্ব রীতিমতো প্রতিবাদ শুরু করলে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ফর্ম গ্রহণ প্রক্রিয়া মুলতুবি করেন মহকুমা শাসক।

তৃণমূল-বিজেপি দ্বৈরথে অশান্তির রেশ ছিল বুনিয়াদপুরের এসডিও অফিস চত্বরেও। একইভাবে মালদা জেলার বামনগোলা ও হবিবপুরে হিয়ারিং ক্যাম্পের বাইরে বিক্ষোভে শামিল হয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেস সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন। রায়গঞ্জে আবার জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। গাজোল বিডিও অফিস চত্বরে বৈরগাছি, আলিনগর, কয়লাবাদ প্রভৃতি গ্রামের কয়েকশো মানুষ মিছিল করে এসে স্মারকলিপি দেন। চাঁচল-১ ব্লক অফিসেও ধর্না ও অবস্থান করে তৃণমূল। তবে পিছিয়ে ছিল না বাম-কংগ্রেসও। পথে নামলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। কালিয়াচক ২-এর বিডিওকে তিনি একটি স্মারকলিপিও দেন। আবার মানিকচকের বিডিওকে স্মারকলিপি দিতে এসে বিডিও অফিসে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান বাম নেতা-কর্মীরা।

এদিকে, ইটাহার হাইস্কুলে দীর্ঘক্ষণ শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারান জাহেদা খাতুন নামে এক মহিলা। বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয়েও শুনানির লাইনে অসুস্থ হন আজিজা রহমান নামে এক পরিযায়ী শ্রমিক। অন্যদিকে, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে এক প্রৌঢ়ের মৃত্যুতেও নাম জড়াল এসআইআর-এর। পরিবারের অভিযোগ, শুনানির নোটিশ আসার পর থেকে আতঙ্কে ভুগছিলেন। তার জেরেই বিষপান করে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। আবার শুনানিকেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়া আদিনাথ কিসকু নামে এক তরুণকে ঘিরে তপন ব্লক অফিস প্রাঙ্গণ হাই ভোল্টেজ ম্যাচের মাঠে পরিণত হয়। অন্যদিকে, সোমবার নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে দাদুর কবরের মাটি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক এসআইআর শুনানিকেন্দ্রে হাজির হন ওয়ারী দৌলতপুর এলাকার এক তরুণ।

শুনানির লাইনে অসুস্থ বেশ কয়েকজন

চার বাড়িতে চুরি, উদ্বেগ

ইটাহার ও পতিরাম, ১৯ জানুয়ারি : ইটাহার থানার ঘেরা মোড় এলাকায় রবিবার রাতে তিন বাড়িতে চুরি হয়েছে। ওই তিন বাড়ির মালিক সম্পর্কে তিন ভাই। তাঁরা কাজের খোঁজে দিল্লি গিয়েছেন। একটি বাড়িতে তাঁদের বৃদ্ধা মা ও এক বৌ ছিলেন। তাঁরা ওইদিন রাতে জলসা দেখতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা পেয়ে দুষ্কৃতীরা তিন বাড়ির দরজার তালা ভেঙে আলমারি থেকে নগদ টাকা, সোনা ও রুপোর গয়না নিয়ে গিয়েছে। সোমবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, কয়েকদিনের ব্যবধানে পতিরামের বাউল মল্লিকপুর এলাকার দুটি বাড়িতে চুরি হয়েছে। রবিবার সন্ধেবেলা শীতল সরকারের বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা গেটের তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে নগদ টাকা চুরি করে। কয়েকদিন আগে নিমাই সরকারের বাড়িতে চুরি হয়। এতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

'পথপ্রদর্শক' দেখাল পথ, সফল রকিরা

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৯ জানুয়ারি : সীমান্তের পাড়াগাঁয়ে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া কার্যত বিলাসিতা। বিশেষ করে কৃষক, চায়ের দোকানির ছেলেমেয়েদের পক্ষে সেই প্রশিক্ষণের খরচ জোগানও দুঃস্বপ্নের। তবে গত বছর থেকেই তাঁদের কথা ভেবে উদ্যোগী হয়েছিল হিলি থানার পুলিশ। এবার সেই প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে যোগ দিচ্ছে রকি ওরাওঁ।

সীমান্তের তরুণ প্রজন্মকে সরকারি চাকরির প্রশিক্ষণ দিয়ে অপরাধজগৎ থেকে রাশ টানতে উদ্যোগী হয়েছিল হিলি থানার পুলিশ।

সেই সুবাদেই গতবছর ২৫ এপ্রিল থেকে 'পথপ্রদর্শক' নামে একটি বিনামূল্যে সরকারি চাকরির প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সূচনা করে তারা। থানার সভাকক্ষে ক্লাসরুম এবং থানা চত্বরে শারীরিক কসরতের জায়গা তৈরি করে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সেখানে স্থানীয় সাতজন প্রাক্তন সেনা জওয়ান, শিক্ষক, থানার আইসি স্বয়ং এবং দুজন সাব-ইনস্পেকটর ৪০ জন তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেন।

ওই প্রশিক্ষণ থেকে গত কয়েক মাসে কেন্দ্র, রাজ্যের বিভিন্ন পরীক্ষায় বসেন তরুণ-তরুণীরা। সেখান থেকেই হিলি থানার ৫ নম্বর জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদাই

গ্রামের রকি ওরাওঁ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে আগামী ২৪ তারিখে যোগদানের জন্য চূড়ান্ত হয়েছেন।

রকির এই সাফল্যে ওই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে খুশির মহল তৈরি হয়েছে। এছাড়াও ওই কেন্দ্র থেকে চারজন সাব-ইনস্পেকটর ও পাঁচজন কনস্টেবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

রকি বলেন, 'পাশ কোর্সে গ্র্যাজুয়েশন করেছিলাম। তারপরে গত সাত মাস আগে পথপ্রদর্শকে যোগ দিয়ে প্রশিক্ষণ নিই। শারীরিক কসরত থেকে পড়াশোনা এবং পুষ্টিকর খাবার সবটাই এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে পেয়েছি। সীমান্তের তরুণ-তরুণীদের জন্য পুলিশের এই উদ্যোগ আমাদের মতো কৃষক পরিবারের সন্তানদের ব্যাপকভাবে সহায়তা করছে। আইসি স্যর সহ সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।' অন্যদিকে হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'সীমান্তের তরুণ প্রজন্মকে ড্রাগস পাচারের জগৎ থেকে সামাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে জেলা পুলিশের সহায়তায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সীমান্তের তরুণদের প্রতিষ্ঠিত করতে লং-টার্ম পরিকল্পনা নিয়ে পথপ্রদর্শক প্রশিক্ষণকেন্দ্র চলছে। রকির সাফল্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে। এই সাফল্য আঁধার মেঘে বজ্রপাত। এরপরে বৃষ্টি আসবে বলে আমরা প্রত্যয়ী।'

তুলির টান।। *সোমবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

শরিকের ঘাড়ে নিঃশ্বাস সিপিএমের

রণবীর দেব অধিকারী

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুরে শরিকের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে চাইছে সিপিএম। সিপিএমের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে নতুন পরিকল্পনা। আসন সমঝোতার নীতি অনুসারে, জেলায় গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া ও করণদিঘি আসন তিনটি বরাদ্দ ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্য। ইটাহার আসনটি বরাদ্দ সিপিআইয়ের। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুই শরিক দলের সংগঠন দুর্বল বলে সিপিএম কর্মীদের দাবি। তাঁরা মনে করেন, ভোটে বলিষ্ঠ প্রার্থী দেওয়ার পরিস্থিতিতে নেই দুই দল। এই যুক্তিতেই ওই চারটি আসনে প্রার্থী দিতে চাইছে সিপিএম। সূত্রের খবর, এই দাবি ইতিমধ্যে দলের রাজ্য স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। এখনই সিপিএম জেলা নেতৃত্ব মুখ না খুললেও, বিষয়টি জানতে পেরেছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও সিপিআই।

উত্তর দিনাজপুরের ৯টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বাম জমানা থেকেই চোপড়া, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ ও হেমতাবাদে প্রার্থী দেয় সিপিএম। গোয়ালপোখরে গত শতকের সাতের দশক থেকে রমজান আলির নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক শক্ত মাটি তৈরি করেছিল। নয়ের দশকে তিনি খুন হওয়ার পর হাল ধরেন তাঁর ভাই হাফিজ আলম সাইরানি। ১৯৭৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত গোয়ালপোখর ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলেই থেকেছে। চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হন রমজান। তাঁর মৃত্যুর পর কেন্দ্রটিতে দুইবার বিধায়ক হন ভাই হাফিজ। ২০০৬-এ আসনটি দখল করে কংগ্রেস। তবে তিন বছর পর ২০০৯-এর উপনির্বাচনে কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করেন রমজানের ছেলে আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর।

- শরিক দলের হাতে থাকা চারটি কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার দাবি সিপিএমের অন্দরে
- ফরওয়ার্ড ব্লক ও সিপিআইয়ের সাংগঠনিক দুর্বলতাকে তুলে ধরে এই দাবি
- ইটাহার ছাড়তে নারাজ সিপিআই, তিনটি কেন্দ্র ছাড়তে চাইছে না ফরওয়ার্ড ব্লকও

পরবর্তীতে গোয়ালপোখর ভেঙে নতুন চাকুলিয়া বিধানসভা গঠিত হলে সেখানেও সংগঠন বিস্তার করে ফরওয়ার্ড ব্লক। চাকুলিয়া থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতীকে ২০১১ ও ২০১৬-তে বিধায়ক হন ভিক্টর। পরবর্তীতে হাফিজ ও ভিক্টর কংগ্রেসে যোগ দিলে গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া কেন্দ্রে দুর্বল হয় ফরওয়ার্ড ব্লক। করণদিঘি কেন্দ্রেও অস্তিত্ব সংকটে ফরওয়ার্ড ব্লক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা স্তরের এক সিপিএম নেতা বলেন, 'করণদিঘি, গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়াতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠন নেই। তুলনায় কেন্দ্রগুলিতে আমাদের সংগঠন আরও মজবুত হচ্ছে। ফলে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্ষম আমরাই।' ইটাহারেও দুর্বল হয়েছে সিপিআই। সিপিএম মনে করে, এখানে বরাবরই তাদের ঘাড়ে ভর করে ভোট বৈতরণি পার করেছে সিপিআই। এবার তাই এই কেন্দ্রে নিজেদের প্রতীকে প্রার্থী দিতে আগ্রহী সিপিএম।

যদিও সিপিএমের দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে সিপিআই। ইটাহারের সিপিআই নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি ভোটে দাঁড়াচ্ছি না মানে এই নয় যে, সিপিআই ইটাহার আসনটি ছেড়ে দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গে একমাত্র এই আসনই তো আমাদের জন্য বরাদ্দ।' ফরওয়ার্ড ব্লকের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক তথা করণদিঘির প্রাক্তন বিধায়ক গোকুল রায়ের কথায়, 'ভিক্টর ও হাফিজ আলম সাইরানি দলত্যাগ করায় গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়ায় আমাদের সংগঠন ভেঙে পড়েছে। তবে করণদিঘিতে আমরা লড়াই করার মতো জায়গায় আছি। কিন্তু কোন আসন কাকে ছাড়া হবে, তা ঠিক হবে রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠকে।' সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক বলেন, 'পার্টির কর্মী-সমর্থকরা দাবি করতেই পারেন। কিন্তু কোথায় কোন শরিক প্রার্থী দেবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী রাজ্য বামফ্রন্ট।'

নেই লাইসেন্স, ফার্মাসিস্ট ছাড়াই চলছে ওষুধের দোকান

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৯ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ওষুধের বাজার ঘিরে উদ্বেগজনক চিত্র সামনে এসেছে। অভিযোগ, জেলাজুড়ে একাধিক দোকানেরই রিটেল লাইসেন্স নেই। পাশাপাশি প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট ছাড়াই রমরমিয়ে চলছে একশোরও বেশি রিটেল ওষুধের দোকান। ফলে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক, সিডেটিভ ড্রাগস সহ নানা ধরনের ওষুধ বিক্রি হচ্ছে অবাধে। এর সঙ্গে কোথাও কোথাও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগও উঠছে।

এই অনিয়ন্ত্রিত ওষুধ বিক্রির ফলে জেলার লক্ষাধিক মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভুল ওষুধ, ডোজের গরমিল, এমনকি অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কারণে ভবিষ্যতে বড় ধরনের স্বাস্থ্যসংকট তৈরি হতে পারে বলেই মত বিশেষজ্ঞ মহলের। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, প্রশাসনের সঠিক নজরদারির অভাবেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

- রিটেল ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে একজন ফার্মাসিস্ট রাখা বাধ্যতামূলক
- ফার্মাসিস্ট রাখতে মাসে সাত থেকে দশ হাজার টাকা খরচ
- গ্রামের দোকানদারদের এই খরচ সামলানো কঠিন, ফলে প্রচুর দোকান রিটেল লাইসেন্স ছাড়া চলছে

লাইসেন্সবিহীন দোকানের খবর পেলেই আমরা অভিযান চালাই। আগামীদিনেও এই অভিযান চলবে।

বিবেক মৈত্র
জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিক

সম্প্রতি বালুরঘাট ব্লকের বাউল এলাকায় একটি লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকানে ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট অভিযান চালিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু এই অভিযানের পরেই প্রশ্ন উঠেছে—জেলায় যখন এত সংখ্যক লাইসেন্সবিহীন দোকান রয়েছে, তখন সেগুলোর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

তবে জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট এই সংখ্যা মানতে নারাজ। জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিক বিবেক মৈত্র বলেন, 'আগে বছরে ৪০-৪২টি করে লাইসেন্স হত, বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১০০-র কাছাকাছি পৌঁছেছে। লাইসেন্সবিহীন দোকানের খবর পেলেই আমরা অভিযান চালাই। আগামীদিনেও এই অভিযান চলবে।'

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় প্রায় ৪০০টির কাছাকাছি ওষুধের দোকানের লাইসেন্স রয়েছে। রিটেল ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে একজন ফার্মাসিস্ট রাখা বাধ্যতামূলক। যা পেতে মাসিক সাত থেকে দশ হাজার টাকা মতো খরচ বলে জানা গিয়েছে। আর এই ফার্মাসিস্ট সমস্যাকে এড়ানোর জন্য বহু দোকানদার হোলসেল লাইসেন্স করিয়ে রিটেল বিক্রি করেন। আবার অনেক সময় উলটোটাও দেখা যায়।

অন্যদিকে, বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক সঞ্জয়কুমার সাহা জানান, বর্তমানে জেলায় ফার্মাসিস্টের অভাব নেই। তাঁর অভিযোগ, দোকানদারদের সদিচ্ছার অভাবেই লাইসেন্স করানো হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'হোলসেল লাইসেন্স নিয়ে রিটেল বিক্রি যেমন বেআইনি, তেমনি রিটেল লাইসেন্স নিয়ে হোলসেল ব্যবসাও বেআইনি। সহজে যাতে লাইসেন্স গ্রহণ করা যায়, তার জন্যে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্য করি।'

সরেজমিনে দেখা যাচ্ছে, শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলেও এই ধরনের বহু ওষুধের দোকান রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দোকানদার জানান, ফার্মাসিস্ট রেখে মাসে সাত থেকে দশ হাজার টাকার খরচ সামলানো তাঁদের পক্ষে কঠিন। তবে বৈধ লাইসেন্সধারী দোকানদারদের দাবি, তাঁরা নিয়ম মেনেই ব্যবসা করেন এবং চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করেন না। তবে কখনো-কখনো পরিচিত মানুষের অনুরোধে তা দেওয়া হয় বলে মেনে নিয়েছেন। সব মিলিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরে লাইসেন্সবিহীন রিটেল ওষুধের দোকান ও অবাধ ওষুধ বিক্রি নিয়ে প্রশাসনের কঠোর নজরদারির দাবি আরও জোরালো হচ্ছে।

কৃষিকাজ নিয়ে কর্মশালা

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান ও পালন দপ্তরের উদ্যোগে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিকাজ নিয়ে দু'দিনের কর্মশালা শুরু হল সোমবার। রায়গঞ্জের ক্যারিটাস প্রাঙ্গণে এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন দেড়শোরও বেশি চাষি। উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি উৎপাদিত কৃষিজ ফসল ও কৃষিজ বিভিন্ন সামগ্রীর উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। তবে কালিয়াগঞ্জের মনোহরপুর কলাচাষিদের অভিযোগ, বিঘার পর বিঘা কলা চাষ করলেও গত আর্থিক বছরে সাবসিডি মেলেনি। ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫০ জন কৃষক উপস্থিত হয়েছেন।

কালিয়াগঞ্জে পথসভা

কুশমণ্ডি, ১৯ জানুয়ারি : কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর রেললাইন স্থাপনের দাবিতে পথে নামল কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর রেলপ্রকল্প রূপায়ণ ও উন্নয়ন কমিটি। সোমবার বিকেলে কুশমণ্ডি চৌরাস্তায় পথসভা করেন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তপন চক্রবর্তী জানান, ২০১০ সালে কালিয়াগঞ্জ থেকে শুরু করে মাঝখানে কুশমণ্ডিকে রেখে বুনিয়াদপুর পর্যন্ত ৩৩ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু জমিজটের কারণে বন্ধ হয়ে যায় রেললাইন স্থাপনের কাজ। এবারের বাজেটে যেন রেল এই কাজের জন্য অর্থবরাদ্দ করে, সেই দাবিই জানিয়েছে সংগঠন।

শুনানির স্থান পরিবর্তন

কুশমণ্ডি, ১৯ জানুয়ারি : কুশমণ্ডি বিডিও অফিসের পরিবর্তে সোমবার থেকে শুনানির স্থান পরিবর্তন করে কিষান মান্ডিতে শুরু হল শুনানির কাজ। বিডিও নয়না দে জানান, শুনানিতে আসা মানুষজনের সুবিধার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩২ হাজার মানুষ শুনানিতে ডাক পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

খুনসুটি।। *হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অনিমেষ রায়।*

ঢালাই রাস্তার দাবিতে অবরোধ

বিক্ষোভে শামিল দুই গ্রামের মহিলারা

গাজোল, ১৯ জানুয়ারি : পঞ্চায়েত অফিস থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন। রাস্তা মেরামতির দাবি জানানো হয়েছিল সবখানেই। অভিযোগ, কোনও কাজ হয়নি। তাই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হলেন দুই গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। সোমবার সকাল ৯টা থেকে আলমপুর-একলাখি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে বেলা ১টা নাগাদ অবরোধ উঠে যায়। ঘটনা বৈরগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ কলমা এবং গাইকুড়ি গ্রামের।

আলমপুর-একলাখি রাজ্য সড়ক অবরোধ। সোমবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

পাঁচ কলমা গ্রামের গৃহবধূ সুষমা মণ্ডল বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে আছে। রাস্তা মেরামতির জন্য আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং বিডিওর কাছে দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ উদ্যোগ নেয়নি। বাধ্য হয়ে পাঁচ কলমা এবং গাইকুড়ি গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন।'

এলাকাটি আদিবাসী অধ্যুষিত। চাঁদমণি মুর্মু নামে এক বাসিন্দা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আমরা আদিবাসী বলে কি আমাদের কোনও উন্নয়ন হবে না। রাস্তার জন্য এই দুই গ্রামের মানুষ কিরকম অসুবিধায় রয়েছি, তা এসে দেখে যান প্রশাসনের কর্তারা।' তাঁর সংযোজন, ২০ মিটার ঢালাই রাস্তা করে বলা হচ্ছে ২০০ মিটার ঢালাই রাস্তা হয়েছে এবং সেই বিল মিটিয়েও দেওয়া হয়েছে। অথচ রাস্তা হয়নি। অবিলম্বে এই রাস্তা ঢালাই করার দাবি জানান তিনি। শুধু রাস্তাই নয়, গাইকুড়ি শ্মশানের অবস্থাও খুব খারাপ বলে ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের।

এদিন বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান ব্লক দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁদের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নেন মহিলারা। তবে তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, রাস্তা সংস্কার না হলে ফের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

তিন দুর্ঘটনায় মৃত দুই

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৯ জানুয়ারি : সোমবার তিন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। আহত হয়েছেন পাঁচজন। সোমবার সকালে ইটাহারের শ্যামাপল্লিতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে একটি পিকআপ ভ্যান। মৃত চালকের নাম হবিবুর শেখ (৩৭) এবং আহত হয়েছেন খালাসি রাহুল শেখ (২৬)। তাঁদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায়। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

অন্যদিকে, বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম আঞ্জুয়ারা খাতুন। তিনি মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের মিরপুরের বাসিন্দা। পঞ্চায়েতে শুনানির কাজে ব্যবহৃত কাগজ আনতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারলে ছিটকে পড়েন। গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ভুটভুটির পেছনে লরির ধাক্কায় আহত হলেন চারজন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও গুরুতর আহত একজনকে পাঠানো হল মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এদিন সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দেওতলার কাছে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনার জেরে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তুলে দেয় গাজোল থানার পুলিশ।

সেলাই মেশিন বিতরণ

ডালখোলা, ১৯ জানুয়ারি : বিপিসিএল-এর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হল ডালখোলা পুরসভা এলাকার গণনায়ক ভবনে। সোমবার দুপুরের এই অনুষ্ঠানে প্রায় সাড়ে চারশো মহিলাকে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়। রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল বলেন, 'ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় মহিলাদের জন্য এই আয়োজন।'

হরিশ্চন্দ্রপুরে ৩টি দূরপাল্লার ট্রেন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ জানুয়ারি : শনিবার মালদা টাউন স্টেশন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রথম অমৃত ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন। পাশাপাশি, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার হরিশ্চন্দ্রপুর ও ভালুকা স্টেশনে ৩টি দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ মিলতে চলেছে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী রাধিকাপুর-বেঙ্গালুরুগামী সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেছেন। এটির হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে স্টপ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সপ্তাহে ৩ দিন পরীক্ষামূলক স্টপ হিসাবে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে শিয়ালদা-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস মিলতে চলেছে। সঙ্গে ভালুকা রেলস্টেশনে যোগবানি এক্সপ্রেসকে পরীক্ষামূলক স্টপ হিসেবে দেওয়া হবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের স্টপ নিয়ে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অপরদিকে বাংলা-বিহার সীমানাবর্তী হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুমেদপুরে নতুন করে কোনও দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ সেখানকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এবারও তাঁদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। উঠে আসছে যাত্রীদের অন্যান্য সমস্যার কথাও। হরিশ্চন্দ্রপুর রেল উন্নয়ন সমিতির আহ্বায়ক মফিজ উদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের স্টপ নিয়ে দাবি জানিয়ে আসছিলাম। হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে ৩ দিনের স্টপ দিয়ে রেল আপাতত সেই দাবি মেনে নিয়েছে। এতে আমরা খুশি। কিন্তু অন্যদিকে, মালদা টাউন স্টেশন থেকে মালদা টাউন এনজেপি ফাস্ট প্যাসেঞ্জারের টাইম বদলে বিকেল তিনটায় করে দেওয়া হয়েছে। এতে নিত্যযাত্রীরা অসুবিধায় পড়ছেন। কারণ এরপর মালদা টাউন স্টেশন থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের দিকে আর কোনও প্যাসেঞ্জার ট্রেন নেই। আমাদের দাবি, সকাল আটটার থেকে দুপুর আড়াইটা এবং তিনটের

থেকে সন্ধ্যার মধ্যে অন্তত একটি করে প্যাসেঞ্জার ট্রেন হরিশ্চন্দ্রপুর অভিমুখে দেওয়া হোক।'

এপ্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য শ্রীমন্ত মিত্র বলেন, 'মালদা জেলার বিহার সীমানাবর্তী কুমেদপুর থেকে টাউন স্টেশন পর্যন্ত লোকাল ট্রেনের সংখ্যা খুবই কম। আমি এই বিষয়টি রেল দপ্তরকে জানাব। যাতে চাকরিজীবী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে অন্তত আরও দুটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করা যায়।'

পথকুকুরের তাণ্ডব

পতিরাম, ১৯ জানুয়ারি : পতিরাম উত্তর রায়পুরের পোদ্দারপাড়ায় একটি পথকুকুরের তাণ্ডবে আতঙ্কের পরিবেশ। জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দা সুচিত্রা রায়ের বাড়ির পাশেই কুকুরটি দীর্ঘদিন ধরে থাকে। কয়েকদিন আগে কুকুরটির বাচ্চা হওয়ার পর থেকেই আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। এরপর থেকেই ওই পথ দিয়ে যাঁরা যাতায়াত করছেন, তাঁদের দিকেই তেড়ে আসছে কুকুরটি। চারদিনে অন্তত চারজনকে কামড়েছে ওই কুকুর। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় পোদ্দার বললেন, 'পনেরো দিন ধরে আমরা এই কুকুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। আমার মায়ের বয়স আশি বছরের বেশি। রবিবার তাঁকেও কামড়েছে। এদিন খাসপুর থেকে ভ্যাকসিন দিয়ে এনেছি।'

দুই প্রান্তে দুই গঙ্গাসাগর, বিশ্বাস এক

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের আত্রেয়ীর ভৌগোলিক দূরত্ব যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বাস আর ভক্তির স্রোতে আত্রেয়ী হয়ে উঠেছে উত্তরের গঙ্গাসাগর, তীর্থক্ষেত্র। ভিন্ন ভৌগোলিক পরিসর হলেও ধর্মীয় আবেগে কোনও পার্থক্য নেই।

কী নামে ডেকে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : লৌকিক প্রবাদে আছে, 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগর সেই বিশ্বাসেরই প্রতীক। বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গা নদীর সংগমস্থলে অবস্থিত কপিল মুনির আশ্রম ঘিরে মকর সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। শতাব্দীপ্রাচীন এই তীর্থের মাহাত্ম্য শুধু দক্ষিণবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, সেই নাম ও বিশ্বাসকে ধারণ করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটেও গড়ে উঠেছে আর এক গঙ্গাসাগর। আত্রেয়ী নদীর তীরে, একেবারে ভিন্ন ভৌগোলিক পরিসরে, কিন্তু ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসে কোনও পার্থক্য নেই।

ইতিহাস বলছে, অতীতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কিংবা গঙ্গাঘাট সংলগ্ন অঞ্চল থেকে বহু মানুষ দিনাজপুর এলাকায় এসে বসতি গড়েছিলেন। অভিবাসনের সেই প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ধর্মীয় স্মৃতিও স্থান বদল করেছে। অনেকের মতে, পূর্বপুরুষের পুণ্যভূমি স্মরণে রাখতেই বালুরঘাট ব্লকের এই গ্রামের নাম রাখা হয় 'গঙ্গাসাগর'। এ প্রসঙ্গে ইতিহাস গবেষক তথা শিক্ষক সমিত ঘোষ বলছেন, 'বালুরঘাট নদীমাতৃক এলাকা। গঙ্গা হিন্দুদের কাছে পবিত্র নদী। তাকেই যেন আত্রেয়ীতে অবগাহন করেছেন এলাকাবাসীরা। ওই এলাকার নাম গঙ্গাসাগর হওয়ার পেছনে অবশ্যই দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের কৃতিত্ব রয়েছে। মকর সংক্রান্তির দিন বালুরঘাটের ওই গ্রামে গিয়ে প্রচুর মানুষ নদীতে স্নান করেন। এলাকাবাসীরা প্রকৃত গঙ্গাসাগরের অনুকরণে সেখানে কপিল মুনির আশ্রমও তৈরি করেছেন।' ইতিহাস গবেষক ও শিক্ষক কৌশিক বিশ্বাসও মনে করেন, সেন যুগের পরবর্তী সময়ে অনেক জায়গায় অভিবাসন হয়েছে। বালুরঘাটের গঙ্গাসাগর গ্রামের নাম দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে নামের অনুকরণে করা হয়েছে। সম্ভবত সেখান থেকে কিছু গোষ্ঠী আত্রেয়ী নদীর তীরে বসতি গড়ার ফলেই এমনটা হয়েছে।

বালুরঘাটে কপিল মুনির মন্দির।

নামের অনুকরণেই প্রায় ৫০ বছর আগে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে আত্রেয়ী নদীর তীরে নির্মিত হয় কপিল মুনির মন্দির। সেই কপিলমুনি আশ্রমের তরফে সুশান্ত বিশ্বাস বলেন, 'গ্রামের নাম গঙ্গাসাগর হওয়ায় এখানে কপিল মুনির আশ্রম তৈরি করে পুজোর রীতি চলে আসছে। তবে গ্রামের নাম গঙ্গাসাগর হওয়ার পেছনের কারণ এখনকার প্রবীণ গ্রামবাসীরাও সঠিক বলতে পারেন না। এই নাম শতবর্ষ পুরনো।'

এলাকাবাসী অধীর সরকার বলেন, 'জেলার হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর এলাকা সহ জেলার বাইরের শিলিগুড়ি থেকেও ভক্তরা এই গঙ্গাসাগরের আত্রেয়ীতে পুণ্যস্নানে আসেন। সকলের দানের অর্থসাহায্যে মেলার আয়োজন হয়ে থাকে।' মেলায় ভিড় জমানোদের মধ্যে সুমনা নাথ বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গাসাগরে যেতে পারি না। তাই মনের টানে এখানে চলে আসি।'

একদিকে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষা দক্ষিণের গঙ্গাসাগর, অন্যদিকে আত্রেয়ীর তীরে উত্তরের গঙ্গাসাগর। ভৌগোলিক দূরত্ব থাকলেও বিশ্বাস আর ভক্তির স্রোতেই যেন যুক্ত হয়ে রয়েছে দুই তীর্থ।

মহিলাকে খুনের অভিযোগ

তপন ও কুমারগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে রবিবার রাতে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে তপন ব্লকের দক্ষিণ হরসুরা গ্রামে। মৃতার নাম সোনামণি টুডু (৩৭)। মৃতার ভাই মানিক টুডুর অভিযোগ, তাঁর দিদিকে খুন করে বাড়ির পাশের জঙ্গলে ঝুলিয়ে দিয়েছে স্বামী দীপককুমার সিং। ঘটনার পরেই স্বামী বালুরঘাট থানায় আত্মসমর্পণ করে। সোমবার তাকে তপন থানায় নিয়ে আসা হয়। ঘটনার নেপথ্যে পারিবারিক বিবাদ নাকি অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে, সোমবার নিজের ঘরের মধ্যেই উদ্ধার হল আরেক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ। কুমারগঞ্জের ঘোলদারার ওই মৃতার নাম টমি মণ্ডল সরকার। এদিন সকালে পরিবারের লোক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তরুণীকে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টমি কয়েকদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

হুমায়ুনের স্বস্তি

জেড প্লাস নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আবেদন করতে বললেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই সিদ্ধান্ত নেবে হুমায়ুনের নিরাপত্তার বিষয়ে।

ইন্টারভিউ

প্রাথমিকের নিয়োগের দ্বিতীয় দফার ইন্টারভিউয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল পর্ষদ। কলকাতা, ঝাড়গ্রাম ও জলপাইগুড়ির পরীক্ষার্থীদের এই দফায় ডাকা হয়েছে। ২৭-৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ইন্টারভিউ চলবে।

খুন শিল্পী

বেহালার পর্ণশ্রীর আবাসন থেকে উদ্ধার হল সংগীত শিল্পীর দেহ। খুন করা হয় তাঁকে। বাড়ির পরিচারকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই এই খুন বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের।

ছাত্রের মৃত্যু

কলেজ ছাত্রের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বসিরহাটের মাটিয়া থানা এলাকা। অভিযুক্তদের আড়াল করার অভিযোগে স্থানীয় তৃণমূল উপপ্রধানের বাড়ি ভাঙচুর করল বিক্ষুব্ধ জনতা।

নেতাজি জয়ন্তী আসছে... সোমবার কুমোরটুলিতে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

'বাঙালি' রাম প্রতিষ্ঠায় ১০০ কোটি

শান্তিপুরে মন্দিরের উদ্যোগে ভোটের অঙ্ক

নদিয়া, ১৯ জানুয়ারি : অযোধ্যা নয়, এবার খাস বাংলায় গড়ে উঠতে চলেছে বিশাল 'রাম মন্দির'। তবে এই রাম হিন্দি বলয়ের পরিচিত ঘরানার নন, ইনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের সেই ঘরের ছেলে 'বাঙালি রাম'।

নদিয়ার শান্তিপুরে শ্রী কৃত্তিবাস রাম মন্দির ট্রাস্টের উদ্যোগে ১৫ বিঘা জমিতে গড়ে উঠতে চলেছে এই মন্দির ও হেরিটেজ সেন্টার। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগন্নাথ মন্দির ও ধর্মীয় প্রকল্প, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবিরের 'বাবরি' রেপ্লিকা ঘোষণা— এই সমীকরণের মাঝে শান্তিপুরের এই মন্দির এখন বঙ্গ রাজনীতির নয়া ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রাস্টের সভাপতি তথা বিজেপি বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্যের দাবি, এটি কোনও নির্বাচনী প্রকল্প নয় এবং ২০১৭ সাল থেকে এর কাজ চলছে। তবে ২০২৬-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ২০২৮-এর মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মন্দির গড়ার পরিকল্পনা আসলে বাংলার 'ভক্তি আন্দোলন' এবং 'বাঙালি আবেগ'কে একসূত্রে গেঁথে পদ্ম শিবিরের জমি শক্ত করার সুদূরপ্রসারী কৌশল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করে এসেছে যে বিজেপি 'বহিরাগত' সংস্কৃতি ও হিন্দি বলয়ের রামকে বাংলায় চাপিয়ে দিচ্ছে। এই অস্ত্রকে ভোঁতা করতেই এবার 'শ্রীরাম পাঁচালি'র রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার স্মৃতিধন্য শান্তিপুরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে রামচন্দ্র পূজিত হবেন একেবারে বাঙালি রীতিতে। স্থানীয় লিটন ভট্টাচার্য ও পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান করা জমিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিজেপি বার্তা দিতে চাইছে যে, রামচন্দ্র শুধু গোবলয়ের নন, তিনি কৃত্তিবাসের হাত ধরে বাংলার ঘরে ঘরেও সমান প্রাসঙ্গিক। তবে এই মন্দির নিয়ে ইতিমধ্যেই কড়া সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। জয়প্রকাশ মজুমদারের কটাক্ষ, 'বিজেপি কোনওদিন কৃত্তিবাসের বাঙালি রামকে মেনে নিতে পারবে না, এটি টাকা লুঠের নতুন ফন্দি হতে পারে।' পালটা বিজেপি শিবিরের দাবি, শান্তিপুর ভক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান এবং এখানে মন্দির গড়া বাঙালির সাংস্কৃতিক অধিকার। সব মিলিয়ে, দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে শান্তিপুরের রাম মন্দির— দুই প্রধান যুযুধান পক্ষই এখন বুঝতে পারছে, বাঙালির 'ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট' পকেটে পুরতে না পারলে মহাকরণের লড়াই জেতা কঠিন।

ফের অভিষেকের নিশানায় কমিশন, জোর কদমে ভোট প্রস্তুতি

'এসআইআর-এ পদ্মের খেলা শেষ'

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের শুনানি পর্বে তৃণমূল যে দাবিগুলি জানিয়ে এসেছিল, সেগুলিকেই কার্যত সোমবার মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পরই এদিন বারাসত কাছারি ময়দানে রণ সংকল্প সভা থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে একযোগে নিশানা করে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলেন, 'যাঁরা বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার, ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছেন, তাঁদের দু-গালে দুটো কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এখন কোর্টে হারালাম, এপ্রিল মাসে ভোটে হারাব।' এদিন কাছারি ময়দানের সভায় বেলা ২টোর কিছু পরে অভিষেক যখন ভাষণ দিতে ওঠেন, তার কিছুক্ষণ আগেই এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বেরিয়ে গিয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক ও পুরসভার ওয়ার্ড অফিসে টাঙাতে হবে। গত সপ্তাহে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে দেওয়া চিঠিতে এই দাবিই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে গত ৩১ ডিসেম্বর এই দাবি জানিয়েছিলেন অভিষেক সহ তৃণমূলের সাংসদরা। এদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই আগামী বৃহস্পতিবার বিএলএ-২ দের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক ডেকেছেন অভিষেক।

সভামঞ্চে উঠেই সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশকে নিয়ে কমিশন এবং বিজেপিকে একযোগে তোপ দেগে অভিষেক বলেন, 'বিজেপির এসআইআর-এর খেলা শেষ হয়ে গেল। সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল দলগতভাবে এই মামলা করেছিল।' নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির সহযোগী বলে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'চূড়ান্ত দাবি ছিল লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করুক। কিন্তু তারা করেনি। কারণ, তারা এই তালিকা প্রকাশ করলে তাদের খেলা সামনে চলে আসত।'

শুনানির সময় বিএলএ-২ দের

বারাসত কাছারি ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

অমানবিকভাবে বয়স্ক এবং অসুস্থদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। বিএলওদের ওপর কার্যত নির্যাতন করা হচ্ছে।' ৩১ ডিসেম্বর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'আমাদের রাখতে বারবার দাবি জানিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু কমিশন সেই দাবি মানেনি।

এই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'ওরাল মেনশন চলাকালীন বিএলএরাও উপস্থিত থাকতে পারবেন।'

প্রার্থী বাছাইয়ে আইপ্যাকের মতে গুরুত্ব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে এত কাণ্ডের মাঝেও শাসকদল তৃণমূলের ভোটের প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া থেমে নেই। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজ সংকেত পেয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এব্যাপারে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর আস্থাভাজন আইপ্যাককে। জেলায় জেলায় প্রার্থী নির্বাচনে কয়েকটি মাপকাঠি ধরে সেই কাজ করে চলেছেন আইপ্যাক কর্মীরা। আইপ্যাক দপ্তর ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার পর জেলায় জেলায় আইপ্যাকের তথ্য সংগ্রহের কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকলেও এখন আবার তা শুরু হয়েছে বলে সোমবার তৃণমূল সূত্রের খবর।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, অন্যান্য বারের মতো এবারও বিধানসভা ভোটের অনেক আগেই ভোটপ্রার্থী বাছাইয়ের কাজ অনেক আগেই সেরে রাখতে চান মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির থেকে অনেক আগেই দলের প্রার্থী ঘোষণা করে এককদম এগিয়ে যেতে চান দলনেত্রী।

তৃণমূল সূত্রের খবর, এবার প্রার্থী বাছাইয়ে নেত্রী অনেকটাই নির্ভর করছেন অভিষেকের ওপর। অভিষেকও তাঁর আস্থাভাজন 'আইপ্যাক'কে এই কাজে লাগিয়ে জেলায় ও রাজ্যস্তরে একেবারে নীচুতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্যের ওপর রিপোর্ট হাতে পেতে চাইছেন। প্রার্থী তালিকায় অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেতে চলেছে অভিষেকের রিপোর্ট।

এই মুহূর্তে দলের হয়ে জেলায় জেলায় বিজেপিও এসআইআর বিরোধী আওয়াজ বাংলায় তুঙ্গে নিয়ে যেতে অভিষেক লাগাতার প্রচার, জনসভা ও রোড শো করে চলেছেন।

অভিষেকের প্রার্থী বাছাইয়ের ওপর নেত্রীর ভরসা নিয়ে সোমবার তৃণমূলের এক প্রবীণ শীর্ষ নেতার মন্তব্য, 'একেবারে 'কর্পোরেট ধাঁচে' দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যা যা করা দরকার, অভিষেক তা করছেন।'

সিঙ্গুরের রাস্তায় নেমে পড়ল তৃণমূল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, ১৯ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রবিবারের সভায় সিঙ্গুরের প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য। আর একে হাতিয়ার করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সিঙ্গুরের রাস্তায় নেমে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবারই এলাকার রতনপুর মোড়ে এই নিয়ে সভা করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। আগামী কয়েকদিনে সিঙ্গুরের প্রতিটি পঞ্চায়েতে এই সভা করা হবে বলেও তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছেন।

সিঙ্গুরের মতো একটি সংবেদনশীল জায়গায় যখন প্রধানমন্ত্রী সভা করেন, তখন স্থানীয়দের প্রত্যাশা থাকে সুনির্দিষ্ট কোনও প্রকল্পের ঘোষণা বা দিশা নিয়ে। বিজেপি যখন প্রচারের মূল বিষয় হিসেবে শিল্পায়নকে বেছে নিয়েছিল, তখন সাধারণ আশা করেছিলেন, হয়তো কোনও মেগা প্রকল্পের ব্লু প্রিন্ট প্রধানমন্ত্রীর সভায় সামনে আসবে। সেই ঘোষণা না হওয়ায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, যা এখন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের জন্য বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই অস্বস্তিকে প্রকাশ্যে আনতে দিতে

অস্ত্র প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা

রাজি নয় বঙ্গ বিজেপি। সোমবার বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ভেবে কথা বলতে হয়। তিনি ভোটের প্রতিশ্রুতি দেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারও যে সিঙ্গুরের কর্মসংস্থানের কথা ভাবছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। তাই তৃণমূলের প্রচার নিয়ে আমরা চিন্তিত নই।' বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুরে লজিস্টিক হাবের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার আগেই নিয়েছে। তার জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে। কিন্তু সিঙ্গুরের মানুষ বুঝে গিয়েছেন, বিজেপি বাংলাবিরোধী।'

রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সভার পরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সাড়ে ১১ একর জমিতে লজিস্টিক হাব করছে রাজ্য সরকার। সেখানে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। তবে লজিস্টিক হাব কি উচ্চশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটাতে পারবে? কারণ লজিস্টিক সেক্টরে মূলত পরিবহণ, গুদামজাতকরণ এবং সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের সুযোগ বেশি থাকে। যা দক্ষ কারিগরি বা উচ্চশিক্ষিত কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করবে না। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর সভায় কর্মসংস্থানের কোনও দিশা না থাকা বিরোধীদের হাতে বড় অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি, গোপালনগর, বাজেমেলিয়া, খাসের ভেড়ি বা সিংহের ভেড়ি এলাকার সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যদি ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয়, তবে তা বঙ্গ বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে।

শর্তসাপেক্ষে জামিন শতদ্রুকে

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অবশেষে ৩৮ দিনের মাথায় স্বস্তি পেলেন প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্ত। সোমবার তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে নিম্ন আদালত। তবে কলকাতা হাইকোর্টে লেকটাউনে মেসি ও মারাদোনার মূর্তি বসানো নিয়ে এদিন প্রশ্ন উঠেছে। এই মূর্তি কি সরকারি জমির ওপর বসানো হয়েছে? তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট। দমদম পুরসভা ও রাজ্য সরকারকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। অন্তর্বর্তী জামিন পেলেও একাধিক শর্ত মানতে হবে শতদ্রুকে। সমস্ত তথ্য জমা রাখতে হবে। বিধাননগরের আওতাধীন এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। সপ্তাহে একদিন তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

মূর্তি বসানোর বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে হাইকোর্টে। আবেদনকারীর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে সরকারি জমিতে কোনও মূর্তি বসানো যায় না। তাই লেকটাউনে মেসি ও মারাদোনার যে মূর্তিগুলি বসানো হয়েছে, তা সরকারি জমিতে কি না, খতিয়ে দেখা হোক। তারপরই রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট।

হাজিরা নিশ্চিত করতে বিধায়কদের নির্দেশিকা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশনে দলের বিধায়কদের কড়া 'গাইডলাইনে' বেঁধে রাখতে চায় শাসকদল তৃণমূল। অধিবেশন বসছে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে এটাই শেষ অধিবেশন। স্বাভাবিকভাবেই তা গুরুত্ব পেতে চলেছে শাসক ও বিরোধীদের কাছে। অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশনে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পেশ ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ হওয়ার কথা। এছাড়াও বিধানসভার কার্যবিবরণীতেও আরও কিছু নিয়মিত বিষয় থাকবে।

শাসকদলের আশঙ্কা, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া অধিবেশনে বিভিন্ন ইস্যু টেনে বিরোধী বিজেপি বিধায়করা সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণে সোচ্চার হবেন। ভোটের আগে বিরোধীরা চাইবে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে বিধানসভায় ফায়দা তুলতে। কোনও কোনও সময় এইসব নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকবে। সাম্প্রতিক অতীতে এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট সব মহলকেই।

তৃণমূল সূত্রের খবর, বিধানসভা অধিবেশন শুরুর আগে বিজেপিকে নিয়ে আগাম সতর্ক পরিষদীয় দল। তৃণমূল বিধায়কদের হাজিরায় কড়াকড়ির সঙ্গে তাঁদের সভায় হাজির থাকার ব্যাপারে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। বিরোধীদের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে সভায় হাজির থাকাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে তৃণমূল। যত বেশি সংখ্যক মন্ত্রী সভায় থাকবেন, ততই তা সরকারের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি পেশের সহায়ক হবে বলে মন্ত্রীদের উপস্থিতির ওপরও নজর দেওয়া হচ্ছে। অধিবেশন শুরুর আগে মন্ত্রী ও বিধায়কদের একরকম গাইডলাইন বেঁধে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন

তৃণমূল পরিষদীয় দলের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতোই এই ব্যাপারে এগোচ্ছে তৃণমূল। অধিবেশন শুরুর আগে দলের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের আগে গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনকে কাজে লাগিয়ে সরকার জনহিতকর কিছু প্রকল্পের বরাদ্দ ও উপভোক্তা বাড়ানোর কথাও ঘোষণা করতে পারে। বাড়তে পরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ একাধিক সামাজিক প্রকল্পের বরাদ্দ। সরকারের এই পদক্ষেপের সমর্থনে বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের উপস্থিতি আরও বাড়াতে চায় দল।

নৌশাদকে শুনানিতে ডাক

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে বিতর্ক ও ক্ষোভের শেষ নেই। শুনানির কারণে হয়রানির অভিযোগ সর্বত্র। যা নিয়ে প্রতিবাদ, অবরোধ ও বিক্ষোভ চলছে। এরই মধ্যে শুনানির ডাক পেলেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী ও প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরাও শুনানির হাত থেকে রেহাই পাননি। সেই তালিকায় নাম জুড়ল নৌশাদেরও। শুনানির নোটিশ পেয়ে নৌশাদ জানান, তিনি আতঙ্কিত নন। নিয়মানুযায়ী তিনি হাজিরা দেবেন। তাঁর ভোটদানের অধিকার সংবিধানের ৩২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী থাকবে। এদিকে রাসবিহারী কেন্দ্রের ভোটার আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে মঙ্গলবার শুনানিতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ২০১৬ ও ২০২১ সালে ওই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি।

এরই মধ্যে এখনও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ অব্যাহত। সোমবারও রাজ্যের একাধিক জেলায় মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনায় ছেলে ও মেয়েকে শুনানিতে ডাকার পরে আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে ৬২ বছরের বৃদ্ধ ছোয়েত শেখের। নদিয়ার হোগলাবেরিয়া থানা এলাকায় স্ত্রীর নামে শুনানির নোটিশ আসায় আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ৫৪ বছরের প্রৌঢ় ফিজুর খান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভাতেও এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন জনি শেখ। তাঁর পরিবারের দাবি, তিনিও এসআইআর নোটিশ পেতে পারেন বলে আতঙ্কে ভুগছিলেন। নদিয়ার নাকাশি পাড়া শালি গ্রামে মৃত্যু হয়েছে সামির আলি দেওয়ান নামে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধের।

ফের অসুস্থ সৌগত রায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। আচমকা রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণেই এই অসুস্থতা বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

গতবছর লোকসভা অধিবেশন শেষে সংসদ থেকে বেরোনোর সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সৌগত। তারপর আড়িয়াদহে একটি মন্দির উদ্বোধন করতে যাওয়ার সময়ও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইসময় তাঁর বুকে পেসমেকার বসানো হয়। ফের রবিবার রাতে একটি অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পেসমেকার সংক্রান্ত কোনও সমস্যা শরীরে দেখা দিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। টাইপ টু ডায়াবিটিস থাকায় তাঁকে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যদিও এখন তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সব রিপোর্ট ঠিক থাকলে দু'তিনদিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে।

জোড়া মামলা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সোমবার বেলডাঙায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। বেলডাঙার বর্তমান পরিস্থিতি ও আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি তুলে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিজেপি ও স্থানীয় বাসিন্দারা। গত শুক্রবার থেকে বেলডাঙা সহ মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আবেদনকারীদের দাবি, পুলিশ, প্রশাসন পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ। তাই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আধা সেনা মোতায়েন জরুরি। চলতি সপ্তাহে মামলাগুলির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিএলও-দের ছাড়ের আর্জি শিক্ষা দপ্তরের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : সামনেই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। কিন্তু এসআইআরের কাজে এখনও ব্যস্ত শিক্ষক ও জেলা স্কুল পরিদর্শকরা। বিপুল কাজ সামলাতে মাথায় হাত স্কুলগুলির। সমস্যার সমাধানের জন্য পরীক্ষা চলাকালীন দায়িত্ব থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) এবং বিএলও'দের অব্যাহতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। সোমবার নবান্নে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠকের পর পাকাপাকিভাবে এই সিদ্ধান্ত নিলেন দপ্তরের আধিকারিকরা। একই সঙ্গে শিক্ষকদের চাপ কমাতে পরীক্ষার কাজের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজে এইআরও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন জেলা স্কুল পরিদর্শকরা। তাঁদের সঙ্গে শিক্ষকদের একাংশও বিএলও হিসেবে কর্মরত। একই সঙ্গে তাঁদেরকে সামলাতে হচ্ছে স্কুলের নিয়মিত পঠনপাঠন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তুতিও। এদিন মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে হওয়া উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেসব জেলা পরিদর্শক ও শিক্ষক নির্বাচনি কাজে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ছাড় দেওয়ার জন্য আর্জি জানানো হবে কমিশনের কাছে। ২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। প্রায় ১০ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসবেন। ফলে পরীক্ষার সময় যদি শিক্ষকরা শুনানির কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে শিক্ষক সংকটে পড়তে পারে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি। এমনকি মানসিক চাপও বাড়তে পারে তাঁদের। তার ওপর রয়েছে পরীক্ষার খাতা দেখার কাজও। পরীক্ষায় সেন্টার-ইন-চার্জ, ভেনু-ইনচার্জের মতো দায়িত্বও রয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শকদের কাঁধে। এই সকল বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও চলবে ১২-২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পরীক্ষা দেবেন ৬ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী। আগেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই পরীক্ষা নিয়ে একাধিক কড়া নির্দেশিকা বেঁধে দিয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে জেরক্সের দোকান বন্ধ রাখার পাশাপাশি কোনও পড়ুয়া নকল বা গোলমাল করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল সংসদ। পরীক্ষা চলাকালীন সবরকম নির্দেশিকা

- সেন্টার ইনচার্জ, ভেনু ইনচার্জের দায়িত্বে থাকেন জেলা স্কুল পরিদর্শকরা
- পরীক্ষক হিসেবে কর্তব্যে থাকা শিক্ষকদের একাংশ বিএলও'র কাজ করছেন
- পঠনপাঠন জারি রাখতে কমিশনকে সমস্যার কথা জানাতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর

যাতে মানা হয়, সে বিষয়ে এদিনের বৈঠকে নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। থিয়োরি পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক, স্ক্রুটিনিয়ার ও ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের সদস্য শিক্ষকদের কাজের সময় বেঁধে দিয়ে স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের চিঠি দিয়েছে সংসদ। ইতিমধ্যেই এসআইআর আতঙ্কে একাধিক বিএলও'র মৃত্যু নিয়ে চিন্তা বাড়ছে শিক্ষা দপ্তরের অন্দরেও। তাই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে এবং পড়ুয়াদের কথা চিন্তা করে সবরকমভাবে প্রস্তুতি সেরে রাখছে দপ্তর।

ফর্ম-৭ জমা নিয়ে তুলকালাম

অরূপ দত্ত ও রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও আসানসোল, ১৯ জানুয়ারি : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার দাবি জানাতে ফর্ম-৭ জমা দেওয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে তুলকালাম চলছে। সোমবার এসআইআর মামলায় শীর্ষ আদালতের একাধিক নির্দেশের পর শুনানি ও সংশোধনের জন্যে আবেদন গ্রহণের সময়সীমা নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছে কমিশন। এদিন সকালেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এরই মধ্যে এদিন ফর্ম-৭ জমা নেওয়ার মেয়াদ আরও ৭ দিন বাড়ানোর দাবি নিয়ে সিইও দপ্তরে গিয়েছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে সিইও দপ্তর।

নাম তোলা বাদ দেওয়া এবং সংশোধনের জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবিতে সময়সীমা বাড়িয়ে ১৯ জানুয়ারি করা হয়েছিল। সেই হিসেবে এদিনই ফর্ম-৭ জমা নেওয়ার শেষ দিন ছিল। কিন্তু কয়েকদিন ধরে বিজেপির

অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে বিজেপির বিক্ষোভ। সোমবার আসানসোলে।

লাগাতার অভিযোগ করে আসছে জেলায় জেলায় তৃণমূলের বাধায় তারা ফর্ম-৭ জমা করতে পারছে না। এদিনও আসানসোল, দুর্গাপুর, জামুরিয়ায় ফর্ম-৭ জমা দিতে গিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে বিজেপি। প্রতিবাদে আসানসোল এসডিও অফিসের সামনে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পরে বার্নপুর রোডে আসানসোল দক্ষিণ থানা এলাকায় বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা। দুর্গাপুরে বিজেপির বিক্ষোভে বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোরুইকে আটক করে পুলিশ। বামেদের তরফেও বৈধ ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্তকে বিজেপিকে দুষে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। একইভাবে পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ায় বিডিও অফিসের ফর্ম-৭ জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তুলকালাম হয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তৃণমূল ও পুলিশের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহতও হন। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এসআইআর-এর উদ্দেশ্য ভোটার তালিকাকে ত্রুটিমুক্ত করা। আমরা সেই লক্ষ্যে ফর্ম-৭ জমা দিতে চাই। তৃণমূল বাধা দিলে সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমরা ভোট হতে দেব না।' এই মনোভাবের সমালোচনা করেছে বাম ও তৃণমূল।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৬ মাঘ ১৪৩২

রোডম্যাপ

বিজেপি অভিযোগ করে থাকে, তৃণমূলের অপশাসনে বাংলায় কর্মসংস্থান হয় না। কাজের খোঁজে দলে দলে মানুষ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হন। বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে সেই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে, তার কোনও আভাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণে ছিল না। বাংলায় পরপর দু'দিন ভাষণ দিয়েছেন তিনি। কোনও ভাষণেই রাজ্যে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের জীবিকাসংকট নিয়েও কোনও আলোচনা ছিল না। তাঁর ভাষণ বিজেপির শীর্ষনেতা হিসেবে। ফলে ধরেই নেওয়া যায় যে, ভোটমুখী বাংলায় দলের প্রচারের কৌশল ঠিক করে দেওয়া ছিল মোদির লক্ষ্য। কিন্তু সেই কৌশলে কোথাও মানুষের জীবন ও জীবিকার দৈনন্দিন সমস্যার উল্লেখ ছিল না। সিঙ্গুরে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে যে গ্রামে কারখানা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল টাটা গোষ্ঠী। কৃষি হারানো, শিল্প সম্ভাবনা খোয়ানো সেই সিঙ্গুর তাই প্রধানমন্ত্রীর সফরে আশা দেখেছিল।

সিঙ্গুরের ওই জমিতে কৃষির সম্ভাবনা আর নেই। রাজ্যের বিজেপি নেতাদের আগাম প্রচার এবং প্রধানমন্ত্রীর আগে বাংলার নেতাদের ভাষণে সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন ছিল স্পষ্ট। কিন্তু মোদির ভাষণে বোঝা গেল- উন্নয়নের দুই ভিত্তি কৃষি ও শিল্প নিয়ে বাংলায় বিজেপির কোনও রোডম্যাপ নেই। উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আজকাল চরম নিগ্রহের মুখে পড়ছেন। এমনকি, খুন পর্যন্ত হচ্ছেন।

যাঁদের ফেরাতে মমতা ৫০০০ টাকা ভাতা চালু করলেও ভিনরাজ্যে যাওয়া বন্ধ হয়নি। মালদা সহ উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ এখন পরিযায়ী শ্রমিক। বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে বাংলাতেই তাঁদের কর্মসংস্থানে কোনও ব্যবস্থা করবে কি না, তার উল্লেখমাত্র করলেন না মালদার সভায়। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ভোটে প্রচারের মূল সুর ছিল অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি নিয়ে। একথা ঠিক যে, দুর্নীতি ও অনিয়ম আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে বাংলাকে।

সরকারি ক্ষেত্রে তো বটেই, বেসরকারি নির্মাণশিল্পে, বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। যা দেখেও দেখে না রাজ্য প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ আটকে রেখে দেয়। তাতে আসলে রাজ্যের শাসকের নয়, চরম ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষের। মোদির সরকার ও দল সরকারি-বেসরকারি সেই সিন্ডিকেট, দালালচক্রের বিরুদ্ধে আস্ফালন করে বটে, কিন্তু পদক্ষেপ করে না।

নানা দুর্নীতিতে তদন্ত মাঝপথে ঝুলে থাকছে দিনের পর দিন। সিবিআই, ইডি সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের সুফল কিছু মেলে না। দুর্নীতি বহালতবিয়তে চলছে। মালদা ও সিঙ্গুরে সেই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আবার হুংকার দিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দুর্নীতি ঠেকানোর কোনও রোডম্যাপ উল্লেখ করলেন না। বাস্তবে সদ্য শেষ হওয়া সফরে তাঁর একমাত্র উল্লেখ করার মতো সুর ছিল অনুপ্রবেশ নিয়ে।

যদিও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) অনুপ্রবেশকারীদের তেমনভাবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। মোদি তাও সেই বিষয়টিকে আঁকড়ে থাকায় স্পষ্ট যে অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রচার করে বিজেপির আসল উদ্দেশ্য বাংলার ভোটে মেরুকরণের অস্ত্র প্রয়োগ করা। বাংলাকে দেওয়ার মতো আর কিছু যে বিজেপির হাতে নেই- তা-ই যেন বেআব্রু করে দিয়ে গেলেন বিজেপির শীর্ষনেতা। ফলে মোদির সফর ভোটের লক্ষ্যপূরণে কতটা কাজে দেবে- তা নিয়ে সংশয় থাকলই।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপিরও হুংকার যত থাকে, আন্দোলনে ধারাবাহিকতা তত থাকে না। সময় নিয়ে দলের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত করতে অনীহা আছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের। বিভিন্ন সময় চিকিৎসক বা শিক্ষকদের আন্দোলন হাইজ্যাক করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। মোদিও পথ দেখালেন না। এসআইআর-এ নানা ক্ষেত্রে হয়রানির জন্য বিজেপিকে দায়ী করে তৃণমূলের প্রচার মোকাবিলাতেও বিজেপির দিশা রইল না।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

- শ্রীশ্রী রবি শংকর

বৃহন্মুম্বই নির্বাচন স্রেফ স্থানীয় ভোট নয়

বাণিজ্যিক রাজধানীর ক্ষমতার পালাবদলে ওলট-পালট জাতীয় রাজনীতির সমীকরণ।

চিরঞ্জীব রায়

ঠাকরেদের দীর্ঘ ৩০ বছরের অজেয় দুর্গ দখল করে বৃহন্মুম্বই পুরনিগম বা বিএমসি জয় করে নিয়েছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতি (মহাজোট)। এই জয়ের তাৎপর্য গভীর— এটি কেবল একটি পুরসভা দখল নয়, বরং ঠাকরে পরিবার এবং শারদ পাওয়ারের কয়েক দশকের আধিপত্য ও প্রাসঙ্গিকতাকে কার্যত মুছে দিয়ে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। মুম্বইয়ের প্রায় তিন কোটি মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠা কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। ইতিহাসের পাতায় এমন নজির খুব কমই আছে। এই পশ্চিমবঙ্গেই বামফ্রন্ট টানা ৩৪ বছর লাল ঝান্ডা উড়িয়ে শাসন চালিয়েছে, যার পতন ছিল ঐতিহাসিক। কিন্তু মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন; সেখানে বিজেপির দাপট তেমন দীর্ঘকালের বা নিরবচ্ছিন্ন নয়। বিশেষত মুম্বই শাসন গেরুয়া শিবিরের কাছে বরাবরই ছিল এক অধরা স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণ করে ঠাকরে-পাওয়ার জোটকে পর্যুদস্ত করাটা ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

কারণ খুঁজতে 'ফেলুদাকে' লাগবে না

কিন্তু এমনভাবে পাশা উলটে যাওয়ার নেপথ্য কাহিনী কী? এর জন্য কোনও গোয়েন্দা বা ফেলুদাকে লাগবে না, কারণগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। 'মহাযুতি' বা মূলত বিজেপি ও একনাথ শিন্ডের শিবসেনার এই মহাজোট প্রথম দলটির সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কৌশল এবং দ্বিতীয় দলটির মারাঠি আবেগ— এই দুইয়ের এক দুর্ভেদ্য মিশেল তৈরি করেছিল। বিশেষত মুম্বইয়ের শহরতলি এলাকায় শিন্ডের আঞ্চলিক প্রভাব ভোটারদের বড় অংশকে টেনে এনেছে। কেন্দ্র, রাজ্য এবং কর্পোরেশনের 'ট্রিপল ইঞ্জিন' তার রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তির দমে মুম্বইকে উন্নয়নের সোনালি মোড়কে মুড়ে দিতে পারে এবং দেবে— এই স্বপ্নটি মহাযুতি জনগণের কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

বিজেপির সুকৌশলী লক্ষ্য ছিল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে ঠাকরেদের চিরাচরিত অস্ত্র 'মারাঠি অস্মিতা' থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক মহানাগরিক পরিকাঠামো ও উন্নয়নের দিকে ফেরানো। ভোটের প্রচার সেই উদ্দেশ্য সফলভাবে পূরণ করেছে। এর পাশাপাশি রাস্তাঘাটের দুর্দশা, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং থমকে থাকা পুরপ্রকল্প সমেত নাগরিক জীবনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে প্রচারে যথাযথভাবে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। শিন্ডে যদি ভূমিপুত্র মারাঠিদের একাংশকে মহাযুতির ঝান্ডাতলে আনতে পারেন, তবে মুম্বইবাসী বিশাল সংখ্যক গুজরাটি ও উত্তর ভারতীয়দের কাছে বিজেপি হয়ে উঠেছে একান্ত 'ঘরের মানুষ'।

কুরুক্ষেত্রের অপর প্রান্তের কাহিনী

অন্যদিকে, কুরুক্ষেত্রের অপর প্রান্তের জোট অর্থাৎ শিবসেনা (ইউবিটি), কংগ্রেস এবং এনসিপি-র (শারদ পাওয়ার) জোটটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। এদের মধ্যে নৈতিক, রাজনৈতিক এবং ইগোজনিত মতপার্থক্যের কারণে কোনও সঠিক নির্বাচনি রসায়ন দানা বাঁধেনি। ফলে বিভিন্ন শরিক দলের সমর্থকদের ভোট একক বাক্সে জমা হয়নি, যার পূর্ণ সুবিধা নিয়েছে মহাযুতি।

এআই।

এবারের ফল প্রমাণ করে দিয়েছে, বিএমসি-র ওপর ঠাকরে ব্র্যান্ডের সেই দীর্ঘদিনের 'সম্মোহন' আর নেই। তাই রাজ ও উদ্ধব— দুই ভাই পৃথক হয়েও বা পরোক্ষভাবে এক হয়েও বিজেপি জোটের পালের হাওয়া কাড়তে পারেননি। বিরোধী পক্ষে একজন অবিসংবাদী নেতার অভাব ছিল স্পষ্ট, যাঁকে দেখে সাধারণ মানুষ ভরসা পেতে পারেন।

উলটোদিকে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশের ভোট কৌশল তাঁকে ফের 'মাস্টার স্ট্র্যাটেজিস্ট' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নির্বাচনি প্রচারের প্রতিটি খুঁটিনাটি সামলানো, কর্পোরেশন জুড়ে ৭৭টি ঝোড়ো র‍্যালি করা এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের চাঙ্গা করার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক রাজনীতি কেবল আবেগে নয়, বরং নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় চলে। জোটসঙ্গী শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারের সঙ্গে মসৃণ সম্পর্ক বজায় রেখে তিনি নিজেকে যথার্থ নেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

বৃহন্মুম্বই পুর নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতির জয় ঠাকরেদের দীর্ঘ ৩০ বছরের আধিপত্যের অবসান ঘটাল। এই জয় স্রেফ একটি স্থানীয় নির্বাচন নয়, বরং 'মারাঠি অস্মিতার' জায়গায় আধুনিক পরিকাঠামো ও 'উন্নয়নমুখী' রাজনীতির সফল প্রতিষ্ঠা। বিশাল বাজেট ও ৪৮টি লোকসভা আসনের গুরুত্ব মাথায় রেখে এই ফলাফল ২০২৯-এর নির্বাচনের শক্তিশালী বিজ্ঞাপন হয়ে উঠতে পারে। বিরোধী শিবিরের ছন্নছাড়া দশা এবং বিজেপির সুনিপুণ ভোট কৌশল প্রমাণ করে যে, মুম্বইয়ের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন আগামীদিনে জাতীয় রাজনীতির অভিমুখ ও মেরুকরণ নির্ধারণে অত্যন্ত নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ কেবল এক পুরনিগমের ভোট নয়

বিএমসি-র ভোটের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে এর বিশালত্ব বুঝতে হবে। ৪৩৭ বর্গকিলোমিটার এলাকায় এই রাজনৈতিক পালাবদল স্রেফ মহারাষ্ট্র নয়, গোটা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার ভোল বদলে দিতে পারে। মহারাষ্ট্র লোকসভায় ৪৮টি আসন নিয়ে দিল্লির মসনদ দখলে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। একনাথ শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি ঠাকরে পরিবারের কয়েক দশকের আধিপত্য কেড়ে নিয়ে স্রেফ ক্ষমতা দখল করেনি, বরং মুম্বইয়ের মতো অতি আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় এলাকায় নিজেদের ভাবমূর্তিকে 'উন্নয়নমুখী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিএমসি-র বার্ষিক ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি আকাশছোঁয়া বাজেট এখন বিজেপির হাতে। এই বিপুল অর্থ কাজে লাগিয়ে উপকূলীয় সড়ক, মেট্রোরেলের সম্প্রসারণ এবং বস্তি উন্নয়নের মতো মেগা প্রোজেক্টগুলি সম্পন্ন করতে পারলে, ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে তা হবে বিজেপির জন্য সেরা বিজ্ঞাপন। এর মাধ্যমে দিল্লি, চেন্নাই বা কলকাতার মতো মহানগরীর ভোটারদের কাছে দলের 'প্রগতিশীল' ইমেজ তুলে ধরা সহজ হবে। অটল মিশন বা স্মার্ট সিটিজ মিশনের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করে বিজেপি প্রমাণ করতে পারবে যে, তারাই দেশের নগর উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ কারিগর।

এই নৈতিক ও মানসিক জয়ের উৎসাহ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে যাবে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কিছু নির্বাচনে মিশ্র ফলাফলের পর বিএমসি-র জয় বিজেপির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায়ন ও স্থায়িত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি শহুরে ও আধুনিক ভোটারদের মধ্যে কংগ্রেস ও উদ্ধব শিবিরের প্রভাব ক্ষয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটিও জাতীয় রাজনীতিতে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে।

এগিয়ে আসবে ২০২৯-এর ভোট?

বিরোধী শিবিরের কাছে বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম-এর উত্থান। কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় তাদের দাপট সংখ্যালঘু ভোটের ভাগাভাগি নিশ্চিত করেছে, যা প্রকারান্তরে বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ফলাফল ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন সময়ের আগেই করিয়ে দেওয়ার একটি বড় ইন্ধন হয়ে উঠতে পারে। কারণ, মুম্বইয়ের মতো কসমোপলিটান ভোটারের মন জয় করা বিজেপির রাজনৈতিক অভিযোজন বা বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার এক বড় জয়। এই 'মুম্বই মডেল' ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যেও বিজেপি প্রয়োগ করতে চাইবে।

জরুরি হল বিজেপির শিক্ষাগ্রহণ

তবে এটাও মনে রাখা জরুরি, এই জয়ই রাজনৈতিক সাফল্যের শেষ কথা নয়। ক্ষমতা থাকলে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী (Anti-incumbency) হাওয়া ওঠাই স্বাভাবিক। কর্পোরেশন চালাতে গিয়ে ভুলত্রুটি ঘটবে, মানুষের আকাশচুম্বী প্রত্যাশার চাপ থাকবে। বিরোধীরাও নিশ্চুপ বসে থাকবে না; তারাও নতুন জোট বা কৌশল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মোটের ওপর, বিএমসি-র এই জয় জাতীয় স্তরে বিজেপির আধিপত্যকে আরও সুদৃঢ় করল। এই সাফল্যকে ব্যবহার করে বিজেপি কীভাবে জাতীয় স্তরে নিজেদের জোটকে আরও সংহত করে এবং রাজনৈতিক লাভ আদায় করে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৮৮ আবদুল গফফর খান প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৯৪ ক্রিকেটার অক্ষর প্যাটেলের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কার ক্ষমতা বেশি মোদিজি? ১০ কোটি মানুষের নাকি আপনাদের গায়ের জোরের। আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব তৈরি থাকো। ২০২৬-এর ভোটে তৃণমূল ২৫০-র বেশি আসনে জিতবে। বিজেপিকে ৫০-এর নীচে নামাবোই। যারা আমাদের টাইট করতে চায়, বাংলার মানুষ তাদেরই টাইট করবে।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

দিল্লির মেট্রো স্টেশনে প্রস্রাব করার ভিডিও ভাইরাল। জনাকীর্ণ স্টেশন। তার এক কোণে দাঁড়িয়ে নিজেকে হালকা করছেন একজন যাত্রী। সহযাত্রীরা পাশ দিয়ে যাতায়াত করলেও তাঁর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিডিও দেখে নিন্দার ঝড় নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

হাসপাতালে বড় বড় করে লেখা থাকে 'ধূমপান নিষিদ্ধ'। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের থোড়াই কেয়ার। বিহারের জেডিইউ বিধায়ক অনন্ত সিংয়ের হাসপাতালে সিগারেট টানার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। পাটনার হাসপাতালে সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে ঢুকলেন তিনি।

জনমন
জনমত

বন্দে ভারত স্লিপারকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব যাত্রীদেরও

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস চালু হওয়া উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল-ঘটনা। হাওড়া-গুয়াহাটি রুটে এই সেমি হাইস্পিড স্লিপার পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে দীর্ঘ দূরত্বের রাতের যাত্রা তুলনামূলক দ্রুত, আরামদায়ক ও নিরাপদ হবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগ দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসাপ্রার্থী, পরিযায়ী শ্রমিক ও সাধারণ পরিবারের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। ফলে এই আধুনিক ট্রেন পরিষেবা শুধু সময় বাঁচাবে না, বরং ভ্রমণের মানও উন্নত করবে। ট্রেনের উন্নত বার্থ, আধুনিক বায়োটয়লেট, মানসম্মত লিনেন, সিসিটিভি নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা যাত্রীদের সুবিধা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে প্রযুক্তিগত উন্নতি একাই এই ট্রেনকে সফল করতে পারবে না, এর কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করবে যাত্রীদের আচরণের ওপর।

অতীতে একাধিক আধুনিক ও লাক্সারি ট্রেন পরিষেবা চালু হলেও যাত্রীদের অসচেতন ব্যবহার, আবর্জনা ফেলা, টয়লেটের অপব্যবহার, সিট নোংরা করা সহ নানাবিধ কারণে দ্রুত সেগুলির মান নষ্ট হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি। বিদেশি পর্যটক থেকে শুরু করে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ যখন এই ট্রেনে ভ্রমণ করবেন, তখন ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাই ভারতের রেল ব্যবস্থার ভাবমূর্তি তুলে ধরবে।

তাই বন্দে ভারত স্লিপারকে পরিষ্কার রাখা শুধু রেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয়, প্রত্যেক যাত্রীরও সমান দায়িত্ব। আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা, বগি নোংরা না করা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না করা এবং সহযাত্রীদের প্রতি শালীন আচরণ বজায় রাখা একজন সচেতন নাগরিকের কর্তব্য। আমরা যদি দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে এই ট্রেন পরিষেবা দীর্ঘদিন মানসম্মত থাকবে এবং সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে।

মলয় চক্রবর্তী
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষা নাকি তথ্যের রাজত্ব?

ইউজিসি-নেট রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার্থীরা হতাশ। বিশ্লেষণ-ধারণার বদলে প্রাধান্য তথ্য ও মুখস্থের পরীক্ষায়।

রাহুল দাস

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং গবেষণার মানদণ্ড নির্ধারণে ইউজিসি-নেট কেবল একটি পরীক্ষা নয়, বরং দেশের উচ্চশিক্ষার বৌদ্ধিক মানচিত্র তৈরির প্রধান কারিগর। ফলে প্রশ্নপত্রে বিষয়গত গভীরতা ও ধারণাগত স্পষ্টতা বজায় রাখা অপরিহার্য। কিন্তু ২০২৫ সালের ডিসেম্বর সেশনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নপত্র সেই প্রত্যাশা পূরণে চরম ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

মুখস্থবিদ্যার একাধিপত্য

এবারের প্রশ্নপত্রের পরিসংখ্যান অত্যন্ত হতাশাজনক। রিডিং কমপ্রিহেনশনের ১০টি প্রশ্ন বাদ দিলে, বাকি ৯০টির মধ্যে ৬৭টিই ছিল নিছক তথ্যভিত্তিক। এর মধ্যে প্রায় ২৪টি প্রশ্ন বোঝার ক্ষমতা নয়, বরং অপ্রাসঙ্গিক তথ্য মুখস্থ রাখার ক্ষমতার পরীক্ষা নিয়েছে। মাত্র ২৩টি প্রশ্নকে কোনওভাবে জাতীয় স্তরের অ্যাকাডেমিক মানের কাছাকাছি বলা যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোকপ্রশাসন বা রাষ্ট্রচিন্তার মতো বিষয়গুলি বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক বোধ তৈরি করে। এখানে প্রশ্ন হওয়ার কথা 'কীভাবে' ও 'কেন'— কেবল 'কী' নয়। অথচ এবারের পরীক্ষায় ধারণাগত বিশ্লেষণকে নির্বাসিত করে যান্ত্রিক স্মৃতিপরীক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা— প্রতিটি ইউনিটেই দেখা গেছে গভীর ভাবনার চেয়ে তথ্যের আধিক্য। একজন হবু অধ্যাপক প্লেটোর সাম্যবাদ বা কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ থিওরি তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু জানেন, তার চেয়ে তিনি কত সালে সেটি লেখা হয়েছে তা মুখস্থ করেছেন কি না, সেই বিচারই যেন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগে সংকটের মেঘ

ইউজিসি-নেটের মাধ্যমে নির্বাচিত সহকারী অধ্যাপকরাই আগামীদিনে শ্রেণিকক্ষে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু প্রশ্নপত্রে যদি বিশ্লেষণী মেধার মূল্যায়ন না থাকে, তবে তারা ভবিষ্যতে যোগ্য শিক্ষক বাছাই করতে পারবে কি না সন্দেহ। যাঁরা গত কয়েক বছর ধরে সিলেবাস অনুযায়ী গভীর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এই প্রশ্নপত্র তাঁদের কাছে মানসিক অস্থিরতা ও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকের কাছেই এটি অ্যাকাডেমিক মূল্যায়নের চেয়ে প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক নির্মম ছেলেখেলা। যখন কোনও যোগ্য প্রার্থী দেখেন যে তাঁর বছরের পর বছর অর্জিত পাণ্ডিত্য কেবল একটি সাল বা তারিখের ভুলে গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে, তখন সেই ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস উঠে যাওয়া স্বাভাবিক।

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও দায়বদ্ধতা

পরীক্ষার্থীরা লিখিতভাবে আপত্তি জানালে কর্তৃপক্ষের তরফে 'পুনর্বিবেচনা' করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় যদি বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের মান নিয়ে একই অভিযোগ তোলেন, তবে দায় এড়িয়ে সেই ভার পরীক্ষার্থীদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। এর ফলে প্রার্থীরা যে সময়, অর্থ ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, তার দায়ভার কে নেবে? বিশেষ করে প্রান্তিক এলাকার পরীক্ষার্থীদের কাছে একবার পরীক্ষায় বসা মানে বিশাল আর্থিক ও শারীরিক যুদ্ধের শামিল।

সময়ের দাবি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তথ্যের কারাগারে বন্দি করা মানে সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক দর্শনকেই আঘাত করা। উচ্চশিক্ষার স্বার্থে ইউজিসি-কে দ্রুত এই ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। প্রশ্নকর্তাদের বুঝতে হবে যে, মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন কেবল তথ্যের ভারে হয় না, হয় চিন্তার স্বচ্ছতায়। অন্যথায়, উচ্চশিক্ষা কেবল একটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হবে এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থবিদ্যার চাপে পিষ্ট হয়ে বিদ্যাসৃজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আঞ্চলিক ও জাতীয় উভয় স্তরেই এই বৌদ্ধিক অবক্ষয় রুখতে কর্তৃপক্ষের গঠনমূলক হস্তক্ষেপ এখন সময়ের দাবি।

(লেখক তুফানগঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৯

পাশাপাশি : ১। ওলাইচণ্ডীকে মুসলমানদের দেওয়া নাম ৩। প্রচারিত, সুবিদিত ৫। চালাকির ভান করে এমন, ফাজিল ৬। হাতপাখার আরেক নাম ৭। স্বজন, আত্মীয় বন্ধু ৯। পরস্পর কথোপকথন, ঘনিষ্ঠ আলাপ ১২। অনেক, অনেক রকমের, বিবিধ ১৩। অন্যকাজ, অন্যকর্ম।

উপর-নীচ : ১। মুসলমান ধর্মসংস্কারক আবদুল ওয়াহাব-এর অনুগামী ২। খেদোক্তি, শোক প্রকাশ ৩। তোষামুদে, তল্পিবাহক ৪। রক্ত, লাল কাপড় ৫। সম্ভ্রমার্থে সামনের ব্যক্তি ৭। বাবা, পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে স্নেহ সম্বোধন ৮। চিরকাল, সব সময় ৯। আড্ডা, বাসস্থান, আখড়া, আশ্রম ১০। বাটখারা, বস্ত্রাদির প্রস্থের দিকের বুনুনির সুতো ১১। সাবালক, যোগ্য, নিন্দার্থে মাতব্বর।

সমাধান ■ ৪৩৪৮

পাশাপাশি : ১। কায়িক ৪। তণ্ডুল ৫। কাবা ৭। কামাল ৮। গড়খাই ৯। কাপটিক ১১। দরাজ ১৩। চঞ্চু ১৪। কাবার ১৫। দলিল।

উপর-নীচ : ১। কারিকা ২। কতল ৩। বালভোগ ৬। বালাই ৯। কানাচ ১০। কদাকার ১১। দরদ ১২। জঙ্গল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাইকোর্টের নির্দেশে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

এসএসসি-তে বয়সে ছাড় এখনই নয়

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : এসএসসি নিয়োগ মামলায় চাকরিহারাদের বয়সের ছাড় সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, যোগ্য অথচ ২০১৬-র পরীক্ষায় সুযোগ না পাওয়া চাকরিপ্রার্থীরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সের ছাড় পাবেন না। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের ফলে কয়েকহাজার চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল।

২০১৬-র শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে গোটা প্যানেল বাতিল হওয়ার জেরে প্রায় ২৬ হাজার জন চাকরি হারান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুরু হয় নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া। কলকাতা হাইকোর্ট ডিসেম্বরে রায় দিয়েছিল, যাঁরা 'দাগি' নন এবং ২০১৬ সালের প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েও সুযোগ পাননি, তাঁরাও বয়সে ছাড় পাবেন। হাইকোর্টের যুক্তি, 'দাগি'দের বাইরে বাকি সবাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ছাড় পাওয়ার যোগ্য।

এই রায়ের বিরুদ্ধে মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালতে। এদিন শুনানির সময় বিচারপতি সঞ্জয় কুমার তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, 'আদালত কখনও বলেনি যে যোগ্য অথচ পরীক্ষায় পাশ না করা প্রার্থীদেরও ছাড় দিতে হবে।' সুপ্রিম কোর্ট এর আগে এক রায়ে জানিয়েছিল, প্যানেল বাতিলের কারণে যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন এবং যাঁরা 'অযোগ্য' নন, শুধু তাঁরাই পরীক্ষায় বয়সে ছাড় পাবেন। কিন্তু যাঁরা গতবার সুযোগ পাননি, তাঁদের জন্য এই সুবিধা কার্যকর হবে না।

- ২০১৬-র পরীক্ষায় সুযোগ না পাওয়া চাকরিপ্রার্থীরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সের ছাড় পাবেন না
- শীর্ষ আদালত এই মামলায় সব পক্ষকে নোটিশ জারি করেছে
- মামলার পরবর্তী শুনানি মার্চে

শুনানিতে এসএসসির আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষের পথে। দু-একদিনের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ হয়ে যাবে।' অন্যদিকে, মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতের নির্দেশের পরও সওয়াল চালিয়ে যেতে চাইলে বিচারপতিদের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন। আদালত তাঁকে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কড়া বার্তা দেয়। শীর্ষ আদালত এই মামলায় সব পক্ষকে নোটিশ জারি করেছে। মামলার পরবর্তী শুনানি মার্চে। আপাতত হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি হওয়ায় বয়সের ছাড়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থাকছেন বড় অংশের চাকরিপ্রার্থী। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের যথার্থই বলেছেন। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে মক্কেলদের ব্যবহার করা যায় না। যোগ্য শিক্ষকদের রাজনৈতিক স্বার্থে এইভাবে ব্যবহার করা অনৈতিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যোগ্যদেরই একমাত্র বয়সের ছাড় দেওয়া হবে। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে লাভ নেই।'

পরদেশি... *সোমবার সুরাটের তাপ্তি নদীর ধারে।*

উভয়সংকটে ভারত

ট্রাম্পের শান্তি বোর্ডে ডাক নয়াদিল্লিকে

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : বিশ্বরাজনীতির সমীকরণ বদলে দিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জুড়ি মেলা ভার। ২০২৬-এর শুরুতেই গাজায় শান্তি ফেরানোর লক্ষ্য নিয়ে তিনি এক অভিনব 'বোর্ড অফ পিস' গঠন করেছেন। আর সেই 'অভিজাত' ক্লাবে স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। আপাতদৃষ্টিতে এটি ভারতের বিশ্বনেতা হয়ে ওঠার পথে বড় স্বীকৃতি মনে হলেও, সাউথ ব্লকের অন্দরে উদ্বেগের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই আমন্ত্রণ আদতে এক 'কূটনৈতিক ল্যান্ডমাইন'।

ট্রাম্পের এই প্রস্তাবিত বোর্ড মূলত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে তৈরি একটি সমান্তরাল কাঠামো। যেখানে স্থায়ী সদস্য হতে গেলে গাজা পুনর্গঠন তহবিলে ১ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৮,৩০০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া বাধ্যতামূলক। ভারতের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ এখানেই। ভারত চিরকাল রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার এবং বহুপাক্ষিক কূটনীতির পক্ষে সওয়াল করে এসেছে। ট্রাম্পের এই 'পে-টু-এন্টার' বা টাকা দিয়ে সদস্যপদ পাওয়ার মডেলে শামিল হওয়া ভারতের দীর্ঘদিনের বিদেশনীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, গাজা নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা ভীষণ বিতর্কিত। তিনি গাজাকে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভিয়েরা' করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা আদতে এক বিশাল রিয়েল এস্টেট প্রকল্প। ভারত যেখানে ঐতিহাসিকভাবে প্যালেস্তাইনের অধিকার এবং 'টু-স্টেট সলিউশন'-এর সমর্থক, সেখানে ট্রাম্পের এই বাণিজ্যিক শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া দিল্লির ভাবমূর্তির পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ট্রাম্পের চিঠি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, 'এটি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও বৈশ্বিক সংঘাত মেটানোর এক মহিমান্বিত উদ্যোগ।' কিন্তু সাউথ ব্লকের আশঙ্কা, এই মঞ্চে অংশ নিলে ভারত তার নিরপেক্ষতা হারাবে।

- রাষ্ট্রসংঘকে পাশ কাটিয়ে ট্রাম্পের এই সমান্তরাল বিশ্বমঞ্চ ভারতের বহুপাক্ষিক বিদেশনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন
- ১ বিলিয়ন ডলারের 'প্রবেশমূল্য'
- গাজার 'রিয়েল এস্টেট' পুনর্গঠন মডেল নিয়ে আপত্তি
- মধ্যপ্রাচ্যে পাক সেনা পাঠানোর ইঙ্গিত
- রাষ্ট্রসংঘের মিশন ছাড়া সেনা না পাঠানোর নীতি

দক্ষিণ এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতির সমীকরণে ভারতের আরও একটি কাঁটা হল পাকিস্তান। ইসলামাবাদও এই বোর্ডে আমন্ত্রিত এবং তারা গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনীতে সেনা পাঠাতে আগ্রহী। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ নিজেই সেই কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ভারতের অবস্থান স্পষ্ট।

রাষ্ট্রসংঘের 'নীল হেলমেট' বা পিসকিপিং মিশন ছাড়া অন্য কোথাও সেনা পাঠাবে না এই দেশ। সব মিলিয়ে একদিকে ট্রাম্পের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, অন্যদিকে গ্লোবাল সাউথ-এর নেতা হিসেবে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা, ভারত এখন কূটনীতির এক সরু দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে। ট্রাম্পের এই 'শান্তির ডাক' ভারতের জন্য আশীর্বাদ নাকি কূটনৈতিক চোরাবালি, তা নিয়েই এখন চর্চা চলছে বিদেশমন্ত্রকের অন্দরে।

গাজার নিরস্ত্রীকরণ ও পুনর্গঠনে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনার 'দ্বিতীয় ধাপ' হিসেবে এই বোর্ড অফ পিস গঠিত হয়েছে। ট্রাম্পের নেতৃত্বে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও, ট্রাম্পের জামাই জ্যারেড কুশনার, বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বঙ্গার মতো ব্যক্তিত্বরা গাজার পুনর্গঠনের দায়িত্বে থাকা টেকনোক্র্যাট কমিটির কাজকর্ম তদারকি করবেন। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি হিসাবে বোর্ডে থাকছেন নিকোলাই স্লাডনেভ।

প্রোটোকল ভেঙে বিমানবন্দরে মোদি

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : ভারত আর আরব আমিরশাহির বন্ধুত্ব যে কতটা গভীর ও মধুর, তার প্রমাণ মিলল আজ রাজধানী দিল্লির মাটিতে। সোমবার মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ভারতের মাটি ছুঁয়েছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। আর এই সংক্ষিপ্ত সফরকে ঘিরে যে উষ্ণতা দেখা গেল, তা কূটনৈতিক প্রোটোকলকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

এদিন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাতে প্রথা ভেঙে নিজেই পালাম বিমানবন্দরে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কূটনৈতিক প্রোটোকল সরিয়ে রেখে আরও একবার বন্ধুত্বের নজির গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিমান থেকে নামতেই আরব নেতাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে নেন তিনি। মোদির 'হাগ ডিপ্লোম্যাসি' বা কোলাকুলির ছবিই পরে ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়, যা বুঝিয়ে দিচ্ছিল দুই নেতার ব্যক্তিগত রসায়ন কতটা হার্দিক। গত কয়েক মাসে দুই দেশের বাণিজ্যিক ও কৌশলগত সম্পর্ক যে যথেষ্ট মজবুত হয়েছে, সেটাও ফুটে ওঠে এদিনের দুই শীর্ষনেতার সৌজন্য দেখা-সাক্ষাতের ভঙ্গিমায়।

> **সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট হিজ হাইনেস শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের ভারত সফর দুই দেশের সুদৃঢ় বন্ধুত্বের প্রতি তাঁর গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশ।**
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য ভারত সফরে এসেছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট। সময়টা সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁকে স্বাগত জানাতে মোদি যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেন এবং উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করলেন, তা আন্তর্জাতিক মহলে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্টকে বিদায় জানিয়ে পরে তাঁকে ট্যাগ করে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লেখেন, 'আমার ভাই, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির (ইউএই) প্রেসিডেন্ট হিজ হাইনেস শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। তাঁর এই সফর ভারত ও ইউএই-র সুদৃঢ় বন্ধুত্বের প্রতি তাঁর গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশ। আগামী দিনে আরও সাক্ষাৎ ও আলোচনার অপেক্ষায় রইলাম।'

এদিন বিমানবন্দরেই দুই নেতার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। ইউএই প্রেসিডেন্টের সফরের সময়সীমা কম হলেও এই 'এয়ারপোর্ট পিক-আপ' আন্তর্জাতিক মহলে এক বড় বার্তা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অতিথি দেবো ভবঃ... *ইউএই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদি। নয়াদিল্লি।*

জামিনের আর্জি খারিজ সেঙ্গারের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : উন্নাও গণধর্ষণ মামলার নির্যাতিতার বাবার হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনায় বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের ১০ বছরের কারাদণ্ড স্থগিত রাখার আবেদন খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি রবীন্দ্র দুদেজা এই রায় দিয়ে সাফ জানিয়ে দেন, 'সেঙ্গারের জামিনের সপক্ষে পর্যাপ্ত কোনও ভিত্তি নেই।'

বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, স্রেফ মামলা বিলম্বিত হওয়ার যুক্তিতে কোনও ত্রাণ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ মামলাকারী নিজেই একাধিক আবেদনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটিকে দীর্ঘায়িত করেছেন। নিম্ন আদালত এই মামলায় আগেই মন্তব্য করেছিল, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্যকে হত্যার ঘটনায় অপরাধীর প্রতি 'কোনওরকম শিথিলতা দেখানো সম্ভব নয়'।

রাহুলকে শেষ সুযোগ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের মামলায় উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের এমপি-এমএলএ আদালতে এদিনও গরহাজির থাকলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ফের তাঁকে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ওইদিনই হাজিরা দেওয়ার শেষ সুযোগ পাবেন রাহুল বলে জানিয়েছেন বিচারক।

কাঁপল লাদাখ, সতর্কতা কেন্দ্রের

লে, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার সাতসকালে দিল্লির পর বেলা পৌনে বারোটা নাগাদ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে লাদাখে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। কম্পনের উৎসস্থল ছিল লে থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মাটির গভীরে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা জীবনহানির খবর মেলেনি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ সতর্কবার্তা বা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সোমবার সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ দিল্লিতে তুলনায় কম মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ২.৮।

নিজেকে নির্দোষ দাবি চিন্ময়ের

চট্টগ্রাম, ১৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হতেই নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করলেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। সোমবার চট্টগ্রাম আদালতে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মামলার শুনানি চলাকালীন তিনি জানান, ষড়যন্ত্র করে তাঁকে এই খুনের মামলায় জড়ানো হয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে তাঁর গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সেখানেই প্রাণ হারান আইনজীবী সাইফুল।

মালয়ালম লেখিকা এম লীলাবতীর সঙ্গে রাহুল গান্ধি। কেরলে।

সভাপতি পদে নবীনের মনোনয়ন

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নির্বাচিত হতে চলেছেন বিহারের পাঁচবারের বিধায়ক নীতিন নবীন। সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে নীতিনই একমাত্র প্রার্থী হিসেবে উঠে এসেছেন। বিজেপির ইতিহাসে কনিষ্ঠতম সভাপতি হতে চলেছেন তিনি।

বিজেপি সদর দপ্তরে নীতিন নবীনের সমর্থনে মোট ৩৭ সেট মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, রাজনাথ সিং এবং জেপি নাড্ডার মতো শীর্ষনেতারা তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও তাঁর মনোনয়নকে সমর্থন জানিয়েছেন। নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার কে লক্ষ্মণ জানান, সমস্ত মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গণ্য হয়েছে এবং নীতিন ছাড়া আর কেউ আবেদন না করায় সর্বসম্মতভাবে তাঁর নির্বাচন এখন সময়ের অপেক্ষা। বিহারে উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী একে বিহারের জন্য গর্বের মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির তরফে তরুণ প্রজন্মের কাছে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার একটি বার্তা।' বিজেপি জানিয়েছে, পরিবারতন্ত্রের ওপরে উঠে দল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এই সভাপতি নির্বাচন করেছে।

ক্ষুব্ধ নোবেল কমিটি

অসলো, ১৯ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর অভূতপূর্ব কাণ্ডকারখানায় রীতিমতো অস্বস্তিতে নোবেল ফাউন্ডেশন। ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মাচাদো গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে গিয়ে তাঁর পদকটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে তুলে দেন। এই ঘটনায় নরওয়ে জুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মাচাদোর এই আচরণকে 'অবাস্তব' এবং নোবেলের মর্যাদার পরিপন্থী বলে নিন্দা করেছেন নরওয়েজীয় রাজনীতিকরা। নোবেল ফাউন্ডেশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, একবার কাউকে নোবেল দিলে তা কোনওভাবেই বাতিল বা অন্যকে হস্তান্তর করা যায় না। কমিটির মতে, পদক বা অর্থমূল্য জয়ী ব্যক্তি কাকে দেবেন বা কী করবেন, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় প্রাপক হিসাবে মাচাদোর নামই থেকে যাবে। তবে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের গরিমা ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মুখোমুখি ট্রেন, স্পেনে মৃত ৩৯

মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি : স্পেনে দ্রুতগতির দুই ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত পক্ষে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১৫২। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। মাদ্রিদ থেকে প্রায় ৩৬০ কিলোমিটার দূরে আদামুজ এলাকায় মালাগা থেকে মাদ্রিদগামী দ্রুত গতির একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বিপরীত লাইনে ঢুকে উলটোদিক থেকে আসা ট্রেনে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনা ঘটে। স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ ও রানি লেতিজিয়া গভীর শোকপ্রকাশ করেছে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন।

তালিবান গড়ে বিস্ফোরণ, হত ৭

কাবুল, ১৯ জানুয়ারি : তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে নিরাপত্তার কঙ্কালসার চেহারাটা আরও একবার প্রকট হলো। সোমবার দুপুরে কাবুলের অন্যতম সুরক্ষিত এলাকা শাহর-ই-নউ-এর একটি হোটেলে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চারপাশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত বহু।

প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, বিস্ফোরণের লক্ষ্য ছিল চিনা নাগরিকরা। গুলফারোসি স্ট্রিটের যে হোটেলটিতে এই হামলা হয়েছে, সেখানে মূলত চিনা ব্যবসায়ীরাই থাকেন। পাশেই রয়েছে একটি চিনা রেস্তোরাঁ। বিস্ফোরণের পর গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

এখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি, তবে সন্দেহ করা হচ্ছে ইসলামিক স্টেট-এর দিকেই। কাবুলের তথাকথিত 'নিরাপদ জোন'-এ এই রক্তক্ষয়ী হামলা তালিবানের গোয়েন্দা ব্যর্থতা এবং আফগানিস্তানে বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।

গর্তে ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতে সিট গঠন

গ্রেটার নয়ডা, ১৯ জানুয়ারি : অত্যাধুনিক শহর গ্রেটার নয়ডায় গাড়ি সহ ৭০ ফুট গভীর, বিশালাকার গর্তে পড়ে যাওয়া সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতাকে উদ্ধার করতে নামেননি উদ্ধারকারীরা। পাশেই দাঁড়িয়ে অনেকে তাঁর তলিয়ে যাওয়ার ভিডিও রেকর্ডিং করেছেন। ঘন অন্ধকার, গর্তের জল হাড় হিম ঠান্ডা, এই অজুহাতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল, স্থানীয় পুলিশ কেউই সেখানে নামার সাহসটুকুও দেখাননি বলে অভিযোগ। সবাই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ছিল। কোনও ডুবুরি ছিলেন না। যুবরাজের বাবা ডুবুরি না থাকাকে প্রশাসনিক গাফিলতি বলে দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ডুবুরি না থাকায় জীবন দিতে হল যুবরাজকে। ঘটনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ নয়ডা অথরিটির শীর্ষ কর্মকর্তা (সিইও) এম লোকেশকে সংশ্লিষ্ট পদ থেকে সরিয়ে দিলেন। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘটনার পুংখানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের নির্দেশ দিলেন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ হওয়ায় ঘটনাস্থল ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ বাবার

বাবা রাজকুমার মেহতা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে ওই কাদাগোলা জলে দু'ঘণ্টা বেঁচেছিল। মরিয়া হয়ে চিৎকার করছিল সাহায্যের জন্য। তিনি বলেন, 'উপস্থিত কর্মকর্তারা আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারেননি। ওঁদের সঙ্গে কোনও ডুবুরি ছিলেন না। অনেকে ভিডিও করছিলেন।' এমন ঘটনা যাতে ফের না ঘটে, সেজন্য প্রশাসনের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ই-কমার্সের এক কর্মী ওই গভীর গর্তে ঝাঁপ দিয়েও সফল হননি।

অভিযোগ অস্বীকার করে এসিপি (আইনশৃঙ্খলা) রাজীব নারায়ণ মিশ্রর কথায়, 'পুলিশ, দমকল বাহিনী চেষ্টা চালিয়েছে। দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্য হওয়াই ছিল সমস্যার।' আরও এক এসিপি হেমন্ত উপাধ্যায় বলেছেন, 'অন্ধকার, ঘন কুয়াশার জন্য বাঁচানো কঠিন ছিল। উদ্ধারের জন্য কাউকে জলে নামানো হলে আরও খারাপ কিছু ঘটতে পারত।'

নয়ডা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনাই 'অসাম্প্রদায়িক'

দিল্লির উদ্বেগের পর পরিসংখ্যান প্রকাশ বাংলাদেশের

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে অভিযোগ বারবার উঠছে, তার সিংহভাগই নাকি 'অসাম্প্রদায়িক' এবং 'সাধারণ অপরাধ'। এমনটাই দাবি মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের। সোমবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২৫-এ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত হিংসা ও অপরাধের ৬৪৫টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ৭১টি ছিল সাম্প্রদায়িক। বাকি ৫৭৪টি ঘটনাই জমি সংক্রান্ত বিবাদ, চুরি, ধর্ষণ বা ব্যক্তিগত শত্রুতার ফল।

৯ জানুয়ারি ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনাকে 'অস্বস্তিকর প্যাটার্ন' হিসেবে বর্ণনা করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগত রেষারেষি বা রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে এই ঘটনাগুলিকে লঘু করার প্রবণতা অপরাধীদের আরও উৎসাহিত করছে।' দিল্লির এই কড়া বার্তার ১০ দিনের মাথায় পালটা তথ্য দিয়ে ঢাকা বোঝাতে চাইল, বাংলাদেশে ধর্মীয় পরিচিতির জন্য নয়, বরং সাধারণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণেই এই ঘটনাগুলি ঘটছে।

ঢাকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৭১টি সাম্প্রদায়িক ঘটনার মধ্যে ৩৮টি মন্দির ভাঙচুর, ৮টি অগ্নিসংযোগ এবং একটি খুনের মামলা রয়েছে। এই ঘটনায় ৫০টি মামলা রুজু ও ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাকি ৫৭৪টি ঘটনার মধ্যে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ (৫১টি), জমি বিবাদ (২৩টি), চুরি (১০৬টি) এবং ধর্ষণের মতো অপরাধ (৫৮টি) রয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে ৪৯৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে অধিকাংশ ঘটনাই অপরাধমূলক, সাম্প্রদায়িক নয়।'

২০২৪-এর অগাস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে শৈত্য দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের খবর নিয়ে ভারত বারবার সরব হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। তার আগে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে ইউনূস সরকার আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের স্বচ্ছতা প্রমাণের চেষ্টা করল। তবে দিল্লির দাবি, নিছক অপরাধমূলক তকমা দিয়ে দায় এড়ানো সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। দুই প্রতিবেশী দেশের এই বিপরীতমুখী অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে নতুন টানাপোড়েন তৈরি করছে।

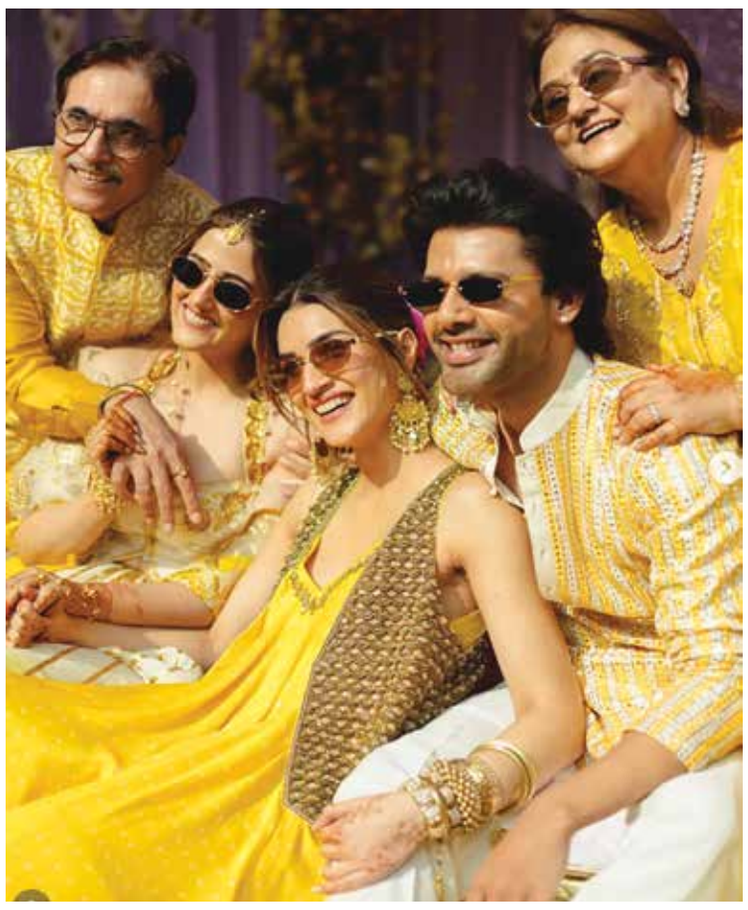

কৃতি বিয়ের পিঁড়িতে?

বোন নূপুর শ্যাননের বিয়ে হয় গেল স্টেবিন বেনের সঙ্গে। বিয়ের অনেক ছবি নেটে এখনও হাজির। তার মধ্যে একটি প্রেমিক কবির বাহিয়ার সঙ্গে কৃতি স্বয়ং। কবিরই পোস্ট করেছেন। দুজনের সাজও বেশ অন্যরকম। কৃতি পরে আছেন সবুজ গাউন, কবিরের পরনে সাদা স্যুট। ওঁরা যেন একেবারে বিয়ের সাজে সেজেছেন। কবির ক্যাপশন করেছেন, 'অসাধারণ কিছু স্মৃতি ও মানুষ।'

এতদিন অনেকবার দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে, কিন্তু কৃতি মুখ খোলেননি। কবির সব বলে দিলেন এই ছবি আর ক্যাপশন দিয়ে। এদিকে অনুরাগীরা মুগ্ধ এভাবে দুজনকে দেখে। তাদের মন্তব্য, এবার বিয়েটা করে ফেলুন। কৃতি অবশ্য মুখ খোলেননি।

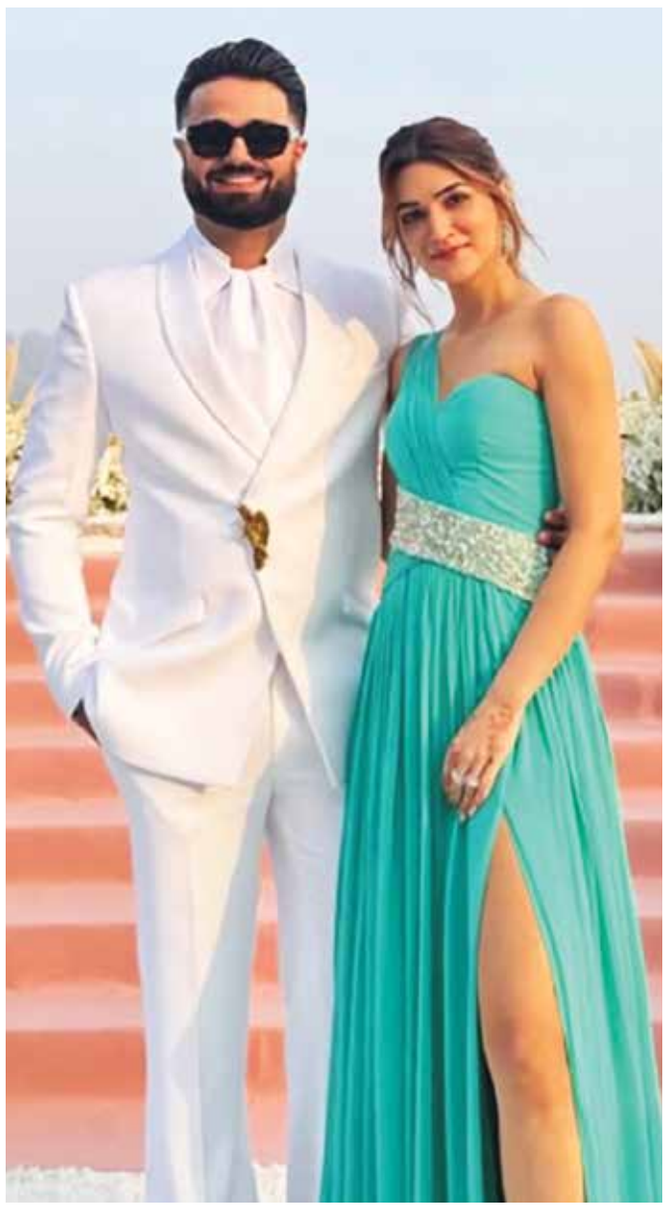

একনজরে সেরা

এখনও রবীন্দ্রনাথ

হিংসার বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প শাস্তি নিয়ে ছবি হচ্ছে। চঞ্চল চৌধুরি ও পরীমণি প্রধান ভূমিকায়। এক মহিলাকে অকারণে দোষী করে তার অমর্যাদা করা এবং সমাজের নৈতিক অবমূল্যায়ন উঠে আসে এই গল্পে, পরিচলনায় লিসা গাজি। তাঁর কথায়, রবীন্দ্রনাথের গল্পের মূল স্বাদ অক্ষুণ্ণ রেখে ছবি হবে ।

একেন-এ অভিষেক

ফুলকির অভিনেতা অভিষেক বসু সম্ভবত হইচই-এর সিরিজ একেন বাবু ঃ পুরুলিয়া পাকড়াও-এ নেতিবাচক চরিত্রে থাকছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি নিজের যে ছবি শেয়ার করেছেন তাতে তাঁর হাতে একেন বাবুর স্ক্রিপ্ট আছে। তা থেকেই অনুমান শুরু। অভিষেক নিজে কিছু বলেননি। সিরিজে আছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুহত্র, সোমক প্রমুখ।

মারণজাদু

কাঁটা লগা গার্ল শেফালি জরিওয়ালার মৃত্যু কালো জাদুর জন্য হয়েছে—এই দাবি তাঁর স্বামী পরাগ ত্যাগীর। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ওকে ছুঁয়ে বুঝতে পারতাম কিছু সমস্যা হয়েছে। প্রথমবার সামলে নিয়েছিলাম। এবারও মনে হওয়াতে পুজোপাঠ বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু এবার বিষয়টা অনেক গভীর ছিল। ঠিক কী ছিল, জানি না।'

প্রথমে বিদ্যা

প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি চলতি সপ্তাহে টিআরপি তলিকায় প্রথম হল। দ্বিতীয় পরশুরাম আজকের নায়ক। তৃতীয় রাঙামতী তিরন্দাজ। চারে পরিণীতা, পাঁচে ও মোর দরদিয়া, ছয়ে তাকে ধরি ধরি মনে করি, সাতে লক্ষ্মীঝাঁপি, আটে আমাদের দাদামণি ও চিরসখা, নয়ে জোয়ার ভাঁটা ও বেশ করেছি প্রেম করেছি। দশে চিরদিনই তুমি যে আমার।

বর্ডার ২-এর গর্জন

সোমবার বর্ডার ২-এর অগ্রিম বুকিংয়ে প্রথম দিন বুক মাই শো-তে ২০,০০০ টিকিট বিক্রি হয়েছে। জাতীয় মাল্টিপ্লেক্সে ১০.০০০, পিভিআর আইনক্সে ১,০০০, অস্ট্রেলিয়ায় ৩৯টি শো-এর জন্য ৩৭,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলারের টিকিট বিক্রি হয়েছে। বিশেষজ্ঞের মত, বর্ডার ২-এর অগ্রিম বুকিং ৪০ কোটির বেশি হবে, ধুরন্ধর ছবিতে পরিমাণটা দাঁড়িয়েছিল ২৮ কোটি।

সিনেমার ইতিহাসে প্রথম

কী কাণ্ড করতে চলেছেন দেব, শুভশ্রী? দেব আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাত নম্বর ছবি দেশু ৭ নিয়ে তুমুল আলোড়ন। ২০২৬-এর পুজোয় 'ব্যবসার' রাশ নিজেদের হাতে রাখতে এখন থেকেই খেলা শুরু করলেন অভিনেতা জুটি। সোমবার দুপুরে ফেসবুক লাইভে এলেন ওঁরা। এখনও ছবির নাম, গল্প ঠিক হয়নি, কিন্তু প্রথম দিনের প্রথম শো থেকেই যাতে দেশু ৭ ছক্কা মারতে পারে তার জন্য দেব-শুভশ্রী জানালেন, মুক্তির ১০ মাস আগে থেকেই মানে সোমবার বেলা ৩টে থেকে অগ্রিম বুকিং শুরু হল।

বাস্তবিকই এমন ঘটনা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এই প্রথম। কারণ জানিয়ে তাঁরা বলেছেন, 'ভারতে এমন ব্যবস্থা এই প্রথম। ২ হাজার টিকিট বুক মাই শো-তে পাবেন। দর্শকদের যাতে অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়, তার জন্য গোল্ড টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারা দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা জানাতে চাই যে বাংলাও পারে। সিঙ্গল স্ক্রিনগুলোর জন্য এই ব্যবস্থা। যাঁরা আজ-কালের মধ্যে টিকিট কিনবেন, তাঁদের জন্য ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো-এর জন্য বিশেষ সারপ্রাইজ থাকবে।'

উল্লেখ্য, ইন্ডাস্ট্রিতে দেব-এর ২০ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাই ২০টি হলই বেছে নেওয়া হয়েছে এর জন্য। ছবির গল্প জানতে চান অনুরাগীরা। উত্তরে শুভশ্রী বলেছেন, 'একটু ঝাল, নুন-মিষ্টি সব মিলিয়ে মুখরোচক হবে এই ছবি।' দেব শুভশ্রীর সঙ্গে যোগ করেন, 'ছবির টাইটেল ঠিক হয়নি। পয়লা বৈশাখ পুরো কস্টিং নিয়ে সব জানাব।' থাইল্যান্ডে থকার সময় দেব শুভশ্রীকে এই ছবির কথা বলেন। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে সম্মতি জানান তিনি। দেব আবেগতাড়িত হয়ে বলছেন, ওকে বলছিলাম এখনও গল্প নেই, চিত্রনাট্য লেখা হয়নি, আর ছবির পরিচালক আমি।' বলা যায়, গোড়া থেকেই দেশু নিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিচ্ছেন দেব।

টালিগঞ্জজুড়ে 'প্রাক্তন' বাতাস?

টালিগঞ্জে এখন যেন মিলনের গন্ধ। যেদিকেই তাকান, সব একটা 'হ্যাপি এন্ডিং' দিতে ব্যস্ত। এই যেমন দেব ক্রমাগত অনির্বাণের 'ব্যান' তুলে দেওয়ার কথা বলতে বলতে কখন যেন রাজ চক্রবর্তীর কাছাকাছি চলে এসেছেন। না, এমনিতে দুজনের মধ্যে ঝগড়া নেই। তবে কথাও নেই। কারণ শুভশ্রী। দেবের প্রাক্তন এখন রাজের বর্তমান। তাই যে যার পথে আলাদা থাকেন। কিন্তু দেব আর শুভশ্রীর জুটি আবার জেনেশুনে সাত নম্বর ছবিতে পা দেওয়ার আগেই রাজের কথায় কথা মেলাচ্ছেন দেব। উপলক্ষ্য অবশ্যই অনির্বাণ। দেব আর শুভশ্রীর আগামী ছবির খলনায়ক অনির্বাণ থাকবেন কিনা, জানা নেই, তবে রাজ আর দেব দুজনে একই জিনিস চাইছেন যখন, তখন আর একে অন্যকে সমর্থন করতে দোষ কি!

এই মিলটাই শুভশ্রীর সঙ্গে মিমির ঘটে গেছে আগেই। একে অন্যের সঙ্গে কোলাব পোস্ট ইন্সটাগ্রামে মিলিয়ন ভিউ ছাড়ায়। দুজনের বন্ধুত্বটাও চোখে পড়ে যায়। তবে রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে এতদিনে আর কোনও কাজ করেননি মিমি।

সম্প্রতি শুভশ্রী তাঁর প্রাক্তনের সঙ্গে কিছুটা 'মিটিয়ে' নেওয়ার পর, এখন টালিগঞ্জের আরেক প্রাক্তনের সঙ্গে 'কোনও অসুবিধে নেই' গোছের কথাটা হাওয়ায় ভাসিয়ে বেড়াচ্ছেন রাজ আর মিমি। শুভশ্রী আর মিমিকে নিয়ে কাজও করতে চেয়েছিলেন রাজ। তবে অন্য পরিচালকরাও তেমন ছবির কথা ভাবছেন বলে এখনই আর রাজ সেই কাজে হাত দিচ্ছেন না। সময় আর সুযোগ এবং চিত্রনাট্য ঠিকঠাক থাকলে মিমি আর শুভশ্রীকে একসঙ্গে নিয়ে ছবি করতেই পারেন রাজ। আপাতত ওই... অপেক্ষা।

অনির্বাণ নিজে কি বলেছেন?

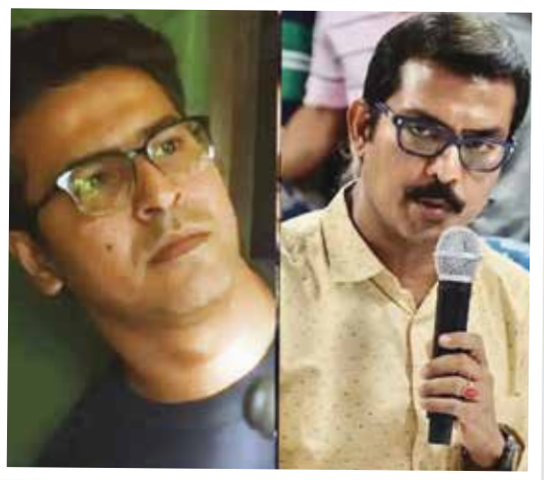

প্রশ্ন করেছেন ফেডারেশনের প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস।

প্রসঙ্গ, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর কাজ না পাওয়া। এখন তাঁর হয়ে মাঠে নেমেছেন দেব, রাজ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎরা। দেব স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে এসে বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সবার কাছে অনির্বাণের হয়ে ক্ষমা চাইছি। ছেলেটাকে শান্তিতে বাঁচতে দিন। কাজ করতে দিন।' রাজ চক্রবর্তীও দেবের মতোই অনির্বাণের হয়ে বলছেন, 'ওঁর মতো অভিনেতার অভিনয়ে ফেরা দরকার।' তিনি বলেছেন, প্রয়োজনে তিনি 'পা ধরে ক্ষমা চাইতে' রাজি। প্রসেনজিৎ বলছেন, 'অনির্বাণের মতো অভিনেতা কাজে না ফিরলে আগামী প্রজন্মকে কী উত্তর দেবে টলিউড?'

ওদিকে স্বরূপ বিশ্বাস বলেছেন, 'আমাদের বা ফেডারেশনকে সরাসরি কেউ কিছু বলেনি। অনির্বাণকে কারা সমর্থন করছে, তা মিডিয়া মারফত জানছি।' ফেডারেশন ও পরিচালক-অভিনেতাদের বিরোধ আদালত অবধি গড়িয়েছে। তার জেরেই অনির্বাণ কাজ পাচ্ছেন না, স্বরূপ তা অস্বীকারও করেননি। তিনি বলেছেন, 'বিষয়টি বিচারাধীন, বেশি কিছু বলা যাবে না।' এদিকে সোমবার তাঁদের ছবি দেশু ৭-এর জন্য অগ্রিম বুকিং শুরু করলেন দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় জুটি। এখানেই শুভশ্রী দেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের ছবিতে কি অনির্বাণ থাকছে? একটু থমকে দেবের উত্তর, 'এতটাও নিষ্পাপ নও তুমি! কাল অবধি চাইছিলাম না, আজ চাই অনির্বাণ আমাদের ছবিতে থাকুক। এতদিন কাজ নেই তার তো সংসার আছে।' শুভশ্রী বলেন, 'আমাদের গর্ব, আমাদের অনির্বাণ আছে।'

টলিউডের সবাই চাইছে, অনির্বাণ কাজে ফিরুন, কিন্তু তিনি নিজে ক্ষমা চাননি। এর শেষ কোথায়—তা আপাতত সময়ই জানে।

পিছিয়ে যাচ্ছেন বনশালি

সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবির মুক্তি পিছোচ্ছে। আগে কথা ছিল, 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' আসবে এই বছরই। কিন্তু এখন আর তা হচ্ছে না। এ ছবি আসবে সামনের বছর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে। হয় প্রজাতন্ত্র দিবস, নয়তো প্রেমদিবসের সময়।

কিন্তু এত বড় ছবিটা পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? আসলে বড় বলেই পিছোচ্ছে। এ ছবি নিয়ে একটা সুতোও বাকি রাখতে রাজি নন বনশালি। ছবিতে অ্যাকশান, বিশেষ করে শূন্যপথে অ্যাকশনের দৃশ্য অনেকখানি আছে। সেটা করতে প্রচুর সময় লাগে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ের ভিএফএক্সের কাজ না হলে এটা করা যায় না। বনশালি তাই পোস্ট প্রোডাকশনে সাংঘাতিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

মেয়ে আমাকে চড় মারতে পারে

মন্তব্যটি রানি মুখোপাধ্যায়ের। সম্প্রতি ৩০ বছর পূরণ করলেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে। তার ওপর কিছুদিন আগে তাঁর আগামী ছবি মর্দানি ৩-এর টিজার সামনে এসেছে। ফলে রানি এখন চর্চায়। এক কথোপকথনে তিনি মেয়ে আদিরা কাপুরের কথা বলেছেন। তার বয়স এখন ১০। পাপারাৎসিদের থেকে দূরেই রাখা হয়েছে তাকে। মেয়ের প্রসঙ্গে রানি বলছেন, 'ওকে আমি খুব ভয় পাই। আমি যখন মেকআপ করি, ও বলে মাম্মা, তোমাকে মায়ের মতো লাগছে না। আবার মেকআপ তুলে যখন ওর কাছে আসি, ও বলে এখন তোমাকে আমার মায়ের মতো লাগছে। আমার মেয়েই আমাকে শাসন করে। ছোটবেলায় তো মায়ের হাতে চড়ও খেয়েছি। কিন্তু এখন ওর ক্ষেত্রে সেটা করতে পারব না। তাহলে আমি চড় খেয়ে যেতে পারি।' রানির কথায়, মেয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় সমালোচক। এক সময় তাঁর বাবা রাম মুখোপাধ্যায় তাঁর সমালোচক ছিলেন, তাঁকে এখন রানি খুব মিস করেন। তাঁর জায়গাটি এখন তাঁর মেয়ে নিয়েছে। রানি বলেন, আদিরা জেন আলফা প্রজন্মের মেয়ে বলেই এতটা সচেতন তিনি।

অজয়ের প্রথম এআই ছবি

এ আই। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে লেন্স আন্ডার ভল্ট-এর ব্যানারে তৈরি হয়ছে বাল তানহাজি। ছবির ফার্স্ট লুক প্রকাশ করেছেন অজয় দেবগণ। ছবি নির্মাণের পিছনে আছেন অজয় দেবগণ স্বয়ং। অজয়ের তানহাজি: দ্য আনসাং ওয়্যারিয়র থেকেই ছবিটির পরিকল্পনা। এই কারিগরি ব্যবহার করে পুরনো ইতিহাসকে নতুন করে পর্দায় এনে ছোটদের কাছে পৌঁছে দেবার এবং শুধু সিনেমা নয়, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের জন্য বিভিন্ন স্বাদের কনটেন্টে ছবি তৈরিকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশে নির্মিত বাল তানহাজি। অজয় ও দানিশ দেবগণ এই উদ্যোগ নিয়েছেন আজকের দর্শকদের জন্য, যারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছবি দেখতে অভ্যস্ত। অজয় বলেছেন, 'এই স্টুডিও, গল্প বলার চেনা ছক ভেঙে ভিন্ন স্বাদের কাঠামো এবং প্ল্যাটফর্মের জন্য ভিন্নধর্মী বিষয়ে ছবি করেছ, যাতে বড়পর্দায় স্বাদও থাকবে। এই প্রচেষ্টায় বাল তানহাজি প্রথম পদক্ষেপ।' সম্প্রতি তানহাজির ছ-বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে অজয় এই মন্তব্য করেন। অজয়কে আগামীতে ইন্দ্র কুমার পরিচালিত ধমাল ৪ ছবিতে দেখা যাবে।

ছোট্ট তারা

মালদা শহরের মহেশমাটি রায়পাড়ার বাসিন্দা আয়াত হক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। ছবি আঁকায় পারদর্শী। একাধিক পুরস্কার পেয়েছে সে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার বালুরঘাট শহরের অদূরে ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুরের চকবাখর গ্রামে শতাব্দীপ্রাচীন চঞ্চলা কালীমাতার মন্দির চত্বরে শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রায় ২৫০ বছরের পুরোনো এই কালীমূর্তির পায়ের নীচে শিব নয়, রয়েছে সিংহ ও মাথাবিহীন অসুর। মহামায়া ও চামুণ্ডার এক রূপ এই কালীর আটটি হাত রয়েছে। দোলপূর্ণিমার পর প্রতিপদ তিথিতে এখানে পুজো হয়, যেখানে দক্ষিণ দিনাজপুর ছাড়াও বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে ভক্তরা আসেন। সোমবার তারকেশ্বরের পুরোহিতদের দ্বারা নবনির্মিত শিব মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। তার আগে রবিবার রাতে অধিবাস ও বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার সকালে স্থানীয় বধূ ও মহিলারা আত্রেয়ী নদী থেকে জল এনে মহাভিষেক করেন। শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দুপুরে প্রায় দশ হাজার ভক্তকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। এদিন গোটা মন্দির চত্বরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছিল।

রাস্তা সংস্কার

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : বছরের পর বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকার পর অবশেষে বালুরঘাট শহরের আর্য সমিতি এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কার শুরু হয়েছে। সোমবার থেকে এই কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে খানাখন্দে ভরা ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিসযাত্রী সকলকেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা বলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা দিয়ে এই সংস্কার করা হচ্ছে। এই রাস্তাটি সংস্কার হলে শুধু ওই এলাকা নয়, সম্পূর্ণ শহরবাসী উপকৃত হবেন।'

স্থানীয় বাসিন্দা বাবলি মজুমদারের কথায়, 'এই রাস্তার অবস্থা বহুদিন ধরে খুব খারাপ। সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলারকে বহুবার জানিয়েছি। অবশেষে কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তি পেলাম।' সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শিপ্রা খাঁ জানান, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : বালুরঘাট শহরের বাজার এলাকায় গ্রামীণ ধর্মীয় সংস্কৃতি তুলে ধরতে একটি ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ১১ দিনের বিশেষ ভাগবত অনুষ্ঠান। গত বুধবার মকর সংক্রান্তি তিথিতে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জেলার পাশাপাশি মালদা ও নবদ্বীপ থেকে আগত শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন এতে। এবছর অনুষ্ঠানটি ৬৯তম বছরে পদার্পণ করল। প্রথম দিন ভাগবত পাঠ ও অধিবাসের মাধ্যমে নামযজ্ঞ শুরু হয়। এবছর বিভিন্ন জেলা থেকে পাঁচটি দল অনুষ্ঠানের জন্য এসেছে। উদ্যোক্তারা জানান, দিন-রাতব্যাপী নামসংকীর্তন চলছে। সাধারণ মানুষের দানের সাহায্যে এই সনাতনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আগামী রবিবার ভোগ নিবেদন ও শীতবস্ত্র বিতরণ সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

কর্মসূচি

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ ও আইকিউএসি-এর উদ্যোগে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি সভাকক্ষে সাইবার সিকিউরিটি এবং ব্যাংক প্রতারণা বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সাইবার ক্রাইম থানার আইসি শম্ভু স্বর্ণকার, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চিফ ম্যানেজার কুমার গৌরব সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে সাইবার প্রতারণা থেকে বাঁচতে বিভিন্ন সতর্কতামূলক বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। সঙ্গে অধ্যাপকদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীরা অংশ নেন।

সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ...

এ রাজ্যে কলকাতার পরই বড় বইমেলার নাম যদি বলতে হয়, তবে সেই তালিকায় আসবেই আসবে মালদা জেলা বইমেলার নাম। সন্ধ্যার পর বইমেলা চত্বরে এক-দু'পাক ঘুরলে আর যা-ই হোক, মালদা বইমেলার 'আকার' নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। তবে প্রকাশনা সংস্থা ও বই বিক্রেতারা মেলার আয়োজকদের সঙ্গে মেলার 'সাফল্য' নিয়ে আবার একমত নন। খোঁজ নিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভিড় মোরব্বা, চপের দোকানে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : 'দাদা আমাকে হাফ কিলো মোরব্বা দিন তো...।' 'আমাকে এক কিলো লেবুর আচার...।' কেউ আচার, কেউ মোরব্বা কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। কিন্তু কার্যত মাছি তাড়াচ্ছেন প্রকাশকরা। নামীদামি প্রকাশনী সংস্থাগুলিতে কিছুটা বিক্রি হলেও পরিচিতদের ধরে ধরে নিজেদের প্রকাশিত বই বিকোতে হচ্ছে লেখকদের। মালদা বইমেলার পঞ্চম দিনে হতাশ বইপ্রেমীরা। বরং রমরমা বিক্রি ফুচকা, চপ-ঘুগনি কিংবা চায়ের দোকানে। মালদা কলেজ বইমেলা ময়দানের মাটিতে বসে পোস্টার বিক্রির দোকানেও বেশ ভিড়। রাম-সীতা, হনুমান, কালী কিংবা ফুলের ছবি বিক্রি হচ্ছে ভালোই।

এবারের মালদা বইমেলা প্রাঙ্গণে এই ছবি প্রতিদিনের। রবিবার তাও কিছুটা ভিড় হয়েছিল। একটি স্থানীয় প্রকাশনা সংস্থার স্টলে ছিল বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। সেখানেও হাতেগোনা ৪-৫ জন। আবার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ওই দোকানে কার্যত একাই বসে রয়েছেন এক লেখিকা। তাঁর নিজের বই প্রকাশ হয়েছে ওই প্রকাশনা সংস্থা থেকে। স্থানীয় প্রকাশক আদিত্য মুখোপাধ্যায় কোনও রাখঢাক না করেই বলেন, 'প্রতি বছরই বিক্রি ক্রমশ কমছে। এবার তো ভাবছি বই প্রকাশনা ছেড়ে চায়ের দোকান করব। খাবার দোকানেই বেশি ভিড়। রবিবার বইমেলায় ভিড় হলেও বিক্রিবাটা হয়নি।' আরেক বই বিক্রেতা প্রীতম বসাকের মন্তব্য, 'যে বিক্রি আশা করেছিলাম তার সিকিভাগও হয়নি।'

বইমেলায় বিক্রি দেখে হতাশ লেখক অভিজ্ঞান সেনগুপ্তের মন্তব্য, 'সপ্তাহের শেষে বইমেলায় ভিড় হয়েছে ঠিক, কিন্তু তাঁদের কতজন শেষপর্যন্ত হাতে বই নিয়ে বেরোলেন তা দেখে হতাশ। আবার তার মধ্যে ঠিক কতজন বাংলা বই কিনলেন, এই চিত্রটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। বাংলা বই কিনে পড়ার প্রবণতা কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে শিশু কিশোরদের মধ্যে, যারা আগামীদিনের পাঠক হয়ে উঠবে।' তিনি মনে করেন, যাঁরা লিখছেন, বই প্রকাশ করছেন, তাঁদের কাছে এই প্রবণতা হতাশাজনক। স্কুল স্তর থেকেই পাঠক হয়ে ওঠার শিক্ষা খুব জরুরি।

বইমেলায় এসে ফুচকার স্টলে লাইন। ছবি : অরিন্দম বাগ

- বইমেলায় রমরমা বিক্রি ফুচকা, চপ-ঘুগনি কিংবা চায়ের দোকানে
- মাটিতে বসে পোস্টার বিক্রির দোকানেও বেশ ভিড়। রাম-সীতা, হনুমান, কালী কিংবা ফুলের ছবি বিক্রি হচ্ছে ভালোই
- তবে বইমেলা কমিটি বলছে, ইতিমধ্যে প্রায় এক কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে

বইমেলার ভিতরে রয়েছে কয়েকটি চায়ের দোকান। মাটির ভাঁড়ে হুহু করে সেই চা বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে কফিও। আর সেখানেই বসে আড্ডা মারছিলেন একদল মানুষ, হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে তাঁদের। কী বই কিনলেন, প্রশ্ন করতেই স্বপন চক্রবর্তী নামের এক তরুণ বলে ওঠেন, 'বই কিনিনি। তবে ঘুরে ঘুরে অনেক বই দেখেছি। শেষের দিন কিনব। ঐদিন একটু বেশি ছাড় পাওয়া যায়।' জমিয়ে নিজেদের মধ্যে আড্ডা মারছিলেন মহুয়া বিশ্বাস। প্রশ্ন করতে বললেন, 'ছেলের জন্য দুটো ইংরেজি নভেল কিনেছি। একটা হ্যারি পটার, অন্যটা জিম করবেট। আর মেয়ের জন্য কয়েকটা আলপনা আর ছবি আঁকার বই কিনেছি।' কথা বলতে বলতেই মহুয়ার সন্তানরা বায়না ধরল, চপ খেতে যাওয়ার। সন্তানদের আবদার মেটাতে চপের দোকানের দিকে রওনা দিলেন মহুয়া। সেখানে তখন ভিড়ে ঠাসা।

সামগ্রিক দৃশ্যটা এরকম হলেও আশাবাদী বইমেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ দাস। তাঁর মন্তব্য, 'মালদা বইমেলায় শেষ কয়েকদিনে বেশ ভালো বিক্রি হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আর ইতিমধ্যে প্রায় এক কোটি টাকার বিক্রি হয়েছে।'

আড্ডার টানে মাঠে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : মালদা শহরের তরুণ-তরুণীদের একটা বড় অংশকেই এখন সন্ধ্যা হলেই দেখা যাচ্ছে মালদা কলেজের মাঠে। বইমেলায়। অল্পবয়সিদের মধ্যে অনেকের কাছে পড়ন্ত শীতের বিকেল ও সন্ধ্যাজুড়ে আড্ডা দেওয়ার সবথেকে পছন্দের জায়গা এখন বইমেলা ময়দান। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দলবেঁধে তাঁরা চলে আসছেন মেলায়।

এমনই একজন নীলিমা সরকার। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে গল্পের আসর জমিয়েছিলেন নীলিমা। জানালেন, মাঝেমধ্যেই চলে আসছেন মেলায়। 'কলেজে ক্লাস করার পর প্রতিদিন বন্ধুদের সঙ্গে বইমেলায় একটু ঘুরতে আসি। বেশিরভাগ সময়ই চায়ের সঙ্গে আড্ডা চলে। মাঝেমধ্যে একটু বইয়ের দোকান ঘুরে নিই। এখনও বই কেনা হয়নি। শেষের দিনে একটু বেশি ছাড় পাওয়া যায়। সেদিনই বই কিনব।' উক্তি নীলিমার।

স্বাভাবিকভাবেই দূরপ্রান্ত থেকে বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থা ও বিক্রেতারা মালদা জেলা বইমেলায় নিজেদের পসরা নিয়ে হাজির হন। উদ্বোধনের দিন থেকেই বইমেলায় ভিড় দেখা গেলেও গত বছরের তুলনায় এখনও বই বিক্রির পরিসংখ্যান অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে বলেই দাবি করছেন বিক্রেতারা।

রবিবার ছিল ছুটির দিন। সেদিন সন্ধেয় বইমেলা প্রাঙ্গণে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে সোমবার ছবিটা একটু অন্যরকম। দুপুরে বইমেলার গেট খুলতেই ভিড় জমাল পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের এই ভিড়ের পেছনে অবশ্য অনেকটা 'কৃতিত্ব' রয়েছে বইমেলা কমিটির। কমিটির তরফে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে মেলার মাঠে চলে আসছে ছাত্রছাত্রীরা। এদিন দুপুরে বইমেলা প্রাঙ্গণে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছিলেন জয়জিৎ দত্ত। বললেন, 'ছোট থেকেই বিভিন্ন কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। গত কয়েক বছর ধরে বইমেলা কমিটির আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণ করছি। আজ আমাদের কুইজ প্রতিযোগিতা রয়েছে। এখনও প্রতিযোগিতা শুরু হয়নি। তাই বন্ধুদের সঙ্গে একটু বইয়ের স্টল ঘুরে দেখছি।'

বইমেলার মাঠে জমে উঠেছে আড্ডা। সোমবার মালদায়।

বই কিনব বলে বাবার থেকে তিনশো টাকা নিয়ে এসেছি। সমস্ত দোকান ঘুরে নিজের পছন্দের বই কিনব।

-নয়ন মজুমদার

প্রতিদিন বইমেলা প্রাঙ্গণে কয়েক হাজার মানুষের ভিড়ের কথা মানছেন বিক্রেতারাও। মালদা জেলা বইমেলায় স্টল দিয়েছেন হুগলির বাসিন্দা পিয়াল ঘোষ। তাঁর কথায়, 'বইমেলায় প্রচুর মানুষ আসছেন। বই দেখছেন। কিন্তু বই বিক্রির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় খানিকটা কম রয়েছে। যদিও গত রবিবার বেশ ভালোই বিক্রি হয়েছে। আশা করছি, শেষের দিনগুলোতে বিক্রির সংখ্যা আরও বাড়বে।'

পিয়াল ঘোষের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন আরেক বিক্রেতা প্রদীপ চন্দ্র। তিনি বলছেন, 'বইমেলাতে অনেক মানুষ আসছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই ঘুরতে আসছেন। গত বছরের তুলনায় এখনও বিক্রি অনেকটা কম রয়েছে।'

তবে পুরোটাই যে নেতিবাচক, তা নয়। আড্ডা দেওয়া, ঘুরতে আসার পাশাপাশি ময়দানে বইপ্রেমীর সংখ্যাটাও খুব একটা কম নয়। হাতে তিনশো টাকা নিয়ে একের পর এক বইয়ের দোকানে নিজের পছন্দের বই খুঁজতে দেখা গিয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াকে। নয়ন মজুমদার নামে ওই কিশোর গোয়েন্দা আর ভূতের গল্প পড়তে ভালোবাসে। বলল, 'বই কিনব বলে বাবার থেকে তিনশো টাকা নিয়ে এসেছি। সমস্ত দোকান ঘুরে নিজের পছন্দের বই কিনব।'

প্রতিযোগিতার আসর

বইমেলা কমিটির পাশাপাশি সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে প্রতিদিন পড়ুয়াদের নিয়ে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরছে পড়ুয়ারা। বসে আঁকো, কুইজ, রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুল নৃত্য, আবৃত্তি, গান পরিবেশনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ ধরে ধরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে উৎসাহীরা। সোমবার যেমন কুইজ ও নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের ক্র্যাফট নিয়ে প্রদর্শনী স্টলও রয়েছে।

বইমেলা লাইভ

ফুড জোন

বইয়ের দোকানে বিক্রি যাই হোক না কেন, খাবারের দোকানে যে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে তা বইমেলায় পা রাখতেই বোঝা যাবে। বইমেলার ভেতরে যেমন বিক্রেতারা চা, পাঁপড়, বনকুল, ঝালমুড়ি নিয়ে বসেছেন। তেমনই বইমেলার বাইরে একাধিক খাবারের দোকান বসেছে। কেক, পেস্ট্রি, এগরোল, ফুচকা, বড়াপাও কি নেই? খাদ্যরসিকরা ভিড় করছেন সেখানে।

বিকেলের ব্যালকনি

বইমেলায় যুবসমাজকে বেশি আকর্ষণ করছে বিকেলের ব্যালকনি। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে সেই মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। গান, আবৃত্তি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলেও প্রতিদিনের চমক থাকছে নানা বিষয়ের ওপর টক শো। গত রবিবার এআই নিয়ে বিতর্ক সভা বইমেলার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। সোমবার ছিল ফলোয়ার ছাড়া সাহিত্য নিয়ে চর্চা বিষয়ক আলোচনা ও টক শো। আর মঙ্গলবার বিকেলের ব্যালকনি মঞ্চে চর্চার বিষয় হল পালকির গান থেকে হুলিগানইজম। বিশেষ করে অল্পবয়সিদের আকর্ষণ করছে এই মঞ্চ।

রেলগেটের যানজটে ভোগান্তি

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি ক্রমশ সংকটজনক হওয়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিজনরা দেরি না করে অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীকে নিয়ে রায়গঞ্জের উদ্দেশে রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু, বিবেকানন্দ মোড়ের রেলগেটটি দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকায় যানজটের মাঝে দাঁড়িয়ে যায় অ্যাম্বুল্যান্সটি। অপেক্ষারত রোগীর পরিজনদের আক্ষেপ, 'নেতা-মন্ত্রীর পরিবারের কেউ এই জটে আটকে মৃত্যু না হলে হয়তো কালিয়াগঞ্জে আন্ডারপাস তৈরি হবে না।'

শহরের দুটো রেলগেটের মধ্যে রেলস্টেশন সংলগ্ন বিবেকানন্দ মোড়েরটি কালিয়াগঞ্জবাসীর কাছে কার্যত বিভীষিকা। ট্রেন আসার প্রায় দশ মিনিট আগে রেলগেট পড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এমন ঘটনা দিনে অন্তত সাত-আটবার ঘটে। প্রতিক্ষেত্রেই রাজ্য সড়কের ওপর তীব্র যানজট দেখা যায়। মাঝেমধ্যেই এই যানজটে আটকে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্সও। স্থানীয় রমেন কুণ্ডুর কথায়, 'ট্রেন বাড়ছে। ফলে, দিনে-রাতে মিলিয়ে বেশ কয়েকদফা এই রেলগেট বন্ধ থাকে। স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলগেটের দরুন ট্রেন ছেড়ে কিছুটা দূরে না যাওয়া অবধি রেলগেট খোলে না। চরম অসুবিধার সৃষ্টি হয়।'

অথচ এতকিছুর পরেও এই বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই রাজনৈতিক নেতা সহ জনপ্রতিনিধিদের। এবিষয়ে রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের কথায়, 'সুকান্ত মোড় এলাকার রেলগেট এলাকায় ফ্লাইওভারের জন্য আবেদন করা আছে। কিন্তু, বিবেকানন্দ মোড় এলাকার রেলগেটের সমস্যা থাকলেও সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই এলাকায় আন্ডারপাস তৈরি করাও মুশকিলের।' অন্যদিকে, নগরের এই প্রধান সমস্যা থেকে রেহাই পেতে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু সাংসদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিবেকানন্দ মোড় সংলগ্ন এই রেলগেট একসময়ের ডালখোলা রেলগেটের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়।'

সরস্বতীপুজোয় ট্রেন্ড 'কিউট' প্রতিমা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : ফোলা গাল, গোল মুখ, বড় বড় চোখ। সেইসঙ্গে রয়েছে আবার জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র ডোনাল্ড ডাকও। হঠাৎ দেখলে একটু অবাক হতে হয়। অবশ্য সেইসঙ্গে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভালোলাগাও কাজ করে। বালুরঘাটে এবছর সরস্বতীপুজোর মণ্ডপে চোখে পড়বে এমনই এক নতুন ট্রেন্ড 'কিউট সরস্বতী'। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাচ্ছে বাগদেবীর প্রতিমার চেনা রূপ। সাবেকি অভিব্যক্তির বদলে এবার সরস্বতী হয়ে উঠছেন আরও শিশুসুলভ, শিশুদের প্রিয় কার্টুনের মতো। এই 'কিউট সরস্বতী'তেই এবার বাগদেবীর আরাধনায় ভাসতে চলেছে বালুরঘাট শহর ও সংলগ্ন এলাকার একাধিক পুজোমণ্ডপ।

আসলে সরস্বতীপুজো মানেই কচিকাঁচাদের উচ্ছ্বাস। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ, নতুন ক্লাসে উঠেছে পড়ুয়ারা। পড়াশোনার চাপ আপাতত নেই, তাই এখন আনন্দ আর পুজোর মেজাজ সকলের মধ্যে। এই আবহেই পাড়ায় পাড়ায় বেড়েছে সরস্বতীপুজোর সংখ্যা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় তুলনামূলক বড় আকারেই পুজোর আয়োজন হচ্ছে। আর উদ্যোক্তাদের বড় অংশই অল্পবয়সি। তাদের ভাবনাতেই এসেছে এই নতুন ধরনের প্রতিমা। ফলে বালুরঘাটের কুমোরটুলিতে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে।

বালুরঘাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মৃৎশিল্পী উজ্জ্বল পাল তৈরি করছেন ৫ ফুট উচ্চতার 'কিউট' সরস্বতী প্রতিমা। তাঁর কথায়, 'এই প্রতিমাটি শহরের উত্তমাশাপাড়া এলাকার একটি পুজোমণ্ডপে যাবে। এছাড়াও শিশুদের মুখের আদলে তৈরি আরও অনেক প্রতিমার অর্ডার এসেছে। এবছর এই ধরনের প্রতিমার চাহিদা বেশ চোখে পড়ছে।' চারজন সহযোগীর সাহায্যে প্রতিমা গড়ার কাজ প্রায় শেষ। এখন বাকি শুধু রঙের কাজ বলে তিনি জানান। উজ্জ্বলের বিশ্বাস, কার্টুনের আদলে তৈরি এই প্রতিমাগুলি শিশুদের মন জয় করে নেবে।

সরস্বতী প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে।

চকভৃগুর মৃৎশিল্পী উত্তম পাল তৈরি করছেন ১২ ফুট উচ্চতার এক বিশাল সরস্বতী। এই প্রতিমা যাবে তপন ব্লকের চ্যাচরা গ্রামে। মাটি মাখা হাতেই তিনি বলেন, 'উদ্যোক্তাদের ইচ্ছেতেই এমন প্রতিমা তৈরি করছি। ছবি দেখিয়ে দিয়েছিল। সেই অনুযায়ী আমার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ঊর্মি পালের সাহায্যে প্রতিমাটি গড়েছি।' তাঁর কাছে ছোট সরস্বতীর মোট দশটি বরাত এসেছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিমা যাচ্ছে বাড়ির পুজোতেও। সাত ফুট উচ্চতার একটি প্রতিমা পূজিত হবে বালুরঘাট কলেজের বয়েজ হস্টেলে।

উদ্যোক্তা রাহুল দাস বলেন, ''এবার পুজোয় নতুন কিছু করতে চেয়েছিলাম। ছোটদের কথা ভেবেই 'কিউট সরস্বতীর' ভাবনা। কার্টুনের মতো প্রতিমা দেখলে ওরা বেশি আনন্দ পাবে।'' আরেক উদ্যোক্তা সায়ন সরকার বলেন, 'আমাদের পাড়ার অধিকাংশ তরুণ। তাই একটু আধুনিক ছোঁয়া রাখা হয়েছে। খুদেদের মুখে হাসি দেখাই আসল সার্থকতা।' সবমিলিয়ে বালুরঘাটে এ বছর সরস্বতীপুজোতে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে তৈরি 'কিউট সরস্বতী' আলাদা মাত্রা যোগ করতে চলেছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

কেচাপ যখন ওষুধ

আজকের দিনে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা পকোড়ার সঙ্গে টমেটো কেচাপ অপরিহার্য। কিন্তু ১৮৩০-এর দশকে এই কেচাপ বিক্রি হত ওষুধ হিসেবে! উস্টর জন কুক বেনেট দাবি করেছিলেন যে টমেটো বদহজম এবং ডায়রিয়া সারাতে পারে। তিনি টমেটোর নির্যাস দিয়ে 'টমেটো পিল' তৈরি করে বিক্রি করতেন। মানুষ তখন দিব্যি ওষুধের মতো কেচাপ খেত। পরে অবশ্য জানা যায় এটি কোনও ওষুধ নয়। তবে সুস্বাদু হওয়ার কারণে এটি খাবারের টেবিল থেকে আর সরেনি। ওষুধের বোতল থেকে সসের বোতল—কেচাপের এই বিবর্তন বেশ মজাদার।

ছোট্ট যুদ্ধ

ইতিহাসের সবচেয়ে ছোট যুদ্ধটি স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ৩৮ মিনিট! ১৮৯৬ সালে জাঞ্জিবার এবং ব্রিটেনের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। জাঞ্জিবারের সুলতান মারা যাওয়ার পর তাঁর ভাই জোর করে ক্ষমতা দখল করেন, যা ব্রিটিশরা মেনে নেয়নি। ব্রিটিশ নৌবাহিনী আল্টিমেটাম দেয় এবং সময় শেষ হওয়ামাত্র রাজপ্রাসাদে গোলাবর্ষণ শুরু করে। মাত্র ৩৮ মিনিটেই জাঞ্জিবারের বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের ৫০০ জন হতাহত হয়। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই শেষ হওয়া এই যুদ্ধ গিনেস বুকে জায়গা করে নিয়েছে।

পুতুল বেশি

জাপানের নাগোরো গ্রামটি দূর থেকে দেখলে মনে হবে জনাকীর্ণ, কিন্তু কাছে গেলেই চমকে উঠবেন। গ্রামের খেতে, নদীর ধারে বা স্কুলের ক্লাসরুমে বসে আছে শত শত মানুষ—কিন্তু তারা কেউ রক্তমাংসের নয়, সবাই কাপড়ের পুতুল! গ্রামের বাসিন্দা সুকিমি আয়ানো একাকিত্ব কাটাতে গ্রামের মৃত বা চলে যাওয়া মানুষদের আদলে এই পুতুলগুলো তৈরি করেন। বর্তমানে এই গ্রামে মাত্র ৩০ জন মানুষ থাকলেও পুতুলের সংখ্যা ৩৫০-এর বেশি। 'ভ্যালি অফ ডলস' নামে পরিচিত এই গ্রামটি পর্যটকদের কাছে একই সঙ্গে ভূতুড়ে এবং আবেগময়।

নদীতে ব্লাড গ্রুপ

রক্তের গ্রুপ সাধারণত মানুষের হয়, কিন্তু নদীর জলের ব্লাড গ্রুপ? শুনতে অদ্ভুত লাগলেও গুজরাটের সবরমতী নদীর জলের নমুনা পরীক্ষা করতে গিয়ে এমনই এক কাণ্ড ঘটেছিল। ২০১২ সালে একদল বিজ্ঞানী নদীর জল দূষণ পরীক্ষা করার সময় দেখেন, জলে এত বেশি পরিমাণে ই-কোলাই ব্যাকটিরিয়া এবং মানুষের বর্জ্য মিশেছে যে, তার ডিএনএ প্যাটার্ন মানুষের রক্তের মতো আচরণ করছে! যদিও এটি সরাসরি 'ব্লাড গ্রুপ' নয়, তবে জলের এই জৈবিক পরিবর্তন পরিবেশ বিজ্ঞানীদের আতঙ্কিত করে দিয়েছিল। দূষণ কোন পর্যায়ে পৌঁছোলে নদী মানুষের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তা ভাববার বিষয়।

প্রশাসন উদাসীন, চাঁদা তুলে সাঁকো তৈরি গ্রামবাসীর
গোতিতে বর্ষায় স্কুল যাওয়া বন্ধ

মহম্মদ আশরাফুল হক

পিতানুর নদী পার হতে ভোগান্তির শেষ নেই।

গোয়ালপোখর, ১৯ জানুয়ারি : উদ্দেশ্য ছিল, সেতু নির্মাণ হবে পিতানুর ওপর। যদিও, শুধুমাত্র দুটো পিলার আর তার মাঝের অংশে কংক্রিটের ছাদটুকু হয়েছে। গ্রামবাসীদের কেউ বলছেন, দশ বছর আগে অর্ধনির্মিত অবস্থায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে কাজ। কারও দাবি, তারও বেশি সময় ধরে এমন অবস্থা। ছবিটা উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর-১ ব্লকের গোতি গ্রাম পঞ্চায়েতের।

নদীর ওপারে গোতি গ্রামে অবস্থিত গোতি হাইস্কুল। সেদিকেই রয়েছে বাজার। ওই পথে পড়ে গোয়াগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, লোধন গ্রামীণ হাসপাতাল। এপারে আঙ্গুরভাসা বনবাড়ি, বোচাগাড়ি, আদিবাসীপাড়া, সেলিয়ার মতো গ্রামগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের একমাত্র উপায় ওই নদী পেরোনো। নয়তো, ঘুরপথে প্রায় ১০ কিলোমিটার যেতে হবে।

বছরের অন্য সময় পিতানুর খাতে নেমে হেঁটে ওপাড়ে যান হাইস্কুলের পড়ুয়া সহ এলাকাবাসী। যখন হাঁটুজল থাকে, তখন গুটিয়ে নিতে হয় প্যান্ট। কাঁধে তুলে নিতে হয় সবুজ সাথীর সাইকেলটি। এভাবেই কেটে গিয়েছে মাসের পর মাস। দুভোগ বাড়ে, যখন বর্ষা আসে। ওই ক'টা মাস স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিতে হয় অনেককে। দশম শ্রেণির পড়ুয়া তনুশ্রী সিংহ, প্রশাসনের নানা মহলের দরজায় কড়া নেড়েও লাভ হয়নি। তাই গত বর্ষার পর আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ নিজেরাই উদ্যোগী হন। প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে পিলারের ওপর সাঁকো তৈরি করেছেন। আপাতত তার ওপর দিয়েই পারাপার চলছে। আগামী বর্ষায় সেটির অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

কথা হচ্ছিল গোতি হাইস্কুলের আফরোজা খাতুন ও মালতী হেমব্রমের সঙ্গে। ওদের কেউ আঙ্গুরভাসা বনবাড়ির বাসিন্দা। কারও বাড়ি সেলিয়া কিংবা আদিবাসীপাড়ায়। সমস্যা দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, প্রশাসন সবকিছু জেনেও উদাসীন। অসহায় পড়ুয়াদের প্রশ্ন, সেতু তৈরি হওয়া ভীষণ জরুরি। বর্ষাকালে স্কুলে যেতে পারি না। এখন তো আমরা ক্লাস টেনে পড়ি। সামনে মাধ্যমিক। কী করব এবার, ভাবলেই ভয় লাগে। এই জনপদের অধিকাংশ পড়ুয়াই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। অথচ, স্বপ্ন দেখার সাহস বুকে নিয়ে তাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে বেহাল পরিকাঠামোর সঙ্গে।

গোতি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বীণা দাস জানালেন, এই সমস্যা তাঁদের জানা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরেও নাকি আনা হয়েছে। গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও কৌশিক মল্লিকের বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করতে প্রশাসনের পরিকল্পনা রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে।' প্রশ্ন ওঠে, এই 'খুব তাড়াতাড়ি'র অপেক্ষা শেষ হতে আর কতদিন ভোগান্তি সইতে হবে স্থানীয়দের।

> সন্তানরা যাতে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থাই যদি এমন হয়, তবে কী করব বলুন।
> -মহসিন আলি

ছাত্রছাত্রীরা নড়বড়ে সাঁকোর ওপর দিয়েই স্কুলে যাওয়া-আসা করছে এখন। এপাড়ের গ্রামগুলো থেকে কৃষকরা নিজের উৎপাদিত ফসল নিয়ে যাচ্ছেন হাটে। বাজারে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় মহসিন আলি একজন অভিভাবক। বলছিলেন, 'ছোটবেলায় পরিবারের আর্থিক অভাবে আমাদের পড়াশোনার সুযোগ হয়নি। কিন্তু সন্তানরা যাতে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থাই যদি এমন হয়, তবে কী করব বলুন। সরকারি স্কুল অনেকটা দূরে। আশপাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা ওখানেই পড়তে যায়।' গোতি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রঞ্জিত দাস বললেন, 'এই কারণে বহু ছাত্রছাত্রী অনিয়মিত স্কুলে আসে। তবে, নির্দিষ্টভাবে আঙ্গুরভাসা বনবাড়ির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা হচ্ছে কি না, জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

সাঁকোর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তাই বাবা-মায়েরা ঝুঁকি নিতে চান না। কেউ হাত ধরে, কেউবা কোলে তুলে নিয়ে সাঁকো পার করিয়ে দেন। আবার, স্কুল ছুটির পর নিয়ে আসেন। সুনীতা হেমব্রম নামে এক অভিভাবকের আক্ষেপ, 'একবার সাঁকো থেকে পড়ে গেলে কী হবে, ভাবতে পারছেন? অথচ, সরকারি তরফে কোনও হেলদোল নেই।' নরেশচন্দ্র সিংহের দাবি, 'পাঁচ-সাতটি গ্রামের লোক মিলে চাঁদা তুলেছি। দেড় লক্ষ টাকার মতো উঠেছিল। সাধারণ গরিব মানুষের অর্থ দিয়েই সাঁকোটি তৈরি করা হল। এটা তো স্থায়ী সমাধান নয়। সেতু বা কালভার্ট না হলে হয়তো অনেককে লেখাপড়া মাঝপথে ছাড়তে হবে।' তাঁর মতে, জীবনযাত্রা সহজ হলে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ আরও বাড়ত।

ধৃত বাংলাদেশি

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : ভারতে অনুপ্রবেশে গ্রেপ্তার বাংলাদেশের জোড়া বাসিন্দা। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ এলাকার। ধৃতদের নাম বাবু শেখ ও সুমন শেখ। সোমবার গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের। ওই দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সীমান্ত টপকে ভারতে প্রবেশের সময় পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হয়। জেরার মুখে তাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায়। ধৃতরা কী উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রকাশে নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

আমরা এমন দেশে বাস করি না, যেখানে বাল্যবিবাহের বাস্তবতা নেই।' শুনানিতে তৃণমূলের আইনজীবী কপিল সিবাল অভিযোগ করেন, 'গঙ্গোপাধ্যায় বা দত্ত, এই ধরনের পদবির বানানে সামান্য হেরফের হলেও নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। ১,৯০০ শুনানিকেন্দ্রের বদলে মাত্র ৩০০টি কেন্দ্রে ডেকে ভোটারদের ওপর প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।' তৃণমূলের দাবি ছিল, শুনানিতে বিভিন্ন দলের বিএলএ-দের উপস্থিত থাকতে দেওয়া হোক। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সেই দাবিতে সায় দেয়নি।

সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ভোটাররা চাইলে সঙ্গে কাউকে শুনানিকেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি বিএলএ হলেও আপত্তি নেই। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করার ছাড়পত্রও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ভোটাররা কোনও নথি জমা দিলে লিখিতভাবে প্রাপ্তিস্বীকার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ওই নির্দেশে। বিচারপতিরা জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কমিশনকে বুঝতে হবে। ৬ সপ্তাহ পর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে। এই নির্দেশে রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। বিজেপির প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক হুংকার দিয়েছেন, 'বিজেপির এসআইআর গেম ওভার। এক কোটি নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র রুখে দিল সুপ্রিম কোর্ট।' তাঁর যুক্তি, স্বচ্ছতা বজায় রাখার যে দাবি তৃণমূল প্রথম থেকে করছিল, আদালত তাতে সিলমোহর দিল।

মৌসমই 'মুখ'

প্রথম পাতার পর

খালতিপুর রেল ওভারব্রিজের কাজও আটকে রয়েছে রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের কর্ণটিবর জন্য। ইশা বলেন, 'আমরা এনিয়েও আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছি। এছাড়া ভাঙন প্রতিরোধের কাজে অনীহা দুই সরকারের, পরিযায়ী ইস্যু, নয়া ওয়াকফ আইন সহ একাধিক ইস্যু রয়েছে আমাদের। আমি এবং মৌসম দুজনেই প্রতিটি আন্দোলন ও বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত থাকব।'

এদিকে, জেলাজুড়ে কংগ্রেসের আন্দোলন কর্মসূচিতে মৌসমের উপস্থিতি কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। ইংরেজবাজার টাউন কংগ্রেস সভাপতি নুর ইসলাম মহলদার জানান, 'বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মৌসম থাকবেন জেনে আমরা ভীষণ খুশি। ইশা ও মৌসম সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলে কংগ্রেস পুরোনো জায়গা ফিরে পাবে।'

মানিকচকের মথুরাপুরে পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ থমকে। এই ইস্যুতে আগামী ২৯ তারিখ মথুরাপুরে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হবে। মৌসম সেখানে উপস্থিত থাকবেন জানতে পেরে মানিকচক ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান উচ্ছ্বসিত। একাধিকবার দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে মৌসমকে নিয়ে কর্মসূচিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন হরিশ্চন্দ্রপুর কংগ্রেস নেতা জিয়াউর রহমানও।

কাঁটাতার পার

প্রথম পাতার পর

বিএসএফ, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ওই ছায়াগুলির পেছনে ছুটে বেড়ায়। কখনও ধরতে পারে, কখনও ব্যর্থ হয়। যেমন গত ১৮ ডিসেম্বর প্রায় ছয় লক্ষ টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল হিলি থেকে। তার আগে গত ২৪ নভেম্বর তপনের হারদিঘি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৪০-৫০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিল তপন থানার পুলিশ। ওইদিনই বালুরঘাটের একটি বাসের দোকানে হানা দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছিল বালুরঘাট থানার পুলিশ। পাশাপাশি হিলি সীমান্তের একটি বাড়িতে হানা দিয়েও মিলেছিল কয়েক লক্ষ টাকার ইয়াবা। এরপর বালুরঘাটের হিলি মোড় এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল কয়েক লক্ষ টাকার মাদক ও সিরিঞ্জ। হিলির ত্রিমোহিনী এলাকা থেকেও উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ১০০ সিরিঞ্জ। সেই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল।

কাফ সিরাপ থেকে ব্যথার ওষুধ, ইয়াবা থেকে মদ, এই কায়দাতেই পাচার হয়ে চলেছে সীমান্তে। আর তাতে নানা ভাবে শুড় কিন্তু খুব মিষ্টি। এক পেটি মানে ১০০ বোতল কাফ সিরাপ কাঁটাতারের ওপারে পাঠিয়ে দিতে পারলেই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা কামাই হয়ে যায়। আবার একমুঠো ট্যাবলেট, তা সে ব্যথানাশক ট্যাবলেট হোক বা ইয়াবা, ওপারে পার করে দিতে পারলেই হাজার টাকা কামাই।

এই ছোরাছুড়ির কায়দায় পাচারে কদর বাড়ে ভালো খেলোয়াড়দের। সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতে ভলিবল খেলার প্রচলন রয়েছে। শুধুমাত্র চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেই ১০ থেকে ১২টি ভলিবলের টিম রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই খেপ খেলতে বাইরেও যায়। আর পাচারকারীরা এদের মধ্যে থেকেই বেছে বেছে তরুণদের টার্গেট করে। হাতে ৫০০-৭০০ টাকা গুঁজে দিয়ে পাচারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামিয়ে দেয়। চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পঞ্চায়েত সদস্য আক্ষেপ করে বললেন, 'গ্রামের মাঠে যারা খুব ভালো খেলে, তাদেরকেই টার্গেট করছে পাচারকারীরা। তাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে, এই কাজগুলি করিয়ে নিচ্ছে। যারা মূলমাথা তারা ধরা পড়ছে না, সাদাসিধে মানুষগুলি ধরা পড়ছে।' যেমন মাস কয়েক আগে এমনই এক ভলিবল প্লেয়ার, বছর বিশের এক আদিবাসী তরুণ পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়েছিল।

এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে... সোমবার গাজোলের রাস্তায়। -পঙ্কজ ঘোষ

বাঘ দেখার লোক নেই

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : মাঘের শীতে বাঘ দেখায় মজা আছে! আছে বাঘ, কিন্তু বাঘ দেখার লোক এবার আর নেই। হতাশ পর্যটন মহল।

২০২১ ও ২০২৩ সালে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘের ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়তেই ঢল নেমেছিল পর্যটকদের। বক্সা পাহাড় থেকে জয়ন্তী, বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ভিড় উপচে পড়েছিল। জঙ্গল সাফারিতে মূলত বাঘ দেখতেই অধিকাংশ পর্যটক ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু খবর সামনে এলেও গত বছরগুলির সঙ্গে এবছরের হিসেব মিলছে না। উল্লেখযোগ্য ভিড় নেই পর্যটকদের। জঙ্গল সাফারিতে কড়াকড়ি থাকায় তার প্রভাবও পড়ছে। সাফারি করার আগ্রহ পর্যটকরা হারাচ্ছেন বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট টুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'এবছর বাঘের ছবি প্রকাশ্যে এলেও পর্যটকদের তেমন ভিড় দেখা যাচ্ছে না। জানুয়ারি মাসে সাধারণত যেমন পর্যটক আসেন, তেমনই আসছেন। বাঘের খোঁজ নিতে পর্যটকদের ফোনও তেমন আসছে না।' কেবল জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে বুকিং রয়েছে কিছুটা।

আত্মসমর্পণ করতে

প্রথম পাতার পর

সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আর সময় নেই, এবার আত্মসমর্পণ করতেই হবে। তাঁর আইনজীবী আত্মসমর্পণের জন্য ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। সেই আবেদনও খারিজ করে দেয় আদালত।

তবে আত্মসমর্পণের পর তিনি জামিনের আবেদন করতে পারবেন বলে আদালত জানিয়েছে। একইসঙ্গে পুলিশকেও তদন্তের প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেপাজতে চেয়ে নিম্ন আদালতে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে আদালতে জানানো হয়, গোটা ঘটনা সম্পর্কিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজ তদন্তকারীদের হাতে রয়েছে। সেই কারণে অভিযুক্ত প্রশান্তকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করা অত্যন্ত জরুরি। যথাযথ তদন্তের স্বার্থেই পুলিশি হেপাজত প্রয়োজন বলে দাবি করে রাজ্য।

যাঁকে অপহরণ ও খুনে অভিযুক্ত ওই বিডিও, তিনি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে কর্মরত ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ গত ২২ ডিসেম্বর তাঁর জামিন খারিজ করার দিন থেকে তিনি নিখোঁজ। অফিসে আর যাননি। তবে ছুটি নিয়েছেন কি না, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে জলপাইগুড়ি প্রশাসন। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলার বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগে তাঁকে মাঝেমধ্যে দেখা যেত। উধাও হওয়ার পর সেই আস্তানাগুলিতেও আর তাঁর খোঁজ মেলেনি।

হাইকোর্ট তাঁকে আত্মসমর্পণ করার জন্য তিনদিন সময় দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা না মেনে তিনি গা-ঢাকা দেন। পরে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান। স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যার ওই হত্যাকাণ্ডে ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তখনই তদন্তে মূল অভিযুক্ত হিসাবে রাজগঞ্জের বিডিও-র নাম উঠে আসে। অভিযোগ, নীল বাতি লাগানো সরকারি গাড়ি নিয়ে তিনি স্বপনকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যান। ওই গাড়িতেই নিহতের দেহ পাচার হয়।

পূর্বপরিকল্পিত অশান্তি : পুলিশ

পরাগ মজুমদার

বেলডাঙ্গা, ১৯ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডে কর্মরত মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখকে খুনের অভিযোগে শুক্র ও শনিবার পরপর দু'দিন দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় বেলডাঙা। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অশান্তিতে 'মূলচক্রী' হিসাবে মিমের জেলা সভাপতি মতিউর রহমানের নাম উঠে এসেছে। শনিবার রাতে বড়ুয়া মোড় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মতিউরের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, মারধর, অশান্তিতে উসকানির মতো নানা ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। তিনি ছাড়াও এক কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। যদিও মিমের দাবি, মতিউরের সঙ্গে এসব আর তাঁদের বিন্দুমাত্র 'সম্পর্ক' নেই। কংগ্রেসের বক্তব্য, তাঁদের দলের কোনও নেতা অশান্তিতে জড়িত থাকতেই পারেন না। অন্যদিকে, গোটা ঘটনায় বিজেপিকে দায়ী করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার সানি রাজ স্পষ্ট জানিয়েছেন, শুক্রবারের বিক্ষোভ উদ্দেশ্যে জনতার আবেগের বহিঃপ্রকাশ হলেও, শনিবারের অশান্তি ছিল পূর্বপরিকল্পিত। ওইদিন রেলের সিগন্যাল থেকে শুরু করে যাত্রীবাস ও হোটেলেও হামলা চালাতে দেখা যায় কয়েকজনকে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে মতিউর ছাড়াও টফি মোল্লা, মিলন শেখ, রিয়াজুল হক, নজিবুর রহমান, আনোয়ার শেখ, ফজলুর রহমান সহ মোট ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতদের বহরমপুর আদালতে তোলা হলে মতিউর, টফি, ফজলুর সহ ৯ জনকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে ও বাকিদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ধৃতদের মধ্যে টফি এলাকায় কংগ্রেস কর্মী হিসাবে পরিচিত হলেও তাঁর সঙ্গে তৃণমূলের সাংসদের বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরেরও একাধিক ছবি সামাজিক মাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। দু'দিনে অশান্তিতেই কর্মরত

বেলডাঙ্গার ঘটনায় ধৃত মোট ৩১

সাংবাদিকদের নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। সেক্ষেত্রেও মতিউরের 'ভূমিকা' রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। রবিবার বেলডাঙার মধ্যমপুর এলাকা থেকে ফজলুরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মিমের জেলা সম্পাদক আসাদুল শেখ বলেন, 'মতিউর রহমান একসময় মিমের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, এখন আর যুক্ত নন। আগেই তিনি দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন।'

বেলডাঙার তৃণমূলের বিধায়ক হাসানুজ্জামান বলেন, 'বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে নির্মমভাবে খুন হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে মানুষ পথে নেমেছিল। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই। আর এই অশান্তিতে বিজেপির নেতা-কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে উসকানি দিয়েছে।' জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাসের কথায়, 'কংগ্রেসের কোনও লোক এমন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নেই। বরং আমাদের নেতা অধীর চৌধুরী ঘটনাস্থলে গিয়ে মানুষজনকে শান্ত হওয়ার বার্তা দেন।'

বিজেপির প্রার্থীকেই

প্রথম পাতার পর

সেটার কোনও স্পষ্ট জবাব কিন্তু মিলছে না। যাদপুল শিবিরের অন্দরমহলের খবর, মতিবুর নাকি শীঘ্রই তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। আর বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার দাবি, একুশের ভোটের পর দলের প্রাথমিক সদস্যপদ আর নেননি মতিবুর। আর কয়েকমাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে। তার আগে হরিশ্চন্দ্রপুরে শাসকদলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মোটেই স্বস্তি দিচ্ছে না নেতৃত্বকে।

বেশ কয়েক মাস ধরে এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচি করে বেড়াচ্ছেন প্রাক্তন বিজেপি প্রার্থী মতিবুর। যদিও সেসব কর্মসূচিতে কোনও দলের ব্যানার বা পতাকা থাকছে না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলাকায় বিভিন্ন খেলা, মেলা ও জলসাতে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। আর সেখানে তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে এলাকায় তজমুল হোসেনের বিরোধী বলে পরিচিত দলের জনপ্রতিনিধি এবং দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রীদের। কার্যত তাঁদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিভিন্ন খেলা, মেলা ও জলসার উদ্বোধন থেকে পোস্টার বিলি কোনও শুরু করে ধর্মীয় জলসা উপভোগ করছেন শাসকদলের নেতারা। তাই এলাকায় গুঞ্জন, তাহলে কি এবার তজমুলকে ছেড়ে মতিবুরের দিকেই ঝুঁকছেন শাসকদলের নেতাদের একাংশ?

রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর গড়গড়ি মাঠে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের মঞ্চে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান কার্যত ঘোষণাই করে দেন, 'আগামীতে মতিবুরের মতো ব্যক্তিকে আমরা শাসকদলের প্রার্থী হিসেবে এলাকার বিধায়ক হিসাবে দেখতে চাই।' এদিকে, কয়েকদিন আগেই জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর সঙ্গে মতিবুরকে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দেখা গিয়েছে। শাসকদলের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাতের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও বিজেপির দাবি মতিবুর গত বিধানসভা নির্বাচনের পর আর বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। তবে তিনি অফিশিয়ালি কোনও পদত্যাগপত্র দেননি।

বিগত কয়েকমাস ধরে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে দামি গাড়ির কনভয় নিয়ে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে বিজেপির প্রাক্তন এই প্রার্থীকে। এলাকার বিভিন্ন খেলা, মেলা ও জলসাতে তাঁর দানধ্যানরাতি চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি শাসকদলের যাঁরা তজমুল বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত যেমন জেলা সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান, আরেক জেলা পরিষদ সদস্য তথা ব্লক সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন, ব্লক সহ সভাপতি তুফানুর রহমান আমিনদের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য মঞ্চে মতিবুরের সঙ্গে চেয়ার ভাগাভাগি করতেও দেখা যাচ্ছে।

ঘৃণা ছড়ানোর মরশুম

প্রথম পাতার পর

খাস রাজধানী দিল্লিতে ঘৃণাভাষণের ঘটনা ৭৬টি। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা রঘুরাজ সিং হোলির আগে বলেছিলেন, কোনও গোলমাল যাতে না হয়, সেজন্য মুসলিম পুরুষদের ত্রিপলের হিজাব পরে হোলি খেলা উচিত। তবে ঘৃণাভাষণের চ্যাম্পিয়ন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। গতবছর তিনি ৭১টি ঘৃণাভাষণ দিয়েছেন। 'লাভ জেহাদ', 'ল্যান্ড জেহাদ', 'থুক জেহাদের' মতো রকমারি ষড়যন্ত্রের কথা বলে বাজার গরম করেছেন।

তাঁর সরকার বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নামে নির্বিচারে মুসলিমদের সম্পত্তি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সে রাজ্যে কারণে-অকারণে মুসলমানদের হেনস্তা করা জলভাত। সেখানে পরিস্থিতি জানানো হয়, হিন্দুরাষ্ট্রে বেশি অধিকার হিন্দুদের। ধামির পর এই তালিকায় আছেন হিন্দু নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া। তিনি ঘৃণা ছড়িয়েছেন ৪৬ বার। বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায় ৩৫ বার।

মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নীতীশ রানে নিজেকে হিন্দুদের গব্বর ঘোষণা করে মন্তব্য করেছেন, জেহাদি, বিষধর সাপদের হিন্দুস্থান ঠাঁই হবে না। বিরোধী সাতটি রাজ্যে গত বছর ১৫৪টি ঘৃণাভাষণ রেকর্ড হয়েছে। এরমধ্যে ৪০টি ঘটনা নিয়ে কর্ণাটক রয়েছে প্রথম দশে। হেটল্যাব-এর রিপোর্ট দেখাচ্ছে, বিরোধীদেরও ঘৃণাভাষণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। বিশেষ করে বলা হয়েছে বিরোধী নেতার নানা অমৃতভাষণের কথা।

গতবছর প্রায় অর্ধেক ঘৃণা প্রচার ঘুরপাক খেয়েছে নানারকম জেহাদ নিয়ে। লাভ জেহাদ থেকে শুরু করে পপুলেশন জেহাদ, শিক্ষা জেহাদ, ড্রাগ জেহাদ, ভোট জেহাদ ইত্যাদি কি না বলা হয়েছে। আরও উদ্বেগের কথা, ঘৃণাভাষণের ২৩ শতাংশে খোলাখুলি হিংসার কথা বলা হয়েছে। এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। শুধু ভোটের সময়ে নয়, এটা রাজনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আরও বিশদে বিশ্লেষণ করে হেটল্যাব-এর রিপোর্ট জানাচ্ছে, এই ঘৃণা ছড়ানো প্রচারে সবার আগে আছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল। একাজে বিজেপি ও আরএসএস তাদের মুখ হিসেবে এই দুই সংগঠনের ওপর নির্ভর করে। তারাই তাত্ত্বিক কথাগুলো মেঠো ভাষায় ময়দানে নামায়। রামনবমীর শোভাযাত্রা থেকে পহলগামের জঙ্গি হামলার মতো ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ঘৃণাভাষণের মাত্রা ছাড়িয়েছে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গাদের নাম করে যা নয় তা তো আছেই বছরভর। ১২০টি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ২৭৬টি বক্তৃতায় মসজিদ, গির্জা গুঁড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। গত বছর বিশেষ করে টার্গেট করা হয়েছে খ্রিস্টানদের। হামলা হয়েছে গির্জায়। কেন্দ্র আগাগোড়া নীরব, মূক।

ঘৃণার বিষ ছড়ানোয় লাগাম টানতে গত বছর কর্ণাটক বিধানসভায় বিল পাশ হয়েছিল। তাতে কিছু কড়া ব্যবস্থার কথা বলা আছে। রাজ্যপালের সম্মতির অপেক্ষায় সেই বিল ঝুলে রয়েছে। প্রস্তাবিত ওই আইনে মৌখিক, প্রকাশিত কথায়, খবরের কাগজে বা টেলিভিশনে, সোশাল মিডিয়ায় যে কোনও ঘৃণাভাষণকে দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচনা করার কথা হয়েছে। তাতে হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া হোক বা না হোক। এরকারনে যে কোনও বক্তব্যকে রাজ্য মনে হলে মুহূর্তে বলতে পারবে।

এখন এই ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রের। তবে ঘৃণাভাষণ রুখতে কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও আইন নেই। যা আছে, তা নানা আইনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই আইন পাশ হলে এক থেকে সাত বছর পর্যন্ত জামিন অযোগ্য জেল হতে পারে। সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা। তেলেঙ্গানা সরকার জানিয়েছে, তারাও এমন আইন আনবে। বিজেপি জানিয়েছে, এমন কোনও আইনের প্রয়োজন নেই। আর পশ্চিমবঙ্গ?

অনুন্নয়ন, গঙ্গা কাঁটায় বিদ্ধ ঘাসফুল

প্রথম পাতার পর

ততদিনে লাভের গুড় খেতে শুরু করে বিজেপি। গঙ্গা বছর পাঁচেক ধরে জেলা তৃণমূলের প্রথম সারিতে থাকলেও কালচিনিতে নেপালি ভোটের বড় অংশ এখনও পদ্ম অনুগামী। স্বজনপোষণের অভিযোগে তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ নেপালি সম্প্রদায়েরই একাংশ। জয়গাঁ শহরের উন্নয়ন নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে। বেশিরভাগ রাস্তাঘাট এবড়োখেবড়ো। বেহাল মহাত্মা গান্ধি রোড। তবে জয়গাঁ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে গঙ্গাপ্রসাদের মহল্লা ভুলন টার্নিয়ের রাস্তাঘাট ঝাঁ চকচকে।

আছে বর্ণবৈষম্যের সমস্যাও। গঙ্গা নেপালি সমাজে ব্রাহ্মণ। কিন্তু কালচিনিতে নেপালি ভোটারদের বড় অংশ লামা সম্প্রদায়ের। অসীমকুমার লামা, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বীরেন্দ্র বরারা একসঙ্গে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছিলেন। অসীমকুমারকে পরে তৃণমূলের কালচিনির ব্লক সভাপতি করা হয়। পরে তাঁকে ছেঁটে জয়গাঁর পেমা লামাকে ব্লক সভাপতি করায় গঙ্গা-অসীম দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁকে এড়িয়ে গত বছরের ২৪ অগাস্ট বৈঠক করায় অসীমকে ব্লক সভাপতির পদ থেকে ছেঁটে ফেলা হয়। গত বছরের শেষের দিকে শেষপর্যন্ত সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো দলের জেলা কমিটির সহ সভাপতি করার সিদ্ধান্ত না হলেও আপাতত তিক্ততা হজম করে দলের কাজ করছেন অসীম। শুধু নেপালি নয়, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও গঙ্গার ওপর বিরক্ত। জয়গাঁ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৯টি আসনের ১৬টি তৃণমূলের। এঁদের ১১ জনই মুসলিম। এজন্য পঞ্চায়েতের প্রধান পদে মুসলিম কাউকে মনোনয়নের দাবি ছিল। দল রাজি না হওয়ায় তখন বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ড গড়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন মুসলিম সদস্যরা। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মুসলিম একজনকে প্রধান করে তৃণমূল। সেসময় গঙ্গাপ্রসাদের ভূমিকা নিয়ে সোচ্চার হন তৃণমূলের তৎকালীন কালচিনি ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক কবিরুল ইসলাম। পরে কবিরুলকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। কবিরুলরা কয়েকজন তখন মুসলিম জাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গড়েন। কবিরুল বলেছেন, 'দলের নেতৃত্বে মুসলিমদের ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে না। আসল কলকাঠি নাড়ছেন গঙ্গাপ্রসাদ।'

দলের আরেক পুরোনো মুসলিম কর্মীকে ব্লক কমিটি থেকে সরিয়ে জেলা কমিটিতে কম গুরুত্বের পদ দেওয়া হয়। এভাবে তাঁকে ঠুঁটো করায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে। শুধু জয়গাঁ নয়, গোটা কালচিনিতে অনুন্নয়নের চাপা ক্ষোভ আছে তৃণমূলের ওপর। হাসিমারার কেন্দ্রস্থলে হ্যামিল্টনগঞ্জ রোডে পথবাতি দীর্ঘদিন অচল। হ্যামিল্টনগঞ্জের অভিষেক সরকার বলেছেন, 'পথবাতি তো অকেজোই। রাস্তাঘাটও বেহাল। আবর্জনার দুর্গন্ধে নাজেহাল মানুষ। লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পরিষেবা মুখ থুবড়ে রয়েছে।' ২০২১ সালে বিজেপির বিশাল লামার কাছে ২৮৫৭৬ ভোটে হেরে যান তৃণমূলের পাসাং লামা হারেন, তখন বিজেপির জেলা সভাপতি ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। পরে তৃণমূলে যোগ দিয়ে তিনি তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান হন। ভোটের ফলাফল বলছে, গঙ্গা-যোগে তৃণমূলের লাভ হয়নি। ২০২১ সালে বিজেপির বিশাল লামা ৫২.৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জেতেন। তৃণমূলের পাসাং লামা ৩৮.০৬ শতাংশ ভোট পান। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে কালচিনি বিধানসভা এলাকায় বিজেপির মনোজ টিগ্গা পান ৫০.৭৩ শতাংশ ভোট, তৃণমূলের প্রকাশ চিকবড়াইক ৪২.৯১ শতাংশ। অর্থাৎ গঙ্গার যোগদানের তিন বছর পরেও কালচিনিতে তৃণমূলের ভোট বৃদ্ধি পাঁচ শতাংশেরও কম। তৃণমূলের কালচিনির কর্মীদের কথায়, ওঙ্কুষ্ট বাড়ার পেছনে গঙ্গার কৃতিত্ব নেই। দেশজুড়ে মোদি হাওয়া কিছুটা কমার প্রভাব। যাসফুলের অন্দরের চালচিত্র বলছে, মোহনের মতো দল ছাড়ার যত না ক্ষতি, কালচিনির ঘাসফুল বাগানে তার চেয়ে অনেক বড় কাঁটা গঙ্গাপ্রসাদ।

রনজি খেলতে হবে গিল-জাদেজাকে

শুভমানের টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন অশ্বীনের

ইন্দোর, ১৯ জানুয়ারি : ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের একদিনের সিরিজ শেষ। গতরাতে শেষ হয়ে যাওয়া সেই সিরিজ জিতে নিয়ে নয়া ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন ড্যারিল মিচেলরা। ভারতের মাটিতে প্রথমবার একদিনের সিরিজ জয়ের আবেগ নিয়ে সোমবার ইন্দোর থেকে নাগপুরে পৌঁছে গিয়েছেন মিচেলরা।

বুধবার থেকে নাগপুরে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। টি২০ বিশ্বকাপের আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে আসন্ন এই সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার জন্য নিশ্চিতভাবেই অগ্নিপরীক্ষা। সেই অগ্নিপরীক্ষার আগে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে কিছুই ঠিকমতো চলছে না। ঘরের মাঠে সিরিজ হার পরিচিত প্রায় রুটিন হয়ে গিয়েছে গৌতম গম্ভীরের ভারতীয় দলের। বিরাট কোহলির মায়াবী শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়াকে হারতে হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে আজ অনেকগুলি দিক সামনে এসেছে। এক, কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ব্যর্থতার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল ও রবীন্দ্র জাদেজা ঘরোয়া রনজি ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উদ্দেশ্য, আচমকা হারিয়ে যাওয়া ছন্দ খুঁজে পাওয়া। দুই, গতরাতে কোহলির শতরানের পরও হারতে হয়েছে ভারতকে। খোয়াতে হয়েছে সিরিজও। আর রাতের ইন্দোরে মাঠ ছাড়ার আগে নিউজিল্যান্ড দলের নায়ক মিচেলকে তাঁর স্বাক্ষর করা জার্সি উপহার দিয়ে গিয়েছেন বিরাট। তিন, টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমানের ব্যাটিং টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ইংল্যান্ডে শুভমান ব্যাট হাতে কেন সফল হয়েছিলেন, কেন এখন ব্যাটে রান নেই শুভমানের, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অফস্পিনার।

শুভমান তাঁর ব্যাটিংয়ের টেকনিক্যাল সমস্যা মিটিয়ে কবে রানে ফিরবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ভারত অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগও। শুভমান কিউয়িদের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজ ও কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নেই। ফলে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার জন্য তাঁর হাতে পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। তার মাঝে অশ্বীন আজ শুভমানের ব্যাটিংয়ের টেকনিক্যাল সমস্যার দিকটি তুলে ধরেছেন। ব্যাট ও প্যাডের মাঝে ফাঁক থাকছে গিলের। সঙ্গে বল খেলার সময় শুভমানের ব্যাট যখন হাওয়ায় থাকছে, তখন আচমকাই তার মুখ ঘুরে

ড্যারিল মিচেলের হাতে সই করা জার্সি তুলে দিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

যাচ্ছে। শুভমানের শেষ কয়েকটি ইনিংস পর্যালোচনা করে ভারত অধিনায়কের টেকনিক্যাল ভুল খুঁজে পেয়েছেন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আজ বলেছেন, 'ইংল্যান্ড সিরিজের সময় সফল হয়েছিল শুভমান। কারণ, সেই সিরিজে ওর ব্যাট-প্যাডে ফাঁক থাকছিল না। ব্যাট সুইংও ঠিক ছিল। সানিভাইও শুভমানের সাফল্য নিয়ে এই কথা আগে জানিয়েছিলেন।'

অশ্বীনের মনে হচ্ছে, যে কোনও কারণেই হোক না কেন, শুভমানের ব্যাটিংয়ের এই জায়গা নিয়ে ফের সমস্যা তৈরি হয়েছে। যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। অশ্বীনের কথায়, 'আধুনিক ক্রিকেটে একজন ক্রিকেটারকে সবসময় তার স্কিল, টেকনিকের উন্নতি চালিয়ে যেতে হয়। এটাই নিয়ম। শুভমানের ব্যাটিংয়ে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হয়েছে আমার। ওর ব্যাট সুইংয়ে সমস্যা হচ্ছে। ব্যাট-প্যাডের মধ্যে অনেকটা ফাঁক থাকছে। দ্রুত ওকে এই সমস্যা মেটাতে হবে। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজের সময় শুভমানের ব্যাটিংয়ে এই সমস্যা দেখিনি।' ঘরোয়া রনজি খেলে কীভাবে শুভমান তাঁর ব্যাটিংয়ের সমস্যা মেটাবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে হারের পর আসন্ন টি২০ সিরিজে সূর্যকুমার যাদবের ভারত কেমন করে, সেদিকে নজর ঘুরছে ক্রিকেটমহলের। কারণ, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজেই দলের কম্বিনেশন চূড়ান্ত করতে হবে গম্ভীরদের।

জয় অধরা বিরাট-ক্লাসিকেও

আক্ষেপ কোচ রাজকুমারের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : ৫৪ নম্বর ওডিআই সেঞ্চুরি।

তিন ফরম্যাট ধরলে ৮৫তম। শচীন তেন্ডুলকারের সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি থেকে ঠিক পনেরো ধাপ পিছনে। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে গত দুই সিরিজের স্বপ্নের ফর্ম। নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানাকে নিয়ে মরিয়া চেষ্টাতেও লক্ষ্য পূরণ হয়নি। দুরন্ত ব্যাটিং, আকর্ষণীয় শতরানের পরও ট্র্যাজিক নায়ক বিরাট কোহলি। সতীর্থদের ব্যর্থতায় 'চেজ মাস্টার'-কে থামতে হয়েছে জয় লক্ষ্যের আগে।

দলের হার। গৌতম গম্ভীর জমানায় আরও একটা হোম সিরিজ হারের যন্ত্রণার মাঝে ভারতীয় সমর্থকদের প্রাপ্তি বলতে বিরাটের সেঞ্চুরি, আরও এক ক্লাসিক ইনিংস। ছাত্রের সাফল্যের যে খুশিটাই সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলেন বিরাটের ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা। বলেছেন, 'গতকাল আরও একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলল। বুঝিয়ে দিল, কী দারুণ ফর্মে রয়েছে ও। খারাপ লাগছে শেষপর্যন্ত দলকে জেতাতে পারেনি। তবে দলকে জেতাতে যে দাপট নিয়ে খেলেছে, প্রশংসা প্রাপ্য।'

সুনীল গাভাসকারেরও আক্ষেপ সতীর্থদের ব্যর্থতা, উলটো দিক থেকে সেভাবে সাহায্য না পাওয়ায় বিরাটের দুর্দান্ত ইনিংস পূর্ণতা পেল না। ৩৩৮ রানের টার্গেটে শেষপর্যন্ত ২৯৬-তে আটকে যাওয়া। ৪১ রানে ম্যাচ ও সিরিজ হারের পর্যালোচনায় গাভাসকার দুষছেন রোহিত শর্মা, শুভমান গিলকেও। যুক্তি, জিততে হলে ভালো শুরু দরকার। কিন্তু যে প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ রোহিতরা।

সানি বলেছেন, 'উলটো দিক থেকে সাহায্য দরকার ছিল। কিন্তু বিরাট তা পায়নি। একার কাঁধে ৩৩৮ রান তাড়া কঠিন। শুরুর ব্যর্থতা গোটা সিরিজেই ভুগিয়েছে। কারণ, শুরুটা ভালো করা মানে, কাজ অর্ধেক সম্পূর্ণ। বিশেষত, বড় স্কোর তাড়া করতে নেমে। যা একেবারেই দেখা যায়নি এই সিরিজে। ফল ভুগতে হয়েছে।'

নীতীশ ৫৩ করলেও গাভাসকারের মতে, ইনিংসটাকে আরও লম্বা করা উচিত ছিল। কিংবদন্তির মতে, লোকেশের (রাহুল) উচিত ছিল ক্রিজে আরও কিছুটা সময় কাটানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া। নীতীশও তাঁর ইনিংসের সঠিক মর্যাদা দিতে পারেনি। তার পাশে বিরাটের টেম্পারামেন্টকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। সানির কথায়, কখনও হাল না ছাড়া মানসিকতাই বিরাটের 'ইউএসপি'। শেষপর্যন্ত লড়ে যাওয়া ইনিংসে সেটাই দেখিয়েছেন বিরাট।

> **উলটো দিক থেকে সাহায্য দরকার ছিল। কিন্তু বিরাট তা পায়নি। একার কাঁধে ৩৩৮ রান তাড়া কঠিন। শুরুর ব্যর্থতা গোটা সিরিজেই ভুগিয়েছে। কারণ, শুরুটা ভালো করা মানে, কাজ অর্ধেক সম্পূর্ণ। বিশেষত, বড় স্কোর তাড়া করতে নেমে। যা একেবারেই দেখা যায়নি এই সিরিজে। ফল ভুগতে হয়েছে।**
>
> -সুনীল গাভাসকার

টের পাওয়া যাচ্ছে সামির অভাব

বুমরাহর পক্ষে সব সমস্যা মেটানো অসম্ভব!

নয়াদিল্লি ১৯ জানুয়ারি : বর্তমানকে 'ধ্বংস' করে 'আগামী'র ভাবনা!

দলের চেয়ে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে অগ্রাধিকার! সমালোচনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। ঘরের মাঠে আরও এক সিরিজ হারে সেই আগুনে ঘি পড়েছে। প্রথমসারির একঝাঁক ক্রিকেটারকে ছাড়াই খেলতে নামা নিউজিল্যান্ডের কাছে ভরাডুবি বেশ কিছু প্রশ্নের মুখেও দাঁড় করিয়ে দিল গৌতম গম্ভীর অ্যান্ড কোং-কে।

বিরাট কোহলির উজ্জ্বল উপস্থিতির মাঝে চিন্তায় ফেলছে বাকিদের ব্যর্থতা। সবচেয়ে মাথাব্যথা অবশ্য বোলিং। ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে টি২০ বিশ্বকাপ। মাস ঘুরলেই ৭ ফেব্রুয়ারি রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় জুটিতে ২০২৪-এ পাওয়া ট্রফি ঘরের মাঠে ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ গম্ভীরদের সামনে। তার আগে ওডিআই সিরিজে বোলারদের ব্যর্থতা ভাবাতে বাধ্য।

অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, কুলদীপ যাদবরাও রয়েছেন টি২০ বিশ্বকাপে। বিশ্বযুদ্ধে নামার প্রাক্কালে কুলদীপদের যে পারফরমেন্স নতুন চিন্তায় ফেলছে। সেক্ষেত্রে ভরসা আবারও সেই জসপ্রীত বুমরাহ। ওডিআই সিরিজে বিশ্রামে ছিলেন। টি২০ সিরিজে ফিরবেন। তারপর বিশ্বযুদ্ধে। সবার বিশ্বাস, বুমরাহ ফিরলেই বোলিং দৈন্যতা মিটে যাবে।

আর এখানেই প্রশ্ন আকাশ চোপড়ার। দাবি, বুমরাহর পক্ষে একা সব সমস্যা মেটানো অসম্ভব। বলেছেন, 'সবাই একটা জিনিস ধরে বসে আছে, বুমরাহ ফিরলেই বোলিংয়ের চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু বুমরাহর পক্ষে সব কিছুর সমাধান করা সম্ভব নয়। গত কয়েকটা ম্যাচে পাটা পিচ ছিল। যেখানে বড় পার্টনারশিপ হয়েছে। ভারতীয় বোলিংয়ের সমস্যা তারা পার্টনারশিপ ভাঙতে পারছে না। নতুন বলেও উইকেট আসছে না। মাঝের ওভারেও একই হাল। সমাধানে বারবার স্পিন-পেস কম্বিনেশন বদলেও সুরাহা হচ্ছে না। ওডিআই বিশ্বকাপ এখনও ১৮ মাস বাকি। কিন্তু এই সমস্যাগুলির হাল যত দ্রুত খুঁজে নেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।'

হাল ফেরাতে মহম্মদ সামিকে ফেরানোর দাবিও ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। চোট সারিয়ে ফেরার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে সামি সাফল্যের মধ্যে রয়েছেন। প্রাক্তনদের মতে, বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির আরও একটা সুযোগ প্রাপ্য। সমর্থকরাও একই প্রশ্ন তুলছেন। দাবি, সামি থাকলে ড্যারিল মিচেল এভাবে বুলডোজার চালাতে পারতেন না! যুক্তি, কিউয়ি তারকাকে চারবার আউট করেছেন সামি। মিচেলের ব্যাটিং গড় যেখানে ১৬। মিচেল-আতঙ্ক থেকে যে বাঁচাতে পারতেন, সেই সামিকে রাজনীতি করে দলের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে!

চাপ বাড়ছে রোহিতের ওপর। অস্ট্রেলিয়া সফরে সাফল্যের চুড়োয় পৌঁছে গিয়েছিলেন। যদিও ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার পর নিউজিল্যান্ড-- জোড়া সিরিজে নিষ্প্রভ হিটম্যান। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার সাইমন ডুলও মনে করিয়ে দিলেন, পরের ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলার খিদে বাঁচিয়ে রাখতে ধারাবাহিকতায় জোর দিতে হবে।

ডুল বলেছেন, 'রোহিতের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। টি২০ বিশ্বকাপ হোক বা ওডিআই-- সবসময় একটা লক্ষ্য নিয়ে এগোয়। কিন্তু ২০২৭ বিশ্বকাপ অনেক বাকি। প্রশ্ন, ততদিন খিদেটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তো? প্রতিটি সিরিজ প্রতি বছরে কিন্তু আলাদা আলাদা পরীক্ষা নিয়ে হাজির হয়। তাছাড়া আইসিসি টুর্নামেন্টের লক্ষ্যে টিম গড়ে তোলার লক্ষ্যও থাকে।'

টি২০ বিশ্বকাপের আগে ওয়ার্কলোড সামলাতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে খেলানো হয়নি জসপ্রীত বুমরাহকে।

উইকেটকিপার নিয়ে সমস্যায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : সাদা বলের ক্রিকেটের ব্যর্থতা ভুলে লাল বলে ফিরতে চলেছে বাংলা। বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে আজ সকালেই কলকাতা থেকে কল্যাণী পৌঁছে গিয়েছে বাংলা দল। কল্যাণী পৌঁছানোর পর ঘণ্টা দুয়েক অনুশীলনও করেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিয়ে মহম্মদ সামিরও কল্যাণী পৌঁছে যাওয়ার কথা।

এমন অবস্থার মধ্যে আচমকাই বাংলা দলের অন্দরে টেনশনের চোরাস্রোত। সৌজন্যে দলের উইকেটকিপার ব্যাটার সুমিত নাগ। গতকাল কলকাতা ময়দানে ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচ খেলার সময় ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছেন সুমিত। জানা গিয়েছে,

সামি আজ কল্যাণীতে

তাঁর চোট বেশ গুরুতর। অন্তত দশদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। এমন অবস্থায় উইকেটকিপার নিয়ে সমস্যায় টিম বাংলা। স্কোয়াডে আপাতত উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে রয়েছেন একমাত্র সাকির হাবিব গান্ধি। একা গান্ধির উপর আস্থা রাখতে পারছে না বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। জানা গিয়েছে, সুমিতের বিকল্প হিসেবে আগামীকাল কোনও উইকেটকিপারকে কল্যাণী পাঠানো হবে। যদিও রাত পর্যন্ত সুমিতের বিকল্প উইকেটকিপারের নাম চূড়ান্ত হয়নি। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'চারদিনের ম্যাচে একজন উইকেটকিপার ব্যাটার স্কোয়াডে থাকলে সমস্যা হতে পারে। গান্ধি রয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের দলে সুমিতের বিকল্পের প্রয়োজন রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

এদিকে, আজ রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন সামি। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতায় এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিয়ে বিকেলের দিকে সামির কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে পৌঁছে যাওয়ার কথা। দলের অন্দরে নতুনভাবে কোনও চোটআঘাত না হলে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়েই মাঠে নামার কথা বাংলা দলের। কল্যাণীর মাঠের বাইশ গজের পিচে ঘাস রয়েছে। ফলে তিন না চার পেসার খেলানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনও নিয়ে উঠতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

৩ ম্যাচে ৩৫২ রান করে ভারতে প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের ওডিআই সিরিজ জয়ের রাস্তা গড়ে দেন ড্যারিল মিচেল।

'অতীতের শিক্ষা কাজে লাগিয়েছি'

সিরিজ জিতে মিচেলের গলায় মাহি ব্রিগেড!

ইন্দোর, ১৯ জানুয়ারি : জোড়া শতরান সহ সিরিজে ৩৫২। তিন ম্যাচে নামের পাশে ৮৪, অপরাজিত ১৩১ ও ১৩৭! ড্যারিল মিচেলের রূপকথার যে ব্যাটিংয়ের সামনে আবারও নিউজিল্যান্ড-প্রাচীরে ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া। ভারতের মাটিতে দলকে আরও একটা সিরিজ উপহার দিয়ে নায়ক স্বভাবতই মিচেল। বিরাট কোহলিকে টেক্কা দিয়ে মাথায় সিরিজ সেরার মুকুট। ভারত-বধের যে খুশিটা সাংবাদিক সম্মেলনে বেরিয়ে এল মিচেলের কথায়। শেষদিকে বিরাট-হর্ষিত রানার যুগলবন্দি কিছুটা চিন্তায় রাখলেও জয় আটকায়নি। মিচেল বলেছেন, 'ওদের পার্টনারশিপ চাপ বাড়াচ্ছিল। কিন্তু দলের জন্য গর্ব হচ্ছে, সবাই ঠান্ডা মাথায় চাপটা সামলাল। নিজেদের মেলে ধরল। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। যেভাবে দুই দল খেলেছে, প্রশংসা প্রাপ্য।'

মিচেলের মতে, অতীতের ভারত সফর থেকে অভিজ্ঞতা তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে আমরা বেশ কয়েকবার ভারত সফর করেছি। প্রতিটি সফর থেকে আমরা শিখেছি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের আরও উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। সবকিছু ছাপিয়ে ভারতে এসে এই দলগত সাফল্য, গর্বের মুহূর্ত কিউয়ি ক্রিকেটের।'

ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য চেন্নাই সুপার কিংসের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলেন মিচেল! বলেছেন, 'চেন্নাইয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়েছি। অনুশীলন করেছি আইপিএলের সুবাদে। আমাকে যা সাহায্য করেছে। এরজন্য চেন্নাইয়ের (সুপার কিংস) কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নিজের দেশেও উপমহাদেশের মতো পিচ বানিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি। ভারতে খেলা উপভোগ করি। আশাবাদী ভবিষ্যতে আরও ভারত সফরের সুযোগ পাব।' কুলদীপ যাদবের রিস্টস্পিনকে অকেজো করেও ভারতীয় তারকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিচেল বলেছেন, 'কুলদীপ বিশ্বমানের বোলার। লক্ষ্য ছিল ওর ওপরই চাপ তৈরি করা। কারণ বল হাতে ও ছন্দ পেয়ে গেলে ভারতীয় বোলিংয়ের সামগ্রিক চেহারা বদলে যায়। দুই দিকে বল ঘোরাতে পারে। আমি নিশ্চিত আগামী দিনেও কুলদীপ ভারতের হয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে।'

২০২৪-এর ভারত সফরে টেস্টে ৩-০ জয়। ছাব্বিশের শুরুতে ওডিআই সিরিজ পকেটে। তাও আবার মিচেল স্যান্টনার, কেন উইলিয়ামসন, রাচিন রবীন্দ্র, জেকব ডাফি সহ একঝাঁক প্রথম দলের ক্রিকেটারদের বাদ দিয়েই। ইতিহাস গড়ার গর্ব নিয়ে অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েলের মন্তব্য, 'ভারতে খেলা সবসময় চাপের। এখানে প্রথমবার ওডিআই সিরিজ জিতলাম। ভারত সফরে যাওয়া এবং ভালো খেলার স্বপ্ন বরাবরই দেখতাম। দল হিসেবে আমরা সেটাই করে দেখিয়েছি। আলাদা করে মিচেলের কথা বলব। গোটা সিরিজে অবিশ্বাস্য খেলল।'

> **চেন্নাইয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়েছি। অনুশীলন করেছি আইপিএলের সুবাদে। আমাকে যা সাহায্য করেছে। এরজন্য চেন্নাইয়ের (সুপার কিংস) কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নিজের দেশেও উপমহাদেশের মতো পিচ বানিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি।**
>
> -ড্যারিল মিচেল

হিন্দু দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা

রিঙ্কুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শুরু।

সিরিজ শেষে সোজা বিশ্বকাপ অভিযান। তার আগে নতুন সমস্যায় রিঙ্কু সিং। হিন্দু দেবদেবীকে অবমাননা করার অভিযোগে রিঙ্কুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কার্নি সেনা। সম্প্রতি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি 'এআই' নির্মিত ভিডিও পোস্ট করেন রিঙ্কু। যেখানে রিঙ্কুকে অধিনায়ক জিজ্ঞাসা করছেন, 'তোমাকে কে ক্রিকেটার তৈরি করেছে?'

টি২০ সিরিজের আগে ছুটির মেজাজে নাগপুরে জঙ্গল সাফারিতে রিঙ্কু সিং, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষানরা।

এরপরই এইআই নির্মিত ভিডিওয় দেখা যায় থর গড়িতে এইআই নির্মিত শিব, হনুমান, বিষ্ণু, গণেশ বসে রয়েছেন। চোখে কালো রংয়ের সানগ্লাস। গাড়ি চালাচ্ছেন হনুমান। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে ইংরেজি গান। কার্নি সেনা যা ভালোভাবে নেয়নি। রবিবারই কার্নি সেনার সভাপতি সুমিত টোমর হিন্দু দেবতাদের অবমাননার অভিযোগ জানায়। দাবি, রিঙ্কু মানুষের ধর্ম-আবেগে আঘাত করেছেন।

রিঙ্কুর আইপিএল টিম কর্ণধার শাহরুখ খানের প্রসঙ্গও টেনে আনেন। টোমর বলেছেন, 'রিঙ্কু শাহরুখ খানের আইপিএল টিমের অংশও। শাহরুখের মতোই রিঙ্কুও তাঁর যথার্থ মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন। ভগবানদের কালো সানগ্লাস পড়ানো, তাদের দিয়ে থর গাড়ি চালানো, ইংরেজি গান, ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছেন রিঙ্কু সিং।

আফকন চ্যাম্পিয়ন মানের সেনেগাল

রাবাত, ১৯ জানুয়ারি : গোল বাতিল থেকে পেনাল্টির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ। অতঃপর অসন্তোষে দল তুলে নেওয়ার পরও সাদিও মানের নেতৃত্বে মাঠে প্রত্যাবর্তন। নাটকীয়তায় ভরপুর ফাইনাল শেষে আফকন চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল। আফ্রিকান কাপ অফ নেশনের ফাইনালে মরক্কোকে ১-০ গোলে হারাল সাদিও মানের সেনেগাল।

নাটকীয় ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ মরক্কোর

ঘরের মাঠে আফ্রিকা সেরা হওয়ার লড়াইয়ে নেমেছিল মরক্কো। দলে ব্রাহিম দিয়াজ, আচরাফ হাকিমির মতো তারকারা। তার ওপর গত ১৭ বছর নিজেদের দেশে অপরাজিত মরক্কো। রবিবার রাতে রাবাতে সেই দৌড় থামল। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দুই পক্ষ একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। তেকাঠির সামনে কার্যত প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দুই দলের গোলরক্ষক ইয়াসিন বৌনৌ ও এডুয়ার্ড মেন্ডি।

ম্যাচের বয়স তখন ৯৩ মিনিট। কর্নার পায় সেনেগাল। তা থেকে বল জালে জড়ালেও রেফারি ফাউলের অভিযোগে গোল বাতিল করেন। এর মিনিট তিনেক পরই ভার দেখে রেফারি পেনাল্টি দেন মরক্কোকে। কিন্তু সেনেগালের দাবি, পেনাল্টি অন্যায্য। প্রতিবাদে দল তুলে নেয় তারা। তবুও মাঠ ছাড়েননি মানে। কিছুক্ষণ পর তাঁরই নেতৃত্বে মাঠে ফেরেন সেনেগালের ফুটবলাররা। ম্যাচ শুরু হয়। যে পেনাল্টি নিয়ে এত বিতর্ক, সেটা মিস করে মরক্কো। দিয়াজ পানেনকা মারতে গিয়ে সোজা সেনেগাল গোলরক্ষকের হাতে বল তুলে দেন।

সংযুক্তি সময়ের খেলা হয় প্রায় ২৫ মিনিট। তাতেও ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়নি। এরপর অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই দুরন্ত শটে গোল করেন সেনেগালের পাপে গায়ে। ওই গোলই শেষপর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিল। যাবতীয় নাটক শেষে ১-০ গোলে জিতে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য আফ্রিকা সেরা হল সেনেগাল।

আফকনে চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল। সাদিও মানেকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

বাংলার নেতৃত্বে রবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : আসন্ন সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন রবি হাঁসদা। গত মরশুমে বাংলার সন্তোষ জয়ের অন্যতম কারিগর রবি। অতীতের সব নজির ভেঙে এক মরশুমে সন্তোষ ট্রফিতে সবাধিক গোলের রেকর্ড গড়েছিলেন। তারই পুরস্কারস্বরূপ রবির হাতে নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড তুলে দিলেন কোচ সঞ্জয় সেন। নতুন দায়িত্ব পেয়ে খুশি রবিও। এদিকে, বুধবার সন্তোষের মূলপর্বে অভিযান শুরু করছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলা। তার আগে সোমবার সকালে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলন করেছেন নরহরি শ্রেষ্ঠা, করণ রাই, বিকি থাপারা। মঙ্গলবার অবশ্য আয়োজকদের ঠিক করে দেওয়ার মাঠেই প্রস্তুতি সারবে সঞ্জয় সেনের দল। তবে যে মাঠে বাংলাকে ম্যাচ খেলতে হবে হোটেল থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার। যেতে সময় লাগবে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। ফলে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাটিয়ে ম্যাচ খেলতে হবে। সেই বিষয়ে বেশ চিন্তিত বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

বড় জয় বাগানের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগে আঞ্চলিক বাছাইপর্বের ম্যাচে বড় জয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবকে ৬-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গোল করেছেন থুমসল টংসিন, পুনীত থংজম, লিওয়ান কাস্টানা, পাসাং দোরজি তামাং, আদিত্য মণ্ডল ও রোহিত সিং। ডেভেলপমেন্ট লিগের অন্য ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। জয়সূচক গোলটি ভানলালপেকা গুইতের। অন্যদিকে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করল বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পস। এদিনই আবার অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগের ম্যাচে এসকেএম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগানের খুদেরা।

আইসিসির সময়সীমার দাবি খারিজ বিসিবির

বাংলাদেশের বিকল্প হতে পারে স্কটল্যান্ড

ঢাকা ও দুবাই, ১৯ জানুয়ারি : সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। গতরাতেই বাংলাদেশকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী বুধবারের মধ্যে ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে তাদের অবস্থান সরকারিভাবে স্পষ্ট করতে হবে।

অথচ, বাংলাদেশের তরফে আজ দাবি করা হয়েছে, আইসিসির এমন সময়সীমার কথা তাঁদের জানা নেই। বরং বাংলাদেশ এখনও তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। নিরাপত্তার কারণে মুস্তাফিজুর রহমানরা ভারতে কুড়ির বিশ্বকাপ খেলতে যাবেন না। বাংলাদেশ বনাম আইসিসি যুদ্ধের আরও দুইটি দিক আজ সামনে এসেছে। এক, আইসিসির একটি সূত্রের খবর, বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে ইতিমধ্যেই স্কটল্যান্ডকে ভাবা হয়েছে। প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনা করে স্কটল্যান্ডকে তৈরি থাকার কথাও বলা হয়েছে বলে খবর। দুই, বাংলাদেশ পড়শি পাকিস্তানকে ভারতে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে 'বন্ধু' ভেবে তাদের দ্বারস্থ হয়েছিল। সেই পাকিস্তানের তরফে আজ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপ তারা বয়কট করার কথা ভাবছেই না। বরং শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে পাকিস্তান।

বাংলাদেশ অবশ্য তাদের সিদ্ধান্ত বদল করেনি এখনও। বরং ক্রমশ বাড়তে থাকা চাপের মুখে নিজের স্টান্স না বদলে বিসিবির ডিরেক্টর আমজাদ হোসেন আজ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা আইসিসির

দেওয়া সময়সীমার কথা জানেন না। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে তাঁদের কিছু জানানো হয়নি। বিসিবির ডিরেক্টরের কথায়, 'গত শনিবার আইসিসির প্রতিনিধি ঢাকায় হাজির হয়ে আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে আমরা জানিয়েছিলাম, কোনওভাবেই ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আমরা যাব না। আইসিসির প্রতিনিধি আমাদের তখন বলেছিলেন, উনি বিষয়টি আইসিসিকে জানাবেন। যদিও তারপর কী হয়েছে, আমাদের জানা নেই। আইসিসির দেওয়া যে সময়সীমার কথা বলা হচ্ছে, সেটাও জানি না আমরা।'

লিটন দাসদের দেশের চরমপন্থী মনোভাব ফের স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, বুধবারের মধ্যে তাদের অবস্থানে বদল হবে না। বাস্তবে এমনটা হলে বাংলাদেশের পক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে তখন ডেকে নেওয়া হবে। আইসিসির একটি সূত্র দুবাই থেকে রাতের দিকে নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন, 'স্কটল্যান্ডকে ইতিমধ্যেই তৈরি থাকার জন্য বলা হয়েছে। বাংলাদেশ বুধবারের মধ্যে অবস্থান স্পষ্ট না করলে বিকল্প হিসেবে আমরা স্কটল্যান্ডের নাম বিশ্বকাপের জন্য ঘোষণা করতে পারি।'

সোজাকথায় বাংলাদেশ বনাম আইসিসি যুদ্ধ এখন চরমে। যার শেষটা কীভাবে হয়, সেটাই এখন দেখার।

অর্ধশতরানের পথে গৌতমী নায়েক। ভদোদরায় সোমবার।

গৌতমী লড়াইয়ে ফেরালেন আরসিবি-কে

ভদোদরা, ১৯ জানুয়ারি : প্রথম ২ ওভারেই গ্রেস হ্যারিস (১) ও জর্জিয়া ভলকে (১) হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেখান থেকে তাদের ১৭৮/৬ স্কোরে পৌঁছে যাওয়ার কারিগর গৌতমী নায়েক। স্মৃতি মান্ধানা (২৬) ও রিচা ঘোষ (২৭) কিছুটা রান পেলেও গৌতমী ৫৫ বলে ৭৩ রানের ইনিংসটা না খেললে আরসিবি-র দেড়শো গণ্ডি পেরোনোই মুশকিল হত। ইনিংসটি গৌতমী সাজান সাতটি বাউন্ডারির সঙ্গে এক ছক্কায়। যার ধাক্কায় শুরুতে রেণুকা সিং ঠাকুরের (২৩/১) সঙ্গে আরসিবি ব্যাটিংকে চাপে ফেলে দেওয়া কাশভি গৌতম (৩৮/২) ও অ্যাশলে গার্ডনার (৪৩/২) শেষপর্যন্ত ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। যার সুযোগ নিয়ে শেষবেলায় রাধা যাদব ৮ বলে ১৭ রান করে গুজরাট জায়েন্টসের চাপ বাড়িয়ে দেন। যা সামলে ওঠার আগেই সায়ালি সাতঘারে নতুন বলে তুলে নেন বেথ মুনি (৪) ও সোফি ডিভাইনকে (০)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুজরাট ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ২৯ রান তুলেছে। ক্রিজে অনুষ্কা শর্মা (১৭) ও অ্যাশলে গার্ডনার (৮)।

ডব্লিউপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

বিদেশির নিরিখে এগিয়ে দুই প্রধান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : মাঝে একটা মাস ফিফা ব্যানের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলার নেওয়ার কাজটা সেরে রেখেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু শেষপর্যন্ত কি এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে বিদেশিহীন দলই নামাবে কলকাতার তৃতীয় প্রধান? বাকি দলগুলির বিদেশির অবস্থাই বা কী? এক মাসেরও কম সময় বাকি আইএসএল শুরু হতে। তার আগে কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকি প্রায় সব ক্লাবই বেশ সমস্যায়।

গত মরশুমে লম্বা সময় বেতন না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত তৎকালীন কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ সহ বিদেশি ফুটবলাররা ফিফার দ্বারস্থ হয় মহমেডানের বিপক্ষে। যার জেরে ফিফা ব্যানের কবলে পড়ে তারা। টাকা মিটিয়ে ব্যান তোলার ব্যবস্থাও করতে পারেননি ক্লাবকর্তারা। শেষমেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় বকেয়া মিটিয়ে এবং ব্যান তুলিয়ে দ্রুত কিছু ভারতীয় ফুটবলারকে সই করানো হয়। কিন্তু এতেই সমস্যা শেষ হয়নি। কার্লোস ফ্রাঙ্কা টাকা না পেয়ে দ্বিতীয় চিঠি দেওয়ায় ফের ফিফা জানুয়ারি উইন্ডোতে ব্যান করেছে মহমেডানকে। সেক্ষেত্রে একমাত্র মহমেডানই এখনও পর্যন্ত বিদেশিহীন। ক্লাবের অন্যতম প্রধান কর্তা মহম্মদ কামারুদ্দিন অবশ্য বললেন, 'ফিফার নিয়মে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে আবেদন করা যায়। আমরা সেটাই করব ভাবছি। আশা করছি, অন্তত দুই-তিনজন বিদেশি দলে নিতে পারব সেক্ষেত্রে।' না পারলে সত্যিই চাপে পড়বে মহমেডান।

আবেদন করবে মহমেডান

তবে শুধু মহমেডানই নয়, এই বিদেশি ইস্যুতে মোহনবাগান, জামশেদপুর এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকি সব ১০ ক্লাবই চাপে। সের্জিও লোবেরার দলে ৬ জন বিদেশিই আছেন। যার অর্থ, দুই তিন মরশুম করে খেলে ফেলা টম অ্যালড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজ, দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেনরা ছাড়াও লোবেরা আসার পর হার্ড ট্রেনিং করা রবসন রোবিনহো সমৃদ্ধ মোহনবাগান অন্তত শক্তির বিচারে এবারও এগিয়ে। কারণ তাদের ভারতীয় স্কোয়াড রীতিমতো ঈর্ষণীয়। এছাড়াও জামশেদপুর এফসি-তেও আছেন ছয়জন বিদেশি। পাঞ্জাব এফসি-ও ধরে রেখেছে পাঁচ বিদেশিকে। হিরোশি ইবুসুকি, হামিদ আহদাদকে ছেড়ে দিলেও চার বিদেশি আছেন ইস্টবেঙ্গলেও। যার মধ্যে সাউল ক্রেসপো তিন মরশুম খেলছেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে। কেভিন সিবিলে, মহম্মদ রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরারাও প্রথম মরশুমেই নজর কেড়েছেন। লাল-হলুদের ভারতীয়রাও মন্দ নয়। দেশি ফুটবলারদের তালিকা তৈরি করলে ভালো অবস্থায় আছে এফসি গোয়া এবং বেঙ্গালুরু এফসি-ও। গোয়ায় বিদেশি এখন দুজন, হয়তো আরও কমতে পারে। মানোলো মার্কুয়েজ আসবেন কি না পরিষ্কার নয়। আর বেঙ্গালুরুতে আছেন তিনজন বিদেশি। টালমাটাল পরিস্থিতিতে দল ছেড়েছেন কোচ জেরার্ড জারাগোজাও। মুম্বই সিটি এফসি-তে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, বিক্রম প্রতাপ সিংদের মতো নামীরা থাকলেও গত মরশুমে পারফরমেন্স আহামরি ছিল না। দলে এখন মাত্র দুজন বিদেশি। নর্থইস্ট ইউনাইটেডে তিন, কেরালা ব্লাস্টার্স, স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি, চেন্নাইয়ান এফসি, ইস্টার কাশী ও ওডিশা এফসি-তে দুজন করে বিদেশি আছেন এই মুহূর্তে। এই ক্লাবগুলোতে কিন্তু ভারতীয় স্কোয়াডও অসাধারণ কিছু নয়। শেষপর্যন্ত কোন দল ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিজেদের শক্তি কিছুটা হলেও বাড়িয়ে নিতে পারে, সেটাই এখন দেখার।

বার্সেলোনার হারে স্বস্তি রিয়াল শিবিরে

সান সেবাস্তিয়ান, ১৯ জানুয়ারি : বার্সেলোনার জয়রথ থামাল রিয়াল সোসিয়েদাদ।

গোলের জন্য গতির সঞ্চার, একের পর এক আক্রমণ, গোল লক্ষ্য করে শট— কিন্তু ভাগ্য যেন সহায় হল না বার্সেলোনার প্রতি। গোলপোস্টই বাধা হয়ে দাঁড়ায় বার পাঁচেক। আর সেইসঙ্গে প্রাচীরসম অনড় সোসিয়েদাদ গোলরক্ষক।

৩২ মিনিটেই লিড নেয় সোসিয়েদাদ। গেদেসের ক্রস থেকে দুর্দান্ত ভলিতে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন মিকেল ওয়ারজাবাল। অবশেষে ৭০ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় বার্সা। লামিনে ইয়ামালের ক্রসে দারুণ হেডে গোল করেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। তবে সমতার স্বস্তি স্থায়ী হয়নি এক মিনিটও। পরের মিনিটেই কার্লোস সোলেরের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে তালগোল পাকান বার্সা গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়া। সেই সুযোগে সোসিয়েদাদকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন গেদেস।

শেষ কয়েক মিনিট সোসিয়েদাদ একজন কম নিয়ে খেললেও বার্সেলোনা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে হার এড়াতে পারেনি। তারপরও অবশ্য ২০ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেই রইল বার্সেলোনা। তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করল তারা। বর্তমানে এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের সংগ্রহ ৪৮ পয়েন্ট। সেদিক থেকে বার্সার এই হার খানিকটা স্বস্তি দেবে মাদ্রিদ জায়েন্টদের।

জিতল বিজয়

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে সোমবার বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩ উইকেটে জিতেছে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। অরবিন্দনগর মাঠে রেইনবো টসে জিতে ৩৭ ওভারে ২০৬ রানে অল আউট হয়। অঙ্কিত ওরাওঁ ১৪ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে বিজয় ৩৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৭ রান তুলে নেয়।

খেলতে রাজি সুন্দরবন, শীর্ষে রয়্যাল সিটি

বোলপুর, ১৯ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে শীর্ষস্থানে ফিরল জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। সোমবার তারা ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। ১৩ ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ২৬। দুই নম্বরে থাকা হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স এক ম্যাচ কম খেলে তাদের থেকে ৩ পয়েন্টে পিছিয়ে। রবিবার ম্যাচ চলাকালীন রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে দল তুলে নেয় সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। এমনকি প্রতিযোগিতার বাকি ম্যাচে না খেলার কথাও বলেছিল তারা। তবে সোমবারই বিবৃতি দিয়ে তারা জানাল, লিগে যাত্রা অব্যাহত রাখবে তারা। বলা হয়েছে, 'রেফারিদের কিছু সিদ্ধান্তে আমরা সেই ম্যাচটিকে গণনায় ধরছি না। তবে আমাদের লক্ষ্য লিগের বাকি ম্যাচ খেলা, বিএসএলে অংশগ্রহণ করা। আমাদের পরবর্তী ম্যাচ ২১ জানুয়ারি, বিকেল ৪টা, ক্যানিং স্টেডিয়ামে। আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।'

আনোয়ার ইস্যুতে ক্যাসে চিঠি বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : অবশেষে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপর আস্থা হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। লম্বা সময় ধরে আটকে থাকা আনোয়ার আলি ইস্যুতে ফিফার কোর্ট অফ আরবিট্রেশনের দ্বারস্থ হল তারা।

গত ১৮ মাস ধরে আনোয়ার আলি কেস নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের আপিল কমিটি বারবার তারিখ পে তারিখের মতো এই বিষয়ে সভা স্থগিত করেছে। অবশেষে গত ডিসেম্বরে নতুন আপিল কমিটি তৈরি করা হয়। যে কমিটি ১২ জানুয়ারি রায় দেয়। যেখানে ফের বিষয়টি প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেলেও এই বিষয়ে কোনও অগ্রগতি নেই বলেই বাগান ম্যানেজমেন্ট সুইস কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ক্যাসের সদর দপ্তরে চিঠি দিয়ে পুরো বিষয়টি শোনার অনুরোধ করা হয়েছে মোহনবাগানের পাঠানো চিঠিতে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে আনোয়ার লোন চুক্তিতে না থাকতে চেয়ে মোহনবাগান ছেড়ে প্রধান প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর এই বিষয়ে মোহনবাগানের আবেদনের ভিত্তিতে শুরুতে প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ারকে দোষী বলে জানিয়ে চার মাসের জন্য সাসপেন্ড করে এবং ইস্টবেঙ্গলকে দুটো ট্রান্সফার উইন্ডো ব্যান করে। এছাড়া আনোয়ারকে ১২.৯ কোটি টাকা মোহনবাগানকে ফেরত দিতে বলা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে আনোয়ারের পেরেন্ট ক্লাব দিল্লি এফসি আর্জি জানায়। যেখানে এই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে বিষয়টি আপিল কমিটির কাছে পাঠানো হয়।

এরপর থেকে ক্রমাগত বিষয়টি কখনও প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি এবং আপিল কমিটির মধ্যে বারবার যাতায়াত করলেও এর কোনও সমাধান করতে পারেনি ফেডারেশন। সেই কারণেই অবশেষে ক্যাসের দ্বারস্থ হল মোহনবাগান।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম রাউন্ড জিতে ঈশ্বর-স্মরণ নোভাক জকোভিচের।

চোট চিন্তায় সিটি, ঐক্য-বার্তা এমবাপের

মিলান ও মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার রাতে সান সিরোতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি ইন্টার মিলান-আর্সেনাল।

ঘরের মাঠে বরাবরই কঠিন প্রতিপক্ষ ইন্টার। সংগঠিত রক্ষণ ও দ্রুত প্রতি-আক্রমণে ঝড় তুলে বিপক্ষকে বিপদে ফেলতে অভ্যস্ত সিরি এ-র ক্লাবটি। এই মরশুমে ঘরোয়া লিগেও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে তারা।

প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে আর্সেনালও। তবে গত দুই ম্যাচে ড্র নিঃসন্দেহে মানসিকভাবে একটু হলেও চাপে রাখবে মিকেল আর্তেতার দলকে। আবার এই মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও অপরাজিত গানাররা। এই ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেলেই শেষ ষোলোয় জায়গা পাকা করে ফেলবে আর্সেনাল। কাজেই আত্মবিশ্বাস-আশঙ্কা দুই-ই রয়েছে আর্তেতার দলের সাজঘরে।

মঙ্গলরাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। তাদের প্রতিপক্ষ ফ্লিমট। তার আগে সিটি শিবিরে চিন্তা চোট-আঘাত সমস্যা। সূত্রের খবর, তালিকাটা বেশ লম্বা। চোট ও অসুস্থতার কারণে অনিশ্চিত প্রায় দশ ফুটবলার। এর মধ্যে বড় নাম ম্যাথিউস নুনেস। এই পরিস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে সহজ ম্যাচও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দলের জন্য।

অন্যদিকে, রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে মোনাকোর। বড় দলের বিরুদ্ধে ভয়ডরহীন ফুটবলের জন্য বরাবর পরিচিত মোনাকো। তার আগে রিয়াল শিবিরের অন্যতম সদস্য ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ঐক্যের বার্তা দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। আসলে সাম্প্রতিক সময়ে দলের ব্যর্থতায় বারবার সমর্থকদের রোষের মুখে পড়েছেন ভিনি। সমালোচিত হয়েছেন। এই নিয়ে এমবাপে বলেছেন, 'দলের ব্যর্থতার দায় নির্দিষ্ট একজনের নয়। ভালো হোক বা খারাপ সবটাই দলগত।' তিনি এটাও বলেছেন, 'দলের হারে সমর্থকদের হতাশা স্বাভাবিক। তবে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করাটা অনুচিত।' একই রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আরও একটি আকর্ষণীয় ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে প্যারিস সাঁ জাঁ-স্পোর্টিং সিপি।

সান সিরোতে ইন্টার-আর্সেনাল দ্বৈরথ

পুরোনো ক্লাব মোনাকোর বিরুদ্ধে নামার আগে প্রস্তুতিতে কিলিয়ান এমবাপে।

শুরুতেই ডার্বির ভাবনা আইএসএলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ডার্বি জটে আটকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সূচি প্রকাশ। ডুরান্ড কাপ প্রথম পথ দেখায়। টুর্নামেন্টের শুরুতেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি ম্যাচ খেলিয়ে ফায়দা তোলার আগ্রহ এখন প্রতিটি টুর্নামেন্টেই দেখা

আপত্তি দুই ক্লাবেরই

যাচ্ছে। এমনকি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনও সেই পথে হাঁটতে শুরু করেছে। এর আগে সুপার কাপে কলকাতার দুই প্রধানকে এক গ্রুপে রেখে দেওয়ার পর এবার আইএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচ ডার্বি দিয়ে শুরু করানোর ভাবনা ছিল এআইএফএফের। সেই মতো ড্রাফট সূচিও তৈরি করা হয়। কিন্তু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল, দুই ক্লাবই আপত্তি জানিয়েছে শুরুতেই ডার্বি খেলার ব্যাপারে।

রেকর্ড গড়ে অভিযান শুরু জকোভিচের

মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারি : স্বমহিমায় অভিযান শুরু।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সফলতম খেলোয়াড় তিনিই। দশবারের চ্যাম্পিয়ন। সোমবার রড লেভার এরিনায় একাদশ খেতাব জয়ের অভিযানটা চেনা মেজাজেই শুরু করলেন নোভাক জকোভিচ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকাতে দুই ঘণ্টা সময় নিলেন সার্বিয়ান তারকা। স্পেনের পেদ্রো মার্তিনেজকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন নোভাক। সেইসঙ্গে রজার ফেডেরারের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে একশো ম্যাচ জয়ের নজির গড়লেন তিনি। ম্যাচের ফল জকোভিচের পক্ষে ৬-৩, ৬-২, ৬-২। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে সবাধিক জয়ের নিরিখে এখনও শীর্ষে রয়েছেন ফেডেরার। তাঁকে ছুঁতে আরও দুটি ম্যাচ জিততে হবে নোভাককে। তবে এই জয়ের সুবাদে আরও একটি রেকর্ড গড়লেন সার্বিয়ান তারকা। প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টে একশো ম্যাচ জয়ের নজির গড়লেন তিনি।

সহজ জয় সোয়াতেকের

এদিন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষ সিঙ্গলসের অন্য ম্যাচে জেসপার ডি জংকে হারিয়েছেন ড্যানিল মেদভেদেভ। স্ট্রেট সেটে জিতলেও যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয়েছে মেদভেদেভকে। ম্যাচের ফল ৭-৫ , ৬-২, ৭-৬ (৭/২)।

মহিলা সিঙ্গলসের ম্যাচে ইউ ইউয়ানকে স্ট্রেট সেটে হারালেন ইগা সোয়াতেক। ম্যাচের ফল ৭-৬ (৭/৫), ৬-৩। স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতেছেন কোকো গফ, জেসিকা পেগুলা, ক্যারোলিনা মুচোভা, আমান্দা আনিসিমোভাও।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

বিজ্ঞাপন

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা তারক হেমব্রাম - কে 21.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78D 81216 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন কারো আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূরণ হয় তখন জীবন সহজ হয়ে যায়। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা পুরস্কার জেতার পর আমি অনেক আনন্দ পাই। এই আনন্দময় ঘটনার জন্য ডিয়ার লটারির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে চলছে বার্ষিক ক্রীড়া। ছবি : দীপঙ্কর মিত্র

দক্ষিণ জোনের বার্ষিক ক্রীড়া

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : দেবীনগর কৈলাস চন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠের পরিচালনায় সোমবার শুরু হল বার্ষিক ক্রীড়া- আন্তঃ স্কুল জোনাল গেমস অ্যান্ড অ্যাথলেটিক্স উইন্টার মিট। স্টেডিয়াম ময়দানে এদিন অ্যাথলেটিক্স প্রতযোগিতা হয়। দক্ষিণ জোনের ১৯ স্কুলের ৩২৪ জন পড়ুয়া ৬৪টি ইভেন্টে অংশ নেয়। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে ভলিবল প্রতিযোগিতা।

অগ্রগামীর জয়

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার এনবিআরসি ৮৪ রানে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। প্রথমে এনবিআরসি ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৮ রান তোলে। শুভদীপ সেন রেখে এসেছেন ২৭ রান। রোহিত রাউত ৩৪ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে অগ্রগামী ১২৪ রানে অল আউট হয়। কিষণ হেলার অবদান ৩২ রান। অজয় প্রধান ৮ রানে ৩ উইকেট নেন।

সেমিফাইনালে গ্রিন ভিউ

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৯ উইকেটে হারিয়েছে বালুরঘাট ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অ্যাকাডেমি প্রথমে ১৬ ওভারে ২২ রানে অল আউট হয়। রুপম সরকারের অবদান ১১ রান। মৃন্ময় সরকার ৩ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে ঋত সাহাও (৩/১)। জবাবে গ্রিন ভিউ ৫.৪ ওভারে ১ উইকেটে ২৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মৃন্ময় ১১ রান করে।

ম্যাচের সেরা হয়ে মৃন্ময় সরকার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জয়ী ইশান, অর্চিস

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত রাজ্যস্তরের পশ্চিমবঙ্গ সাব-জুনিয়ার রাজ্য র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে সোমবার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৩ সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে ইশান পাল ১৫-৮, ১৫-৫ পয়েন্টে হারিয়েছে ধ্রুব সিংকে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে অর্চিস ভট্টাচার্য ১৫-২, ১৫-১ পয়েন্টে জিতেছে স্নেহান গাইনের বিরুদ্ধে। একই বিভাগে সম্বিত খাঁড়া ১৫-৩, ১৭-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছে অভিজ্ঞান শিটকে।

আন্তঃ কলেজ ক্রীড়া

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ সুরেন্দ্র নাথ মহাবিদ্যালয়ের আয়োজনে কর্ণজোড়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে শুরু হল উত্তর দিনাজপুর আন্তঃ কলেজ স্টেট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ। যা চলবে বুধবার পর্যন্ত। সোমবার প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জের মহকুমাশাসক তথা সুরেন্দ্র নাথ মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আয়োজক কলেজ ছাড়াও ইটাহার ডা. মেঘনাদ সাহা কলেজ, কালিয়াগঞ্জ কলেজ, ডালখোলা অগ্রসেন কলেজ ও ইসলামপুর কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছেন। প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক অধ্যাপক শুভঙ্কর পাল জানিয়েছেন, ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ১০টি ইভেন্টে অংশ নেন। এদিন হয়েছে অ্যাথলেটিক্স। মঙ্গলবার ফুটবলে ৪টি দল এবং বুধবার খো খো-তে ৩ টি দল অংশ নেবে।

SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
P.O.: Sukna, Siliguri, Pin: 734009
(A unit of Techno India Group)
BUSINESS PROPOSAL
Looking for an experienced and financially sound Food vendor for running its subsidized **Central Canteen** situated within the campus.
Interested Firms/Persons may visit the SIT college campus with all testimonials within 5 days from the date of publication of this Advt.
Firms/Persons having previous experience in the same field may be given preference during selection
Helpline: 9832369108